শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমদিরা।

(ভাবোন্মাদ।)

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

PUBLISHED BY HORI CHURUN GHOSAL,

193, Cornwallis Street, Deshya Bhander.

AND

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA

17 Nunda Coomar Chowdhury's 2nd Lane, Calcutta,

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা।

পূজা ও নিবেদন।

মা!

আজ নূতন বৎসর! তুমি আজ আমাদের হৃদয়ের-পূজা গ্রহণ কর। আমাদের অন্য কিছু নাই মা! আমরা তোমার অক্ষম ছেলে; আমরা তোমাকে বুকের জিনিষ দিয়ে পূজা করবো;—তুমি মা,—তুমি আমাদের যা দিয়েছো তাই দিয়ে পূজা করবো।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমদিরা" আমাদের এবারের পূজার নৈবেদ্য। এ আমাদের বুকের জিনিষ ও আর আর কি কি সব জিনিষ দিয়ে প্রস্তুত;—অতি যত্নে প্রস্তুত। তুমি এই নৈবেদ্যখানি গ্রহণ ক'রে আমাদের পূজা সার্থক কর ও পরিশ্রম সফল কর। আমরা আজ অতি ভক্তিভাবে এ নৈবেদ্যখানি তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম্!

আর তোমার এই অবোধছেলেরা যুক্তকরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করছে;—চিরদিন যেন ঠাকুরের ভক্ত সঙ্গে বিহার, তাঁহার লীলা স্মরণ মনন ও অন্তে তাঁহার স্মৃতি বুকে ক'রে—তাঁর অভয়পদে স্থান পায়! এবং তাঁহার শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি হয়; আমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

রাঁচি
১লা বৈশাখ ১৩১৭ সাল।

একান্ত শরণাগত
মা!
তোমার প্রণত সন্তানগণ।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমাত্রকেই প্রণতি পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহা ঠাকুরের জিনিষ—ঠাকুরের ইচ্ছায় প্রস্তুত হইয়াছে,—অতএব ভক্তগণ যে সাদরে গ্রহণ করিবেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ করি না।

Proof sheet দেখার দোষে স্থানে স্থানে একটু আধটু ভুল পড়িয়া গেল—যাহা বারান্তরে সংশোধন হইয়া যাইবে। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে, ইতি।

বিনীত—প্রকাশক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমদিরা।

(ভাবোন্মাদ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর কে ?

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(গীতা)

যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন, আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া যিনি পথহারা পথিকগণকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যিনি সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয় করিয়া তার্কিকগণের বিবাদ মিটাইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের মর্ম্ম কি, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি—জগৎকে অতি সহজ কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন, যিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পৃথিবীর সব ভক্তের এক উদ্দেশ্য ও এক উপাস্য ;—ভক্তভাগবৎ ভগবান এক ও অভেদ বলিয়া জগৎকে আবার যিনি সাড়া দিয়াছেন এবং বহু নাস্তিককে আস্তিক করিয়া ঈশ্বর আছেন, ডাকলে কথা কন, দেখা দেন ;—যেমন তুমি আমি

কথা কই,—এই ভাবে কথা কন একথা বুঝাইয়াছেন ;—এবং ঈশ্বর রূপে অনেককে দেখা দিয়াছেন, যিনি গৃহী-সন্ন্যাসীর বাপ-মা, যিনি কাঙ্গাল, ফকির, ধনী, মধ্যবিত, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, চোর, ডাকাত, লম্পট, ছল, খল, বেশ্যা, সতী, মহাপাপী ;—সংসার সমাজ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ;—এমন কি স্নেহময়ী জননী পর্য্যন্ত যাহার মুখ দর্শন করেন না ; —এমন সব মানবের উদ্ধার সাধনের জন্য আসিয়াছিলেন, যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মূলমন্ত্র জগতের কাণে ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়া এবং আধুনিক যুগধর্ম্মোচিত নব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,—যিনি জগতের গুরুস্থানীয় ; যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়া দীনের ন্যায় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন, যিনি গুপ্তভাবে সংসার রাজ্য সর্ব্বদা পরিদর্শন করেন, তিনিই ঠাকুর, তিনিই এই যুগাবতার, তিনিই সকলের পরিত্রাতা।

প্রভো! আজ তুমি আমায় ক্ষমা কর! আমি জন্মাবধি অপরাধী,—তোমার শ্রীচরণে কত অপরাধ করিয়াছি ; শত শত বার ক্ষমা করছ! আজ আরও একবার ক্ষমা কর! দেখ আজ আমি তোমার কথা, যাহা বেদাদি, দর্শন, পুরাণ, ব্যাস, বাল্মীকি, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ব্যক্ত কর্ত্তে পারেন নাই—সেই বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ হয়েছে। জানিনা প্রভো! তোমার কি ইচ্ছা! তুমি গুপ্ত—তোমার সকলই গুপ্ত। তুমি কখন কারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত কর তা তুমিই জান। সে যা হো'ক··· তুমি আমাকে আজ যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছ ;—দেখো প্রভো! যেন ইহার কোন ভাব দোষ না ঘটে,—কিম্বা তোমার পবিত্র-

চিত্র অসম্পূর্ণ না দেখায়! তোমার প্রাণসম ভক্তগণ তা হ'লে প্রাণে ব্যথা পাবেন ;—আমার সর্ব্বনাশ হবে। দোহাই ঠাকুর! আমার সর্ব্বনাশের উপর আর সর্ব্বনাশ না হয়! আমি শুনিয়াছি তুমি সকলকে ক্ষমা কর ;—সকলের সর্ব্বপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত ;—মহাপাপীকে মার্জ্জনা কর ; কিন্তু তোমার ভক্তের প্রাণে যে ব্যথা দেয় তারে নাকি কিছুতেই ক্ষমা কর না! অতএব তুমি আমাকে অভয় দাও! আর একটু আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দেবতুল্য-ভক্তগণকে—এছবি দেখিয়ে তাঁদের শ্রীচরণ-ধূলি পুরস্কার পাই।

পাঠক! এ মালা ঠাকুরের ইঙ্গিতেই গাঁথা হচ্ছে। কেন গাঁথা, কি জন্য গাঁথা—তা তিনি জানেন ;—আমরা তার কিছুই জানিনি,—আর আমাদের জানবার কোন আবশ্যকও নাই। তিনি যখন যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সে তখন সেই কার্য্যই করে। আমরা আজ এই কার্য্যের ভার পেয়েছি—তাই আনন্দে মাতাল হয়ে আজ তাঁর পবিত্রনাম গেয়ে জীবন-মন সার্থক ক'রে লই। মনে হয় এ তাঁর গুপ্ত দয়া,—তিনি অপবিত্রকে এইভাবে পবিত্র করেন। হায়, তাঁর খেলা কিছুই বুঝা যায় না!

পাঠকবর্গের কাছে আমাদের শেষ নিবেদন এই যে—কেউ যেন মনে না করেন, যে আমরা দুটো রংচঙ্গে কথা ক'য়ে, লোকের মন ভোলাতে চেষ্টা করছি—তাঁর পথে যাবার জন্য কাহাকেও অনুরোধ করছি! আমাদের সে উদ্দেশ্য আদৌ নাই। আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি—হৃদয়ের ভিতর আমাদের দৃঢ় ধারণা ;—প্রভুর দয়া ব্যতিত তাঁর দুয়ারে দাঁড়াবার কারও

সাধ্য নাই! তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউ তাঁর আশ্রয় পায় না;—এ কথা ধ্রুব সত্য! তিনি না চাইলে কেউ তাঁর দিকে চাইতে পারে না! তিনি না ডাকলে কেউ তাঁর কাছে যেতে পারে না। তিনি না বুঝালে কেউ তাঁকে বুঝতে পারে না। তিনি ভিতরে ব'সে আছেন—আজ তিনি ব'সে ব'সে যা বলছেন, আমরা দাস—তাঁর আদেশ মত লিখে যাচ্ছি! এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্র নাই!

তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার কৌশলে—তাঁহার নাম তিনি জগতময় ছড়াইতেছেন—সুদূর আমেরিকা-ইউরোপবাসী পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র রামকৃষ্ণ নাম জানিয়াছেন;—আর আমরা বোঝার উপর শাকের আটি দিয়ে—কি বাতুলতা করবো! যেখানে যৎকালে যাহারে যাহা জানাবার হয়, তিনি তৎকালে তাহারে তাহা জানাইয়া দেন;—তিনি এই বিশ্বরাজ্যের নেতা! তিনি সকলের অভাব অভিযোগ পূর্ণ করছেন;—একচক্ষে সকলকে দেখছেন! আবশ্যক মত তিনি সকলকে তাঁর রামকৃষ্ণমদিরা দান ক'রে তাঁর মহিমা তিনিই জগতে প্রকাশ করছেন।

তবে আমরা যে না বলি—তাঁর পথে আসতে কাহাকে অনুরোধ না করি এমন নয়। যখন প্রাণ আনন্দে মাতাল হয়ে উঠে—মন রামকৃষ্ণ মদিরা পান ক'রে যখন অতি উত্তেজিত হয়—তখন আর হৃদয়ের আবেগ সহ্য কর্ত্তে পারিনি;—দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না পাগল হয়ে প্রভুর কথা দশের কাছে ব'লে ফেলি! তখন প্রভুর পথে আসতে সকলকে অনুরোধ করি।

যখন দেখি একটি ভাই আমার বড়ই নিরানন্দ,—প্রাণে তার বড়ই অশান্তি;—সংসারের দাবানল বুকে ক'রে বড়ই যন্ত্রণা পাচ্ছে, তখন তার কাছে প্রভুর কথা বলি;—প্রভুর শরণাগত হ'য়ে প্রভুকে তার হৃদয়ের বেদনা জানাতে বলি! তার জ্বাল জুড়াবে ব'লে রামকৃষ্ণ নাম তার কাণে দিই।

যখন প্রাণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়;—সেই আনন্দের ভাগ নে'বার জন্যে লোক জন না ডেকে থাকতে পারি না—তখন বলতে হয়!

তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলতে সাহস পাই, তাঁর দয়া হ'লে—তাঁর দেবদুর্লভ শ্রীচরণরেণুর বলে,—আমাদের মত পতিত পর্য্যন্ত তাঁর এক খানি চিত্র এঁকে জন্ম সার্থক করতে পারেন। তবে সকল কার্য্যে তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষ।

আমাদের বেশ বোধ হয়—আজ আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মদিরা" প্রস্তুতের ভার আমাদের দিয়াছেন। আমরা শুদ্ধ হইব বলিয়া তিনি এই কৌশল করিছেন!—তাই প্রাণে আজ এত বল। হায় তাঁর কৌশল কে বুঝে! তাঁর কথা বলব না ব'ল্লেও বলতে হয়!

হ্যাঁ, ভাল কথা, যা বলছিলাম! আমাদের মত পতিতও তাঁর কৃপা লাভ কর্ত্তে পারেন। আমাদের মত অধম অধমাধম;—কুলললনা হইতে আরম্ভ ক'রে বারাঙ্গনা;—এমন কি চণ্ডালিনী গমন ক'রে, যিনি ইন্দ্রিয়ের সেবা করেছেন, কিম্বা গোহত্যা ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হয়েছেন; এখনও যিনি জাল, জুয়াচুরির স্রোতে অঙ্গ ঢেলে আছেন;—কামিনীকাঞ্চনের পাশে আত্মবিক্রয় ক'রে যিনি দাসত্ব স্বীকার করেছেন—তিনিও

ঠাকুরের সেবাভার পেতে পারেন—অনায়াসে ঠাকুরের দাস হ'তে পারেন।

আহা! তাঁর কাছে ছোট-বড় নাই, তাঁর কাছে ইতর বিশেষ নাই, জাত-কুলের বিচার নাই;—তাঁর কাছে রাজা প্রজার একাসন;—তিনি পাপী ব'লে ঘৃণা করেন না—বরং পাপীকে আরো ডেকে কোল দেন! তিনি পরম দয়াল!

তিনি স্বর্গের চিকিৎসক! আমাদের জন্যে অমৃত ঔষধ ল'য়ে চিকিৎসালয় খুলে ব'সে আছেন। তিনি মহারাণীকে যে চক্ষে দেখেন, চণ্ডালিনীকেও সেই চোখে দেখেন। তাঁর কাছে বিনামূল্যে সকলে চিকিৎসিত হয়।

সংসারগরল পান ক'রে যে যে ভাবে জরজর;—তারে তিনি সেই ঔষধ দেন;—যার যেমন চিকিৎসার আবশ্যক—তাঁর আশ্রয়ে তার সেই চিকিৎসা মিলে! তিনি স্বর্গের বৈদ্য! তাঁর অমৃতঔষধ;—ভবব্যাধিত আরাম লাভ করে—অমরও হয়ে যায়। তাঁর এক ঔষধের অনেক গুণ!

যদি তোমার চিকিৎসার আবশ্যক হয়, তুমি তাঁর শরণাগত হও!—তোমার রোগের বিবরণ বল—তোমার অতি কঠিন—দুরারোগ্যব্যাধি, তিনি এক কথায় আরাম করবেন। আর তুমি যদি তোমার রোগের কথা বলতে না পার, কিম্বা বলতে লজ্জিত হও, তাতেও কোন তোমার ক্ষতি হবে না! তিনি তোমাকে দেখেই সব বুঝে নেবেন—তিনি মহাবৈদ্য!

তুমি তাঁর কাছে একবার গিয়ে দেখো—সেরে যাবে! তুমি তাঁর অমৃতঔষধ খেয়ে প্রাণে মত্তহস্তীর বল পাবে। তখন তুমি সংসারে ডঙ্কা মেরে বেড়াবে;—দু'হাত তুলে বগল বাজিয়ে

নেচে ফিরবে। কি কর্ত্তে এসে কি হয়ে গেল ভেবে আনন্দে আট-খানা হবে। তখন তুমিই সেধে সেধে কত লোককে ঐ ঔষধালয়ের সংবাদ, বৈদ্যের গুণপনা,—ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, লোকের কাছে ব'লে বেড়াবে;—না ব'লে থাক্‌তে পারবে না!

হয়তো তোমার তখন ঐ কাযই হয়ে দাঁড়াবে! তুমি যারে তারে তাঁর বিষয় বলবে, যেখানে সেখানে তাঁর কথা কইবে;—দিবারাত্র তাঁর কথা তোলাপাড়া করবে! তবে তোমাকে একটু সাবধান থাকতে হবে;—তুমি নিজে যেন পাগল না হ'য়ে যাও। তাঁর ঔষধ এক প্রকার মদিরা বিশেষ, খেলে নেশা হয়, মাদকত্ব-গুণ আছে! তোমার যে পরিমাণ সহ্য হয়, তুমি তাই খে'ও;—তোমার কোন ভয় নাই; আর তিনি বুঝে তোমার ব্যবস্থা করবেন।

তাঁর আশ্রয়ে একবার গিয়ে দেখ! আহা, সে আশ্রয় নয় শান্তিকুটীর; সেখানে চিরশান্তি বিরাজমান! সেখানে শোক নাই, জ্বালা নাই, বিবাদ নাই, বিড়ম্বনা নাই, হতাশ্বাস নাই, আক্ষেপ নাই, জ্বালার উপর জ্বালা নাই, বাজ নাই, অনল নাই, বাজের কড়্‌কড়ানি নাই! সেখানে কুসুমে কীট নাই, চাঁদে কলঙ্ক নাই, প্রণয়ীর বুকে তাপ নাই, প্রণয়িণীর দাঁতে বিষ নাই! সেখানে ফুল শুকোয় না, ফোটাফুল ঝরে না,—সৌরভ নষ্ট হয় না, ভ্রমরে ফুলের মধু চুরি ক'রেনা! সেখানে নারীর বুকে ছলনা নাই, নরের বুকে কপটতা নহে; সেখানে জ্ঞাতি নাই, ভাগীদার ভাই নাই; সেখানে কেউ কারেও ঠকায় না, কেউ কারো বুকে ছুরি দেয় না! তাঁর আশ্রয়ে গেলে—চিরদুঃখীর বুকে আনন্দ ফোয়ারা ছুটে।

সে বড়ই রম্যস্থান! যাওনা, একবার গিয়ে দেখে এস না! দোষ কি? একবার না হয় গেলেই! না, তোমার বাড়ীর ওরা কিছু বলবে কি? ঠিক্ ঠিক্! তবে তোমার গিয়ে কায নাই। আর তোমার বন্ধুবান্ধবেরাও ঠাট্টা কর্ত্তে পারে—মুচকে হাসতে পারে!—না তবে ভাই তোমার গিয়ে কায নাই;—তুমি যেওনা, গেলে তোমার বদনাম হবে।

হ্যাঁ তাও বটে! সে সকলের পচন্দসই স্থান নয়। না না, তোমার গিয়ে কায নেই! আর সময় না হলে সেখানে যাওয়াও হয় না।

কিন্তু তোমায় দেখে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে! এমন সুন্দর ছেলে, এমন মনপ্রাণ;—আর তোমার এমন অসুখের চিকিৎসা হবে না? বাড়ীওয়ালাদের ভয়ে শরীরে রোগ পুষে রাখবে! তোমার মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে,—তোমার দিকে চেয়ে দেখবে না? নানা, আমার কথা শোন; ঠ'কোনা! তাদের মুখ চেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রোনা! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরোনা!

তুমি যাদের মুখ চেয়ে আজ তোমাকে ভুলেছো–তারা কেবল স্বার্থপর; তারা তোমার মিত্র নয়! তোমার সঙ্গে তাদের কেবল স্বার্থের সম্বন্ধ,—তারা ঘোরতর স্বার্থপর।

আমি জানি, তাদের যতটুকু স্বার্থ—ততটুকু ভালবাসা;—তারা সুখের জন্য ভালবাসে, তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসে! তারা দয়া-মায়ার ধারধারে না!

তাদের পেলে সন্তোষ, না পেলে আঙ্গুলমটকে গালাগাল দেয়, তারা সংসারের সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল! তারা সময় বুঝে ডাকে, সময় বুঝে হাঁকে;—সময় বুঝে আসে, সময় বুঝে

হাসে ;—তাদের ঘড়ী ধ'রে কায ! তারা কেবল সময় বুঝছে, আর সময় দেখছে।

তুমি জাননা, আমি বেশ জানি ! তুমি যাদের মুখ চেয়ে আপনাকে ভুলেছো, তারা তোমায় ভালবাসে না। তারা ভালবাসে কি জান ? তারা ভালবাসে তোমার অর্থ, তারা ভালবাসে তোমার সামর্থ্য, তারা ভালবাসে তোমার রূপ, তারা ভালবাসে তোমার যৌবন ! যেদিন তোমার রূপ শুকোবে, তোমার নশ্বর যৌবন ঢ'লে পড়বে, তোমার অর্থ যাবে, সামর্থ্য জরাক্রান্ত হবে সে দিন তুমি তাদের বিষনয়নে !

আমি জানি,—তুমি জাননা ;—আমি বেশ জানি ! তাদের চোখেমুখে ছলনা ! তাদের চোখের জল—মুক্তার মত সুন্দর দেখায়, মুখের লাবণ্য আরো বাড়ে ; সে মুখ আধফোটা কোকনদের মত দেখায় ব'লে—তা'রা কাঁদে ! নৈলে দুঃখের জন্যে বড় কাঁদে না,—দুঃখকি তাজানে না—জানাতে চায় না ;—দুঃখ তারা বোঝে না ! দুঃখের ভাণ করে—কেঁদে ভোলাতে চায়।

তুমি তা'দের ছলনায় ভুলো না ! আপনার পথ দেখে, সাবধান হও :—তারা ঘানি টানায় ! কিম্বা তাদের জন্যই ঘানি টানিতে হয়।

হ্যাঁ ভাল কথা—যা বলতেছিলাম ! পাঠক, তুমি যদি আমাদের অবস্থার লোক হও, তবে ভাই আর তিল বিলম্ব ক'রো না ;—শীঘ্র চ'লে এসো !—সঞ্জিবনীসুধা রামকৃষ্ণনামামৃত পান ক'রে যাও , —অমর হ'তে পারবে ! এ অমৃতের তুলনা নাই, এমন স্বাদুবস্তু জগতে আর নাই ; এ স্বর্গেরমদিরা ! এ মদিরা পান করলে স্ত্রীর প্রণয়, বন্ধুর বন্ধুত্ব, মাতাপিতার স্নেহ, পুত্রকন্যার ভক্তি—

বিস্বাদ লাগে,-সংসার অরণ্য বোধ হয়; ধন, মান, বিষয়-বৈভব—আগুণের ঝলকার মত গায় লাগে,—অকূলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়!

এ মদিরার নেশায়, জগত চোখে আর এক রকম দেখায়। এ মদিরা খেলে লোক নূতন হয়—নূতন প্রাণ পায়; নূতন চোখে পৃথিবীকে নূতন ভাবে দেখে। কেন এমন হয় তা জানি না; বোধ হয় নূতন জিনিষ ব'লে—নূতন ধরণের নেশা হয়;—তাই নূতন দৃশ্য দেখে! তুমিও দেখবে, তুমিও নূতন মানুষ হবে;—নূতন খেলা খেলবে—একটু খেয়ে দেখ!

যদি তুমি মাতাল হও তবে সত্বর চ'লে এসো—কারুর কথা শুনোনা;—যদি কেউ বাধা দেয়—তুমি লুকিয়ে চ'লে এসো;—প্রাণে নূতন বল পাবে! রামকৃষ্ণনামের-খোলাভাঁটী—সেখানে পয়সা লাগে না;—ভাজামাল, মালিক বড়ই দয়াল,—মাতালের বাপ-মা! বিনামূল্যে বিতরণ হচ্ছে; মাতালের জন্য মালিক আজ কল্পতরু।

একটুতে অনেক নেশা, বেদম নেশা;—ষোল বোতল মদের নেশা—মিথ্যা কথা নয়! বিশ্বাস না হয়,—এ ভাঁটীর মদ যে খেয়েছে তারে একবার দেখে এসো;—দেখো সে কি অবস্থায় আছে! কিম্বা নিজে একটু খেয়ে দেখ—হাতে হাতে ফল পাবে! এ মদের এমনি গুণ, মরে তবু নেশা ছোটেনা;—জন্মের মত মাতাল হয়ে থাকে।

তা একবার তোমার খেতেইবা দোষ কি? বিনাপয়সার বিষ পেলে খাও—আর অমৃত খেতে পেচুচ্ছো?—আচ্ছা লোক তো!

দেখো! আমি তোমাকে ডাকতুম না! কখন ডাকতুম না! ডাকছি কেন জান ? বেশ এক ভাঁটীতে পাঁচমাতাল—তোমার নেশা আমার নেশা এক নেশা—চার চক্ষু ঢুলুঢুলু, বেশ মজা হয়! এসোনা!

ওঃ! তোমায় কি বলছি ? তোমায় কোথায় যেতে বলছি ? সর্ব্বনাশ! এমন কায ক'রোনা! সেখানে যেওনা! সর্ব্বস্ব হারিয়ে যাবে; সেখানে সকলের সব যায়! যে গিয়াছে—তার সব গিয়াছে; সে সর্ব্বনেশে জায়গা! সেখানে গেলে তোমার কিছু থাকবে না! সে মদ না—সে বিষ! মদের সঙ্গে সে বিষ মিশিয়ে দেয়,—না কি করে;—মানুষ খেলে নাচানাচি করে—পৃথিবী অন্ধকার দেখে—কোমরে কাপড় থাকে না, সে সেই মদ খাইয়ে কাপড় খানি পর্য্যন্ত খুলে লয়! বাড়ী ফিরে আসতে পারে না। কেউ যদি বাড়ী ফিরে এলো—সে পূর্ব্বের ভাবে আসে না। বাড়ীতে এসে মাতলামি করে, বাড়ীর লোকের সঙ্গে বচসা করে;—তাদের সঙ্গে তার মনের বিচ্ছেদ ঘ'টে যায়!

এই দেখো আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি! আমার অবস্থা দেখো; আমার আর পূর্ব্বের ভাব নাই, আমি ব'লে নয়,—সেখানে যে যে গিয়াছে সকলেই আমার মত হয়েছে!

এখন আমি বুঝিছি সে মালিক নয়—সে ডাকাত; মদ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে সকলের সব কেড়ে লয়—সর্ব্বস্ব কেড়ে লয়! তুমি যেওনা! তোমার সব যাবে;—আমার কথা শোন নৈলে তোমার সব যাবে!

তার প্রাণে দয়া নাই। তার প্রাণ পাষাণে নির্ম্মিত। সে কলে কৌশলে মানুষকে নাস্তানাবুদ করে। সে মিছেমিছি

মারে,—ভাল ক'রে মারে না; আধমরা ক'রে রাখে, তুমি যেও না!

তার বিচার নাই! তার কাযের ভিতর ষোলআনা ছল-চাতুরী। তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই। সে যেখানে সেই-খানেই গোলযোগ;—সেইখানেই একটা বীভৎস ব্যাপার। যেখানে একটা কিছু হ'চ্ছে—তার পাশেই দেখি সে দাঁড়িয়ে!

সে নন্দঘোষকে সরল পেয়ে চিরকাল বোকা ক'রে রেখেছিল, সে নিরীহ বালিকে চোরাবাণে মেরেছিল। সে রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পা-ধুইয়ে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মতেজ হরণ ক'রে ঠকালে, সে দুর্য্যোধনকে মাতৃরোষে পড়বার ভয় দেখিয়ে মরণের দ্বার দেখিয়ে দিলে। সে সহজ নয়! তুমি সেখানে যেও না।

সে নিরীহের যম! সে আমার মত লোকের গলা টিপে ধরে; সে গিরিশ ঘোষকে ক্ষমা করে! তার কার্য্যই আলাদা! তুমি সেখানে যেও না! আমি বলছি তুমি সেখানে যেও না! গেলে তোমায় কাঁদতে হবে!

হ্যাঁ, ভাল কথা যা বলছিলাম! হে গিরিশ! তুমি পুরুষ সিংহ। আমরা তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। দয়াল ঠাকুর তোমাকে কোল দিয়া মুক্ত ক'রে গিয়েছেন। তুমি শ্রীশ্রীভগবানের কৃপা যথেষ্ট লাভ করেছ! হে মহাভাগ্যবান্! আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তুমি আমাদের পরম আত্মীয় এবং পরম আরাধ্য। ঠাকুর বলতেন তোমার বুদ্ধি নাকি পাঁচ-সিকা পাঁচ আনা! বড়ই নূতন কথা! তা হবেই না বা কেন; তুমি ঠাকুরের অনুগৃহীত ব্যক্তি—তোমাতে সকলই সম্ভব। আহা দুঃখের বিষয় আজও আমরা তোমাকে ভাল ক'রে

চিন্তে পারিনি ;—সাগর পারের লোক তোমার প্রশংসা করলে আমরা তা শুনে ঈর্ষায় ভ্রুকুঞ্চিত করি। তা আমরা যা করি না কেন, তোমার উজ্জ্বলতা আর নষ্ট হবার নয় ! ভবিষ্যৎ কালে ঠাকুর তোমার জন্যে রামকৃষ্ণরাজ্যে সিংহাসন প্রস্তুত রেখেছেন এ সংবাদ আমরা জানি। আমরা বোকা, রত্ন চিনিনে।

আর তাও বটে—আমাদের বুদ্ধিকতটুকু ! আমরা জীব—সহজে অবুঝ,—আমাদের বড়ই সংকীর্ণ বুদ্ধি। আহা ! ঘটে ঘটে নারায়ণ, তবু আমরা এত অধম !

কিন্তু হায়, সে দোষ কার ? কার চাতুরীগুণে আমরা এত অজ্ঞ ? কার অপূর্ব্ব কৌশলে জগৎ এত মহাভুলে পতিত ! হায় কে সে !—কেউ জানে না কি ?

হে ভক্তশ্রেষ্ঠ ! তুমি কি তাঁরে জান ?—যিনি আমাদের এ মহাছলনার বেড়াজালে ঘিরে রেখেছেন, যিনি আমাদের চক্ষে এ বিষম ধাঁধাঁ দিয়ে রেখেছেন—তাঁরে কি তুমি জান ? আমি শুনেছি তুমি না কি জান, –কিছু কিছু তাঁর খবর রাখ ! বল না, আমায় বলবে ?—তাঁর কথা আমায় একটু বল না ! দেখ, প্রাণ আমার বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। আমি যেন কেমন হারিয়ে গিয়েছি !—কারে যেন কোথাও না দেখে,—না, না,—কোথায় যেন কার গান শুনে ,—না না,—তাও না ! কে যেন আমায় আড়াল থেকে কার কথা গান গেয়ে বলেছিল ;—সেই হ'তে আমি যেন পাগল হ'য়ে গিছি। এখন এক জায়গায় বসতে পারিনি, কে যেন পিঠে চাবুক মারে। এক জায়গায় থাকতে পারিনি,—কে যেন তাড়িয়ে নে বেড়ায়। কারুর সঙ্গে দুটো ভাল ক'রে কথা কইতে পারিনি, মনে হয়

কে যেন রাগ করলে। কারুর কাছে দাঁড়ালে কে যেন গলা টিপে ধ'রে দূরে নে যায়! কারে যেন কে আমায় খুঁজিয়ে নে'বেড়ায়।

থেকে থেকে মনে হয় কোথায় পালিয়ে যাই। কিন্তু পথ চিনি না কোথায় যাবো? অজানা দেশ—ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়! মন কোথায় যাই কোথায় যাই ক'রে—যাওয়া হয় না।

তুমি বলতে পার, আমার কেন এমন হয়? কার জন্যে কেন প্রাণে এমন আমার উড় উড় ভাব তুমি জান? তুমি তারে দেখেছ? তুমি তার গান শুনেছো? তুমি কি তার সঙ্গে খেলেছো? কেউ কেউ বলে তুমি নাকি তারে দেখেছো! তার সঙ্গে বোসেছো, হেসেছো, কথা ক'য়েছো, তার গান শুনেছো; –তার সঙ্গে নাকি কত গান গেয়েছো!

আহা বল বল! আমার প্রাণ যায়, আমায় রক্ষা কর! কে সে? এখন সে কোথায় থাকে? তোমার সঙ্গে তার কোথায় দেখা?—কেমন ক'রে আলাপ হ'ল? তুমি তারে কি ব'লে ভুলালে? বল বল সে কি কল্লে ভুলে? সে কি ভাল বাসে? কারে ভুল্লে সে আমার হয়! কোথায় গেলে তারে দেখা যায়? বল বল তারে কি পাওয়া যায়? কি উপায়ে কোথায় তারে পাওয়া যায়?

না, না, সে বুঝি কেবল ভুলিয়ে পালায় –পাগল ক'রে যায়! তার নাকি পাগল করা রূপ, পাগল করা চাউনি, পাগল করা হাসি,—তারে দেখলে মানুষ কি পাগল হয়ে যায়! সত্যই কি পাগল হয়ে যায়!

তা হো'ক হো'ক ! তুমি আমায় দেখাও—আমি নয় পাগল হবো। তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ,—দেখ বড় তাপ। আমাকে ভুলিও না ,— সেই রাজেশ্বরের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখাও ! আমার প্রাণ যায় !

শুধু একবার দেখবো, একবার চোখের দেখা দেখবো, একটু কাঁদবো ;—কিছুই চাবো না ! দেখ, নির্দ্দয় হ'ওনা ! বল বল বুক চিরে রক্ত দিলে কি হয় না ? যদি বুক চিরে রক্ত দিই— তারে কি পাই না ?

সে কি ! দেখতে পাব না ! তোমরা বঞ্চিত ক'রবে ! তোমাদের মনে এই ছিল ? ভাল, তবে আর কেন ;—আমায় বিষ এনে দাও ! এখানে ঔষধ নাই, প্রতিকার নাই, বেদনা জানাবার লোক নাই ;—এখানে মৃত্যুই ঔষধ, মৃত্যুই ব্যথা নাশ করে ! আমি মরবো !

নানা তা হবে না ! মরা হবে না ! ম'লে তো ফুরিয়ে গেল ! সেকি, মর'বো কেন ! জীবনের এত ধূমধাম, এত উদ্যম, এমন উৎসাহিত বুক মরণের হাতে তুলে দেবো ! ওকি কথা ! তোমরা বল কি ? আমার এত আশায় এত ভরসায় এমন যত্নে সাজানো হৃদয়—আছড়ে ভাঙ্গতে বল ? তোমরা আমায় ম'রে যেতে বল ! ওহো ! তোমরা বড়ই নিষ্ঠুর তোমাদের পায়ে ধরি আর ও কথা ব'লো না। আমি সব পা'রব কিন্তু প্রাণ গেলে মরতে পারব না।

হ্যাঁ ভালকথা, যা বলছিলাম ! ঠাকুর, তোমার দেখা না পাই তাতে কি ? তোমার ইচ্ছা হয় দেখা দিও, না হয় না দিও ! আমি তোমার আশ্রিত ;—তোমার একান্ত শরণাগত,

তুমি আমার প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার। দেখা না দাও তাতে ক্ষতি কি? যারা তোমায় দেখেছে, আমি তাদের দেখবো। যারা তোমার কথা শুনেছে, আমি তাদের কাছে যাবো;—তাদের কাছে তোমার কথা শুনবো! তাদের কাছে তোমার ছবি আছে আমি গিয়ে দেখে আসবো! যাঁরা তোমার শ্রীচরণধূলি গ্রহণ করেছেন, আমি তাঁদের শ্রীচরণধূলি গ্রহণ করবো! দেখা না দাও তাতে ক্ষতি কি? তোমার যা ইচ্ছে তাই কর! তুমি যাদের সঙ্গে বেড়িয়েছ, আমি তাদের সঙ্গে বেড়াবো; তাদের ভাল বাসবো, তাদের আদর ক'রবো, তাদের আমি বুকে ধ'রবো! যারা তোমার বুকের আমি তাদের বুকে করে ঠাণ্ডা হবো! তাদের আশ্রয় তোমার আশ্রয় ব'লে মনে ক'রবো; তোমাকে মনে ক'রে তাদের দেখবো! ম'রবো কি দুঃখে? যারা তোমায় ছাড়া, যাদের তুমি নাই, তারা মরুক, গলায় ছুরি দিক, আত্ম-হত্যা করুক! তারা জীবন্মৃত; তাদের মরা বাচা দুই সমান, তাদের মরণ মঙ্গল! না না, তাদের মরণও মঙ্গল নয়! অথবা কি মঙ্গল তা কে জানে!

আর ইচ্ছা ক'রলেইতো তোমাকে দেখতে পাই! তোমার সেই ঘর, সেই দ্বার, সেই উঠান, সেই ক্রীড়া-কানন;—সেই সবতো রয়েছে—তুমি কি আজ সেখানে নাই? কে বলে নাই? মি যদি নাই—তোমার খাটে আঁটা সেই ফুলের বিছানা পাতা কেন? তোমার শয়ন গৃহ কেন সেই সাজে আজও সাজান? কে বলে তুমি নাই! তুমি নাই যদি,—নিত্য কার পূজা হয়? তুমি সেখানে নাই যদি, বসন্ত কার জন্যে অত সাজে;—কার

জন্য অত ফুল পরে ?—কারে ভোলাতে তার গলায় মাধবী-লতার হার ?—তার অত বেশ বিন্যাস কার জন্য ? পূর্ণিমার শশী সেখানে কারে দে'খে উঠে, কার মুখ চেয়ে ফুল ফুটে,—মলয় কার কাছে ছুটে ? তুমি নাই যদি—পাখী কেন আকুল হ'য়ে গায় ? সন্ধ্যা কার স্তব করে ? ঊষা কারে দেখে অমন সরমের হাসি হাসে ? কে বলে তুমি নাই! তুমি আছ তোমার সকলই আছে! তোমার সেই নহবত এখন ও বাজে ;—ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণী তোমার মন্দিরের সম্মুখ দিয়া এখনও সেইরূপ ভাগীরথী বক্ষে নাচিতে যায়। এখনও সেই কলকলনাদিনী মন্দাকিনী, সেইরূপ কলকলনাদে তোমার মন্দিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গাহিয়া যায়। তুমি যদি নাই, তোমার সেই পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডীর আসন কেন ? কেন সেই চাঁদনী, সেই পুষ্করিণী, সেই ফলভরা বাগান, ফুলের হাসি ;—তরুর অমন শান্ত বেশ কেন ? বসন্তে বকুলের ডালে ব'সে কোকিল কারে ডাকে ? পাপীয়ার উচ্চতান, যে গান অৰ্দ্ধেক ভাগীরথী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়, তার গাইতে গাইতে গলা ভেঙ্গে যায়, সে গান কে শোনে ? সেই চাঁদ উঠে, সেই তারা ফুটে ;—তুমি যদি নাই তবে চাঁদের আলো তোমার ঘরে কেন যায় ? ভক্তগণ দলে দলে কেন আসে—কার কাছেআসে ? তুমি যদি নাই, তোমার চিন্ময়ীমাতা কার মুখ চেয়ে আছে ?—মা তোমার কা'র মুখ চেয়ে বাচে ? এখন সে বৃদ্ধামাতাকে কে দেখে—কে পরিচর্য্যা করে ? একদিন যে মাতার জন্য তোমার বৃন্দাবন বাস হয়নি, যে মা ছাড়িয়া কোথাও রাত্রি বাস কর্ত্তে না ; শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে—যে মা বই তোমার অন্য কথা ছিল না—

সেই মা ছেড়ে তুমি আজ স্থানান্তরিত?—এ কথা আমার বিশ্বাস কর্ত্তে বল!—আমি এমনি বাতুল!

হরিবোল! হরিবোল! আমি পাগল হলাম দেখছি। পাগল হ'তে আর বাকি কি—আমি কি বলছি!—সে যে সব শ্মশান ক'রে চ'লে গেছে!

আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! সে রাজত্বে এখন শ্মশানের ক্ষীণ আলো—অতি ক্ষীণ আলো জ্বলে;—চারি-ধারে নিঝুম খাঁ খাঁ দৃশ্য; কে যেন তেড়ে খেতে আসছে—এই গিলে ফেল্লে!

সেকি! সে নাই? নানা সেতো নাই,—কোথায় গিয়েছে; কোথায় নাকি রাজা হ'য়ে গিয়েছে! ঠিক্ ঠিক্। তাই বুঝি এখন আর সেখানে কিছুই নাই।—যা ছিল সব গিয়েছে; তার সঙ্গে চ'লে গিয়েছে তাই সেখানে তার সে মধুর আলাপন নাই, হাসি হাসি কথা নাই, আদর নাই অমৃতময় সোহাগ নাই; তার সে মধুর মূরতি নাই; তাই তার সেখানে আর কিছুই নাই! একদিন সেখানে স্বর্গের মজলিস হ'তো—আজ কিছুই নাই! আজ সেখানে সে নাই তাই বুঝি তার সে প্রেমের চাউনিও নাই, তার মন চুরি করা গানও নাই; সে পতিত-পাবনের পঙ্কজনয়নও নাই। তাই আজ সেখানে কিছুই নাই! তার আহ্বান নাই, অভ্যর্থনা নাই, আপ্যায়িত নাই;—তার সেই আধফোটা কোকনদ সম আনন্দবদনও নাই!

সে নাই তাই বুঝি আজ সেখানে কিছুই নাই! তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সব চ'লে গিয়েছে! ঠিক্ ঠিক্, তাই সেখানে ফুল আর তেমন হাসে না, পাখী তেমন গায় না, কোকিল বেতালা,

পাপীয়ার ভাঙ্গাগলা ;—মাধবী লতার আজ তেমন নাচ নাই ; তাই ভ্রমরের পায় আজ নূপুর নাই, অলি গান ভুলেছে ; শশীর সে হাসি নাই, রাত্রের মলিন বেশ, ঊষার কবরী শূন্য,—জ্যোৎস্নার আঁচলে ফুলের মালা নাই, সন্ধ্যার নয়নে কাজল নাই, - অধরে সে রক্তিম আভা নাই ;—আজ তাই বুঝি সেখানে কিছুই নাই ! বসন্তের তেমন মাধুর্য্য নাই, বরষার তেমন গাম্ভীর্য্য নাই, শারদপ্রাতে তেমন কোমলতা নাই ;—তার সঙ্গে যেন সব গিয়েছে ! তাই আজ বুঝি সেখানে বায়স কর্কশকণ্ঠে প্রভাতী গায়,—আজ শিবাকুল সেখনকার মজলিস রক্ষা করে।

ঠিক্ ঠিক্ ! সে নাই—তাই সেখানকার সব গিয়েছে ! তরুর সে সাজ নাই, বকুলের সে চাউনি নাই, শেফালী ম্লান, মলয় চঞ্চলতাহীন, সুনীল আকাশ স্থির, যামিনী স্তব্ধ ; দিনের বুক খালি ; সেখানকার সব যেন কেমন হ'য়ে গেছে ! ঠিক্, ঠিক্ !

সেখানে তার অভাবে কেমন যেন সব ম্লান হ'য়ে গেছে ! পল্লীগ্রামে অনেক কেলে পোড়োবাড়ীর মত, জন শূন্য গ্রামের প্রান্ত ভাগের মত, ভাঙ্গা আসরের মত, বিজয়া দশমীর ঊষার মত ; সব যেন কেমন ম্লান ! কি যেন ছিল, কি যেন নাই ;— কি যেন কি বোধনে বিসর্জ্জন হ'য়ে গেছে ! অথবা কেমন যেন চাঁদশূন্য গগনের ন্যায়, জলশূন্য নদীর ন্যায়, ফল-পুষ্প-পত্র-শূন্য বৃক্ষের ন্যায়, বালুকাশূন্য মরুভূমির ন্যায়, বিগ্রহহীন মন্দিরের ন্যায়, বিধবার বৈধব্যবেশের ন্যায়, আমার হৃদয়ের ন্যায় ;— সে স্থান যেন কেমন কেমন।

একদিন যেখানে চাঁদের পাশে চাঁদের হাট বসতো, কত চাঁদ

আসতো, হাসতো, নাচতো, গাইতো ;—আজ সেখানে অমা-বস্যার আঁধার—শত শত আঁধার স্তূপ! আজ সে চাঁদও নাই,—চাঁদের আনাগোনাও নাই! চাঁদের বাজার বেসাত, সব উঠে গিয়েছে! ঠিক্ ঠিক্।

আহা! যে নবীন চাঁদ আমাদের সৌভাগ্যাকাশে একটু উঠে ছিল—উঠতে না উঠতে কেন অস্ত গেল? খেলতে না খেলতে কেন খেলা ফেলে পালাল? তার খেলার জিনিষ চারি-দিকে সব ছড়ান রয়েছে,—সকল গুলি যেন সে আবার আসবে ব'লে তার অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে! তার সেই ঘর দ্বার তার পথ চেয়ে ব'সে আছে;—শয্যা তার অভাবে মলিন, শয্যার ফুল ম্লানমুখে চেয়ে আছে;—গৃহের অন্ধকার তারে একবার দেখবে ব'লে বাতায়ন পথে কত উঁকি মেরে দেখছে! তার ধ্রুব প্রহ্লাদের নয়নে অশ্রুবারি;—"এসো এসো—এসো নাথ" ব'লে—বুকের কাছে হাত জোড় করে কাঁদছে! মা পাষাণ হ'য়ে আছে! সকলকে কাঁদিয়ে কেন চ'লে গেল? সেকি আর ফিরে আসবে না? আমাদের সঙ্গে আর খেলবে না? আমাদের চোখের জল মুছাবেনা? আমাদের চেয়ে হাসবে না? আমরা যে তারে এত ডাকছি, এসো এসো ব'লে বুক চাপড়াচ্ছি;—সেকি জানতে-শুনতে পাচ্ছে না? না, জানছে শুনছে বৈ কি! সে না জানলে শুনলে মাঝে মাঝে কার সাড়া পাই? বিপদে প'ড়লে কে রক্ষা করে? অকুল পাথারে কার কোল পাই? প্রিয়বিয়োগের যন্ত্রণা কে নিবারণ করে? বিধবার জ্বালাময় বুক কে শীতল করে? পুত্র-শোকাতুরার সান্ত্বনা কে করে? ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল কে দেয়! মাঝে মাঝে কার অভয়বাণী শুনি? প্রবাসে কে

বন্ধ হয় ? নিদানে কে ঔষধ দেয় ? বুকের ভিতর থেকে থেকে কে উঁকি মারে ? জানছে শুনছে বৈকি !

কিন্তু জানছে শুনছে যদি—সে তবে আসে না কেন ? ভাল ক'রে দেখা দেয় না কেন ? ওহো, সে বুঝি জেনে শুনে এমন করে ! না না, তা নয় ;—সে বড় মনভোলা ! সে সব ভুলে যায় ; তার বড় ভুল। সে পথ ভুলে এসে ছিল—পথ ভুলে চ'লে গিয়েছে। পথ ভুলে গিয়েছে ব'লে—আর আসিনি—নূতন পথ পেয়ে বুঝি আমাদের ভুলেছে !

না না, তার সব মনে আছে ; সব জানতে শুনতে পাচ্ছে ; তবে সে আসবে না ! ঠিক্ ঠিক্ ! সে আর আসবে না।

সে সব শুনতেও পায়, সব জানেও ! সে ইচ্ছে করলে ফিরে আসতে পারে ; -আবার চাঁদের হাট ব'সতে পারে। আবার তার সে ভাঙ্গা খেলা ইচ্ছে কল্লে অনায়াসে খেলতে পারে। আবার খেলুড়ে ডেকে নূতন খেলাও খেলতে পারে। সে সব পারে।

সে সব পারে ! কিন্তু আর সে আসবে না, আর খেলবে না, আর খেলুড়ে ডাকবে না ;—আর চাঁদের হাট বসবে না ! আমরা বুক চাপড়ে বুক ভাঙ্গলেও—সে আর আমাদের কাছে আসবে না। আসে যদি অন্য জায়গায় আসবে,—অন্য খেলা খেলবে ;—অন্য খেলুড়ে খুঁজবে—আমাদের সঙ্গে আর খেলবে না ! একবার সে নির্দ্দয় হ'য়ে কাঁদিয়ে গিয়েছে ;—আর কোন মুখ নিয়ে আসবে ? এলেও আমাদের সঙ্গে আর দেখা করবে না ! মাথায় মাথায় ঠেকে গেলেও আর ফিরে চাইবে না !

সে আমাদের পর ক'রে গেছে ! আমাদের পর ক'রে,—সে পর

হয়ে গেছে। এখন তার পরের সঙ্গে চলা, পরের সঙ্গে বলা, পরের জন্যে খেলা—পরের জন্যে তার সর্ব্বস্ব। পরের জন্যে সে এখন আপন ভুলে গেছে। পর পেয়েই বুঝি আমাদের পর ক'রেছে।

যে দেশে দয়া মায়া নাই,—যে দেশে স্নেহ যত্ন নাই;—সে দেশে গেলে আর মানুষ ফেরেনা, যেখানে গেলে মানুষ পর হয়ে যায়;—সে এখন সেই পররাজ্যে বাস করেছে! এখন সে আমাদের পর! সে আমাদের পর ক'রে গেছে।

নানা, সে তো পর করিনি, আমারাই তারে পর করেছি! ঠিক্, ঠিক সেতো নির্দ্দয় নয়—আমরাই তার উপর নির্দ্দয়তা করিছি! ঠিক্, ঠিক্,—আমাদের অযত্নে সে চ'লে গেছে। আহা আমরা তারে ভাল ক'রে আদর কর্ত্তে পারিনি, তার কদর বুঝিনি, তারে ভাল বাসিনি, তারে একটুও চিনিনি; তাই সে চ'লে গেছে! সে আমাদের আপনার ভেবে এসে ছিল; আপনায় ভেবে আমাদের বুকে ক'রবে ব'লে এসেছিল;- আপনার ভেবে আমাদের বুকে ক'রেও ছিল; আমরা তার আত্মীয়তা তার ভালবাসা, তার উন্মাদভালবাসা বুঝিনি, তাই অভিমানে চ'লে গেছে! আমরা তারে উপেক্ষা করলুম, অনাদর করলুম, কত বিদ্রূপ করলুম, কত জ্বালা যন্ত্রণা দিলুম,—কাযেই সে চ'লে গেল!

আহা! তার আদৌ যত্ন হয়নি! ভাল ক'রে কেউ একটু বুকে করিনি; ভাল ক'রে কেউ একটু বুক পেতে দিইনি;—বুকে আসতে চাইলেও কেউ ব'সতে বলিনি—আসন পেতে দিইনি—বুকের পাশে একটু দাঁড়াতেও দিইনি; সে কোথায়

দাঁড়ায়, কোথায় বসে ;—কোথায় তেমন বসতে দাঁড়াতে পেলে না ব'লে ;—বেলা থাকতে চ'লে গেল। না হ'লে সে ব'সতো—বসবার জন্যেই এসে ছিল! বেশি না বসলেও—এক দু'দণ্ডও ব'সতো! বসি বসি ক'রেও ব'সতো ;—অনিচ্ছাতে চ'লে যেতে হ'লো। আমাদের দেখে শুনে, ভাবগতিক বুঝে, আগে থাকতে পাশ কাটালে!

আহা, তার প্রাণ বড় কোমল, যেন ফুলের পাপড়ী—অলির-ভর সয় না; হয় ভেঙ্গে পড়ে, নয় নত হয়ে যায়। সে সকলের বুকের জিনিষ, বুকে বুকে থাকা তার অভ্যাস; অযতনে বড় ব্যথা পায়, ম্লান হয়ে যায়। তাই সে চ'লে গেল, মলিন মুখে কেঁদে চ'লে গেল ;—থাকবো ব'লে থাকতে পেলে না! আমাদের কুটিল ব্যবহার, আমাদের কপটাচার ;—তার কোমল বুকে সহ্য হয়নি ; তাই তাড়াতাড়ি গেল!

বুঝি ডাকলে থাকতো! ভাল ক'রে বল্লে, সে না শুনে পারত না! ডাকলে নিশ্চয় আসতো, বললে ব'সতো! চাইলে চাইতো! আহা, যাবার সময় না জানি সে কত বুকে ব্যথা পেয়েছিল! আমাদের অযতনে না জানি সে কত মলিন হয়ে ছিল!

আমরা পাষাণ—পাষাণ হয়ে তারে বলিছি! আহা, সে আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে গেছে—আমরা উঠতেও বলিনি! আমাদের তুষানল প্রায়শ্চিত্ত।

সত্যই কি সে আর ফিরে আসবে না! না না, আসবে ;—সে ডাকলে না এসে পারে না। সে আর কার জন্যে না আসুক, আমার জন্য আসবেই! আমার মুখের পানে চায়; আমার

বুকের খবর সে জানে ;—আমার হৃদয় হিমাচল গ'লে যা ছুটেছে সে তা বুঝতে পেরেছে।

নাথ! আর একবার এসো, আমার বুকের মাঝে রাজ-রাজেশ্বর বেশে আলো ক'রে বোসো! আমার বড় সাধ—সাধ মিটিয়ে তোমাকে একবার দেখি। ধুলো খেলার ঘরে তোমার সঙ্গে একটু খেলি। বেলা ব'য়ে গেল, প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, একটু সময় ছিল—এখনও তুমি এলে একটু খেলা হ'তো।

না, তুমি বুঝি আর আসবে না! আমরা পর ভেবেছিলাম ব'লে—তাই আর ফিরে চাইবে না। ভাল, তুমি শান্তিতে আছো। তুমি শান্তিতে থাকো! তোমার শান্তিতে কেন হন্তা হই! কেন তোমার সুস্থ প্রাণে ব্যথা দিই! তুমি আমাদের হ'তে জ্বালা ব্যথা পেয়ে একটু জুড়ুচ্ছো। আর কেন আমাদের কথা ক'য়ে জ্বালাতন করি! কি জান, এখানে আর কারুকে এ সব কথা বলা যায় না, তাই জ্বালাতন না ক'রে পারিনি! তুমি মুখ তু'লে একটু চাও! আমরা তোমায় চিনতে পারিনি ব'লে তুমি আমাদের ক্ষমা কর!

কিন্তু তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখ,—আমাদের দোষ কি? তুমি যে অচিনে! তোমার যে ফল্গুনদীর দেশে বাস! হায়! সে নদীও যেমন, তুমিও তেমন।—আমরা কেমন ক'রে চিনবো! তুমি যে দক্ষিণেশ্বরে, আমরা তা কেমন করে বুঝবো! কাযেই আমাদের সব গোল হ'য়ে গেল।

হ্যাঁ ভাল কথা, যা বলছিলাম! আচ্ছা এখনও দক্ষিণেশ্বরে লোক কি কর্ত্তে যায়? সেখানকার ধুমধাম তাতো সব অনেক দিন চুকে গেছে! আর যায় যদি, যখন তখন যায় না।—মন

খারাপ হ'লে যায়, পুত্রশোক হ'লে যায়, মাতৃশোক হ'লে যায়, স্ত্রী বিয়োগের দিন যায় ;-কিম্বা সংসারে ভরাডুবি হ'লে লোক একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বসে ! -কেন যায়—একটু ব'সে তা'দের কি হয় ? সেখানে বসলে মনখারাপ সারে কি ?—পুত্রশোক নিবারণ হয় কি ? মাতৃশোকের যাতনা যায় কি ? স্ত্রীবিয়োগের চিতা নেবে কি ?—

ওঃ, সেখানে লোক কি খুঁজতে যায় ! ঠিক্, ঠিক্, সেখানে নাকি হারাণ জিনিষ সব পাওয়া যায়। সংসারে কি কি সব হারিয়ে গেলে, সেখানে খুঁজতে যায়। তাই দেশদেশান্তরের, কত সাগর পারের -পৃথিবীর শেষ সীমা হ'তে সব লোকজন তাই আসে। দূরের, নিকটের, অনেক লোক যায়। সকলে যায়, বেড়ায় !—ফেল্ ফেল্ ক'রে চায় · কত খোঁজে, বারবার খোঁজে —না পেলেও খোঁজে।

যে একবার সেখানে গিয়েছে—খুঁজেছে—সে যদি দূরে পড়ে তবে ফের আর একবার খোঁজবার জন্যে ব্যাকুল হয়, সে আর একবার খুঁজে দেখবে—যদি তার সেই হারাণ জিনিষ মেলে !

দক্ষিণেশ্বর এক শ্মশান বিশেষ ; শ্মশানে যেমন দেখবার কিছুই নাই, দক্ষিণেশ্বরেও তেমন কিছুই দেখবার নাই। তবে আছেও, অনেক আছে !—দক্ষিণেশ্বরে যা দেখবার আছে, জগতের আর কোথাও তা নাই ! তাই দেখতে নিত্য নূতন-কত সব নূতন মানুষ আসে, কোথা কোথা থেকে কত সব লোক আসে ; কি কি দেখে যায়। সেখানে যে যা দেখে তা মুখে ভাল ক'রে বলতে পারে না ;—প্রাণে তার একটা

ছবি উঠে যায়;—সেই ছবি দেখে শীতল হয়! যার বড় জ্বালা তার একটু কমে! সে ছবি যে যতটুকু দেখে তার ততটুকু শান্তি! তাই বুঝি সব লোক আসে!

ঠিক্, ঠিক্, দক্ষিণেশ্বরকে যে যতটুকু ভালবাসে—তার ততটুকু আরাম। গাছ, পাতা, লতা, উদ্যানভূমে কেমন যেন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় গুপ্তভাবের আনন্দ বিরাজিত; অথচ সেই আনন্দে কেমন এক প্রকার গভীর নিরানন্দ বেষ্টিত এবং সেই নিরানন্দে কেমন একপ্রকার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য মাখান! সে গাম্ভীর্য্য আর কোথাও নাই;—নির্জ্জন বনভূমে নাই, পর্ব্বত গহ্বরে নাই, হিমালয়চূড়ে নাই, সাগরেরবুকে নাই,—এমন অত্যাশ্চর্য্য নীরব গম্ভীর প্রদেশ বুঝি জগতের আর কুত্রাপি নাই। আহা সেই গাম্ভীর্য্যের আড়ালে এক মহাশান্তির খেলা দেখা যায় এবং সেই শান্তিলাভের লোভে লোক ছুটে ছুটে যায়। কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি দেখলে বুক ফেটে যায়! সেই রাজেশ্বর পুত্র হারিয়ে মা যেন ভিখারিণীর ন্যায় মলিন হয়ে আছেন; মাকে এখন যেন আর মা ব'লে চেনা যায় না।

দক্ষিণেশ্বর

কালী-মন্দির।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতৃপদে।

তা জান মা!
কেন আজ তোর কাছে বসি;—
কেন আজ কাঁদি গো জননী?
তুই যে মা সর্ব্বদুঃখহরা!
তোর কাছে বসিলেও সুখ,
তোর কাছে কাঁদিলেও সুখ।
তুইবিনা পরাণের জ্বালা—
কে বুঝিবে মা বল্! সংসারে
কার কাছে বেদনা জানালে,
উপহাসি কত কথা বলে;
ব্যঙ্গ করে পশ্চাৎ ফিরিয়া!
হেথা কি মা ভালবাসা আছে,
না কেউ স্নেহ যত্ন জানে!

কুটিল-অন্তর সবে,
মুখে মধুভায ;—
কেউ কার মন ব্যথা বুঝেনা জননি !
পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, প্রিয় সকলের,
শমন শিয়রে যার
এখনি মরিবে ;—সেও জে'গে উঠে
ক্ষণেকের তরে হায় পরনিন্দা শুনি !
কি আর বলিব মাগো,
ঘোরতর স্বার্থপর সবে !
নিরন্তর স্বার্থ স্বার্থ করে,
স্বার্থ তরে নরকে না ডরে,
ঘরে ঘরে স্বার্থের প্রলাপ ;—
বাক্যালাপ হাসাকাঁদা—সব স্বার্থ তরে,
বিনা স্বার্থে কেউ কথা না কহিবে !

ওকি মা ! তোমার মুখ আজ অত ম্লান কেন মা ? চোখ্ ছলছলে, মলিন চাউনি ;—ওকি, তুমি কাঁদছো মা ! সেকি, তোমার কি হয়েছে ? কাঁদছো কেন মা ? তুমি জগতের মা ! তোমারও চক্ষে জল ? হরি হরি ! তোমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে ! আমার অপরাধ নিওনা ;—আমি বুঝতে পারিনি ! তোমার বুক যে ভেঙ্গেছে, বুকের পাঁজরা যে খ'সে গে'ছে ; আমার তা কিছুই মনে ছিলনা।

তা' মা সংসারের প্রথাই এই ! এখানে কেউ কার সর্ব্বনাশের কথা বড় মনে ক'রে রাখে না। সকলেই আপনার ল'য়ে ব্যস্ত, কেউ কা'র কথা মনে ক'রে রাখে না,—রাখতে পারে না।

আহা, তোমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! দেখ মা, এক কায কর;—তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, আমারও সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা দেশ ছেড়ে পলাই চল! জুড়িয়ে যাবে! সেখানে এমন কোলাহল নাই, এমন বিবাদ নাই;—সেখানে এমন যমের জ্বালা নাই মা—যমের জ্বালা নাই! সেখানে প্রতিশোধ নাই।

হায়, সংসারের সিংহদ্বারে,—
ফুল্লপ্রাণে দাঁড়ানু যে দিন,
দূর হতে উঁকিঝুঁকি হেরি, বুকে
উথলিল আনন্দ-সাগর;
নানা দ্রব্যে সাজান সুন্দর,
বিশাল তোরণ, বিস্তৃত প্রাঙ্গন,—
আনন্দ-প্রাচীরে ঘেরা!
ভাবিলাম,—প্রকৃতির এ প্রাসাদ
না জানি কি সুখের-ভবন!
কেন মা এমন করি সাজালি সংসার?
সাজালিত জ্ঞান কেন হরিলি আমার!
কতবার মনে করি, বুদ্ধি শুদ্ধ করি;—
প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে হব অগ্রসর;
হিংসা দ্বেষ কুটিলতা, নিজ স্বার্থ ভুলি—
তব নাম গানে মাগো জীবন কাটাই!
কিন্তু হায় মহামায়া!—অবিদ্যা কুহকে—
চক্ষু পালটিলে হেরি নূতন সংসার!
দু'দিনে ফুরায় সব, অনিত্য সংসার;

আজ যাহা মিলে কাল খুঁজে মিলা ভার ;
সব যদি কাল হ'রে ল'য় ;—কেন
তবে পোড়া প্রাণে মায়ার উদয় !
কেন তবে বিষয়-বাসনা !
বুকে ধরি পাপছবি নানা !
সংসারেতে লিপ্ত মন কেন গো জননি ?
আজ ভাসি কেন কলুষ উজানে !

হ্যাঁ, ভাল কথা, যা বলছিলাম ! তুমি না যাও, আমাকে তুমি যেতে দাও ; বুঝলে মা ! আমি আর এখানে থাকবো না। এরা বড় জ্বালা ব্যথা দেয়, বড় কাঁদায়, এদের কাছে থাকতে আমার আর একটুও প্রাণ চায় না। এদের একটুও প্রাণ নাই, এরা প্রাণের মমতা আদৌ বুঝে না।

মা ! আহা, আজ আমার সে সত্যযুগের অবস্থা কোথায় ? কে আমার সে অবস্থা হ'রে নিল ? আমি কার কাছে আমার শৈশবের সেই স্বর্গছবি হারিয়ে ফেললাম্ ! কেমন ক'রে হারালাম্ ? কেন হারালাম্ ?

না, না, বুঝলে মা !—আমি তো হারাইনি ! কে যে চুরি করে নিলে ! সেদিন প্রকৃতির ঘরে খেলতে ছিলাম—আপন ভুলে খেলতেছিলাম ;—অমনি সেই আনন্দছবি খানি বুক থেকে কে যেন সরিয়ে নিলে ; আমি কাঁদলাম ! "আমার কি হ'লো" ব'লে চীৎকার ক'রে কাঁদলাম ! কেঁদে কেঁদে কত জনকে কত জিজ্ঞাসা করলাম,—আমার সে ছবির কথা কেউ বলতে পারলে না ; কিম্বা বল্লে না ! আমি কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ওমা ! ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বুকে সেই ছবি রয়েছে।

তা'দে'খে আমি আহ্লাদে আটখানা হলুম ;—মনেকরলুম আমার চোখের জলে চোরের প্রাণ গলেছে--আমার ঘুমন্ত বুকে তাই ছবি রেখে গেছে, লজ্জা পাবে ব'লে আমার সামনে আসিনি—দেখা করিনি।

ওহরি! সে ছবি চেয়ে দেখি—সে ছবি নয়—বিভীষণ দৃশ্য! ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো ;—বুক ভেঙ্গে গেল—সে ছবি দেখে সর্ব্বনাশের উপর আমার সর্ব্বনাশ হ'লো! তা'তে কেবল শোক,তাপ,জ্বালা,জ্বালার উপর জ্বালা,—এই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—বিপদ-ব্যাধির বিকট চেহারা!—মৃত্যুর মলিন-স্থির-আঁখি, বিবর্ণ বদন, তৃণশয্যাশায়িত অবসাঙ্গ!—সব ভয়ানক দৃশ্য! আবার প্রতারণার কুটিলনয়ন, প্রতিশোধের ভ্রুকুটি, আশার কুৎসিত চাউনি, কামের লালসা-কটাক্ষ,—তার পশুপ্রবৃত্তি, ক্রোধের অগ্নিসম জ্বলন্তমূর্ত্তি, অহঙ্কারের বুক ফোলানি ;—বিশ্বাসঘাতকের ছুরি ;—সে ছবির নানা দৃশ্য দে'খে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম।

বুঝলে মা! ক্রমে জ্ঞান হ'লো, জগতের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'লো ;—তখন বুঝতে পারলাম! বুঝে আমার আরো মাথা ঘুরে গেল, পৃথিবী চক্ষে আঁধার বোধ হ'ল ; বুক, মুখ শুকিয়ে গেল!

হরি হরি! এখন দেখি, তার সঙ্গে আবার কালের শাসন! চারিদিকে কালের তাড়না! সর্ব্বস্ব কাল গ্রাস করছে!

তাই বলছিলাম মা! আমায় ছেড়ে দাও! যেখানে কালের শাসন নাই, যমদণ্ড নাই, হতাশ্বাস নাই, সংসারের জ্বালা নাই, প্রতারণা নাই, আমাকে সেখানে লয়ে চল! কিম্বা আমায় পথ. ব'লে দাও, আমার প্রাণ সেথায় যা'বে ব'লে ব্যাকুল হয়েছে। কারে দেখবার জন্যে মন আমার ছটফট করছে ;—থেকে থেকে

বুক কেমন কেমন ক'রে উঠছে! আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছে'ড়ে দাও ;—সেখানে একবার আমি আমার বাল্যের জীবন খুঁজে দেখবো। সেই হিংসা, ছলনা, কামনা, বাসনা, মান-অপমান শূন্য পূর্ব্বের সেই শুদ্ধ জীবনটী সেখানে খুঁজে দেখবো! তুমি আমায় সেথায় যে'তে দাও! আর আমি যা দেখতে চাই—তা দেখাও!

মা, শ্মশানের পাশে আর আমায় রেখনা! আর শব-বাহকদের হরিবোলের রোল আমার সহ্য হয় না! চিতায় কা'দের কি কি সব পুড়ে যায়—তা আমি আর দেখতে পারি না। শ্মশানের ভাঙ্গা কলসী—চিতার বাঁশ, আধপোড়া কাঠ, আমার বুকে স্তূপাকার হয়ে গেছে ; আর ধরে না মা! ওমা, এশ্মশানের ধারে আর রেখ না, ছেলেকে একটু সরিয়ে রাখ মা সরিয়ে রাখ!

আহা, দেখতে দেখতে চাঁদমুখ শুকায়, হাসিমুখ লুকায় ;—সাত রাজার ধন নিমেষে উবে যায়! যেন যাদুর খেলা, এই দেখাচ্ছে—এই নাই! এই ননীরপুতুল ছেলে—এই মায়ের কোলে কোল আলো ক'রে—এই নাই! হায়,—আজ কত মায়ের বুক শূন্য, কত ছেলে 'মা মা' ক'রে পথে পথে বেড়াচ্ছে! কতপ্রণয়ী কাঁদছে, কতপ্রণয়িণীর বুকে তুষানল-জ্বালা, কত বৃদ্ধ বুক চাপড়াচ্ছে, কত যুবকের উচ্চবুক ভেঙ্গে গেছে!

আহা, তবে কেন আশা, কেন ভরসা, কেন সংসার,—দু'দিনের জন্যে কেন এ মায়ার খেলা? সব যদি মরবে! তবে কেন আমি তা'র মুখ চেয়ে? সে কেন আমার মুখ চেয়ে? আহা, এমন সংসার কেন এমন হলো!

ঠিক্, ঠিক্, সব মরবে! সে মরবে, আমি মরবো, আমি যারে ভাল বাসি, যে আমার জীবনের জীবন, যে আমার একমাত্র সহায়—অবলম্বন—নিমেষের তরে বুক থেকে যা'রে নামাতে ইচ্ছে হয় না, সেও মরবে! সেও মরবে? হায় সেও মরবে! যারে দেখে জগত ভুলিছি—সেও মরবে! তবে কেন হাসি? কেন এ সাধেরফাঁসী? কেন এত বাঁধাবাঁধি? কেন এত পাকা বন্দবস্ত? কেন প্রাণে এত টান—এমন প্রলয়ের তুফান? ওহো সব যাবে! চূর্ণ হয়ে যাবে;—ধূলো,—ধূলোর ধূলো,—রেণু পরমাণু হয়ে যাবে! চিহ্ন থাকবে না—আকাশে মিশিয়ে যাবে, নিরাকারে লয় হয়ে যাবে;—দেখতে দেখতে লয় হয়ে যাবে! তবে কেন এত ভালবাসার নেশা? কেন এ আশক্তির মাতলামি? বিষয়মদ পানে কেন এত অচৈতন্য হওয়া? কেন এমন উন্মাদ হয়ে কামিনীকাঞ্চনে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া!

ওকি মা! তুমি এখন কাঁদছো? এখন তোমার চক্ষে জল? না, না, কাঁদছো,—কাঁদ! কাঁদা ভাল, কাঁদলে ব্যথা কমে। তুমি বেশ ভাল ক'রে কাঁদ,—আরও কাঁদ—যত পার কাঁদ! সাধ মিটিয়ে কেঁদে নাও! চোখের জল যত পড়বে তত জুড়িয়ে যাবে। আমি কাঁদি না, কাঁদতে পারিনা;—তাই ব্যথাও কমে না। কত চেষ্টা করি, চোখে জল নাই;—আসে না! সব ফুরিয়ে গেছে। যদি অনেক চেষ্টা করি, তবে এক আধ ফোটা জল পড়ে;—তাতে কি হয়! পাহাড় কি শিশিরে গলে মা? কত কাঁদলে হয় তা' কে জানে?

আহা, সব কাঁদ; কাঁদা ভাল! কাঁদ, কাঁদ, সকলে কাঁদ! আপন ভুলে কাঁদ, প্রিয় ভুলে কাঁদ, প্রাণ ভুলে কাঁদ, প্রাণেরপ্রাণ

ভুলে কাঁদ ;—সুখ ভুলে কাঁদ, দুঃখ ভুলে কাঁদ, মান অপমান ভুলে কাঁদ ;—এখানে কাঁদতে এসেছো,—ভাল ক'রে কাঁদ! কাঁদ,—কেঁদে লও। যে যত পার কেঁদে লও! প্রাণ ভ'রে কেঁদে লও!

জ'ন্মে কেঁদেছো, কেঁদে যাবে ;—তবু কাঁদ! আর কাঁদনি কখন?—মার কোলে কেঁদেছো, বাল্যসঙ্গীদের গলা ধ'রে কেঁদেছো, পাঠ্যালয়ে কেঁদেছো, ভাইয়ের গলা ধ'রে কেঁদেছো, প্রিয় পুত্রকে কোলে ক'রে কেঁদেছো, প্রিয়া'র বুকে মাথা রেখে কেঁদেছো ;—তাই বলছিলাম—কাঁদনি কখন? দেখে কেঁদেছো, না দেখে কেঁদেছো, কেঁদে বিদেশ গিয়েছো :—বিদেশে কেঁদেছো, আবার বাড়ী ফিরে এসে কেঁদেছো ;—কাঁদনি কখন? তা কান্না ভাল, কান্না মন্দ নয়! যে কেঁদেছে, সেই জানে—কান্নায় সুখ আছে। কাঁদলে দুঃখ হয় না ;—কাঁদলে দুঃখের উপশম হয়,—কান্না দুঃখের ঔষধ। যে যত কাঁদবে তা'র তত জিত,—তার তত ভাল! না কাঁদলে জীবন শুদ্ধ হয় না, না কাঁদলে সুখের আস্বাদ ভাল বোঝা যায় ন। যে জীবনে কাঁদিনি তার জন্ম বৃথা। তার যদি সময় থাকে—এখন সে কেঁদে জন্ম সার্থক করুক।

আহা, আসা যাওয়া ভবের নিয়ম ;—কিন্তু অসময়ে দিন দুপুরে ডাকাতি ক'রে কেন যায়? যায় যদি, ফেরে না কেন? জগতনিয়মের কেন এমন কঠিন বন্ধন? তখন ডাক, কথা কইবেনা, কাঁদ, শুনিবে না ;—সে আপন মনে আপনার পথে চ'লেছে। তুমি মর তখন তা'র কি?—সে তখন তোমার নয়। আহা জীবনাবধি সম্বন্ধ! সে জীবনও কয়েকটী নিশ্বাস মাত্র।

হায় এমন শক্রতা কেন করে? কে বলবে কেন করে! বোধ হয় তা'দের ঐ স্বভাব। দু'দিন তোমার বুকে, দু'দিন আমার বুকে। বার বার আসে,—এমনি ডাকাতি ক'রে পলায়। তারা যেন কেন এমন করে, হায়! যেন কেন এমন করে!

কিন্তু ভাই তা'দের দোষ কি? তারা তোমায় ঠকাতে আসে,—হেসে খেলে একবারে মোহিত ক'রে ফেলে, তুমি আগ্ পাছ ভাবনা! একেবারে তুমি উন্মত্ত হয়ে পড়! ছেলে ব'লে অজ্ঞান হও; কাযেই ঠকো। স্থির হয়ে ভেবে দেখ দেখি! কি চতুরের চাতুরী, কি ভীষণ ফাকী! কি নিয়ে পাগল হয়েছ? কাদের নিয়ে পাগল হয়েছ? তারা কে? তুমি কে? তারা তোমার কে হয়? তুমি তাদের কে হও? আপনার কি, আপনার মানে কি? তুমি হয়ত বল'বে সে আমার ছেলে, আমি তা'র জন্মদাতা পিতা! তুমি পাগল! তুমি তা'র জন্মদাতা! বল কি? তুমি সামান্য একটি মাটীর পুতুল গড়িতে পার না;—বলরাম গড়িতে হনুমান গ'ড়ে ফেল;—আর তুমি ঝাঁ ক'রে বলে ফেলে আমার ছেলে! তুমি তার জন্ম দিয়াছ! তোমার কি মহাভ্রম দেখ দেখি! শুক্র, শোণিত, অস্থি, মজ্জা, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, চৈতন্যময় পদার্থ—যাহার উপমা নাই, যে জিনিষ যোগী ঋষি চারকাল খুঁজছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁর পদতলে চৈতন্য হারিয়ে প'ড়ে আছে, যে জিনিষ অতি আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য হ'তে আশ্চর্য্য, কত আশ্চর্য্য, কত মহান, তার নির্ণয় নাই;—কোন কালে হ'বেও না। সেই জিনিষটীকে তুমি ফস্ করে ব'লে ফেল্লে আমার ছেলে? কোনটা তোমার

ছেলে, চোখ, মুখ, নাক, না হাত পা, না দেহটা, তোমার ছেলে? দেহটা যদি তোমার ছেলে, তবে ম'লে দেহ ফে'লে দাও কেন? তাও বটে, তুমি বলতে পারো, কারণ তুমি উপরের জিনিষটা নাও। ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ না। ভিতরের জিনিষে তোমার মাথা খেলে না। তুমি সোণা ফে'লে আঁচলে গাঁট দিচ্ছ। তুমি সাচ্চা ফেলে এখন ঝুটো তুলছো! তা তুমি ঐ বলবে! তা বল! যিনি তোমাকে কাঁদাচ্ছেন, তিনিই তোমাকে বলাচ্ছেন, তুমি বল!

হ্যাঁ, ভালকথা! আর ভাই তোমায় বলছিলাম কি—বিষয়-বিষ খাবার আগে, জিনিষটার একবার বিচার ক'রে দেখা, উচিত নয় কি? তুমি বড় মাতাল—একদম মাতাল হয়ে পড়! বার বার এত ঠক কিন্তু সাবধান হওনা! রমণীর রূপের আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে—একবার হিসাব কর না কেন? তুমি এত হিসাবী—দেনাদারের কাছ থেকে কড়া ক্রান্তি হিসাব ক'রে লও, গ্রাম্যদলাদলিতে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্ক তুলে কত বিচার কর;—মাথামুণ্ড কত বিচার কর, হিসাব কর, আর আসল কাযটায় এত ভুল? ভাল যদি তুমি প্রকৃত সুখই খোঁজ তবে কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে খোঁজ কেন? কামিনী-কাঞ্চনে আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়, না কমায়? ত্যাগে সুখ না হাঁই হাঁই খাই খাইয়ে সুখ? কএক বৎসর পূর্ব্বে দেখ, তোমার মাসিক কুড়ি টাকা মাত্র আয় ছিল;—কিন্তু তোমার সংসারে তখন এক প্রকার বেশ সুখস্বচ্ছন্দতাও ছিল! তুমি বেশ হাসতে, খেলতে, গাইতে;—তখন যেন তোমার বেশ আনন্দ ছিল! আর এখন তোমার মাসিক শতাধিক টাকারও অনেক অধিক

আয়;—কিন্তু এখন তোমার মাথার ঘায় কুকুর পাগল! নাই নাই বলে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছো! সে হাসি খেলা নাই, সে গান নাই—এখন দেখি তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, অকূল পাথারে ভাসছ! এর কারণ কি? কেন এখন তো তোমার অনেক টাকা আয়,—অনেক বেশীসম্পত্তি! তবে আজ তুমি এমন দরিদ্র কেন? এমন ভিখারী কেন? আজ কেন তোমার মুখ সর্ব্বদা মলিন? দেঁতোর হাসি হাস কেন? নিস্তেজ নিঝুম হয়ে বালিশে মাথা লুকিয়ে কাঁদ কেন? যে প্রণয়িণী তোমার গলারহার ছিল, সে আজ কাছে এলে অত বিরক্ত হও কেন? যার মুখ দেখে সংসারের সকলকে পর ক'রে ছিলে—অমিয় মাতৃভক্তি ভুলে ছিলে;—সেই প্রণয়িণী আজ তোমার উপেক্ষার জিনিষ?

সে কি, এমন প্রণয়িনী আজ তোমার নয়নের উপেক্ষিতা? যার একবার মুখ দেখবার জন্য সাগরে ঝাঁপ দিতে পার্ত্তে;—বাজ বুকে নিতে কুণ্ঠিত ছিলেনা;—সে আজ তোমার নয়নে উপেক্ষিতা? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

তোমাকে আজ সে তুমি ব'লে চেনাই যায় না! আজ তোমার সে দেড় হাত বুকের ছাতা নাই! সে বুক ফোলানি নাই! তোমার সেই বিজয়ী বীরের চলন নাই, সে চাউনি নাই, সে আড় নয়ন নাই, সে মোহনঠাম নাই; ঠিক যেন অকালপক্ক আঁবটী হয়েছো! তোমার জীবন, যৌবন, সুখ, উৎফুল্ল-বুক; —তোমার সর্ব্বস্ব কামিনীকাঞ্চনে ব্যয় হয়ে গিয়েছে! আজ তুমি বিষ-হারাণ-ঢোঁড়া। কেন ভাই! আজ তোমার এমন দশা কেন? মৃত্যুর কথা মনে হ'লে তুমি ভয়ে কাঁপতে। এমন সুন্দর পৃথিবী, যে পৃথিবী তিলেকের তরে ছাড়তে চাউনি,

সর্ব্বদা সুখের ঘুমে—সুখের স্বপ্ন দেখতে; আজ সেই পৃথিবী ছেড়ে যাবার জন্যে অহরহ মৃত্যু কামনা করছো! আজ তোমার এদশা কেন?

আহা, আজ তোমার কি হয়েছে ভাই? যে প্রাণ বিষয়-অন্ত ছিল, সূচাগ্র মেদিনীর জন্যে কুরুক্ষেত্র করেছো;—আদালতের উপর আদালত, মোকদ্দমার উপর মোকদ্দমা;—কত জাল ক'রে, সর্ব্বস্ব পণ করে;—মাথার ঘাম পায় ফেলে,—এমন কি জীবন ত্যাগ স্বীকার ক'রেও, যে বিষয় রক্ষা কল্লে;—আজ সেই বিষয়ে তুমি উদাসীন! হরি হরি! আজ তোমার অমৃতে অরুচি? বল কি! আমার যে বিশ্বাস হয় না, ভাই! তুমি রাঘববোয়াল—সর্ব্বস্ব আড়ে গিল্‌তে,—সেই তোমার আজ অজীর্ণ-উদ্গার? ওহো! তুমি বুঝতে পারনি বুঝি! তাই হাতে ক'রে বিষ খেয়ে ছিলে? তাই সুখের পুকুরে ডুবে শেষে দুঃখের মাটী তুললে! তা তুমি কেন ভাই, অনেকেই বুঝতে পারে না। কি জানি কেন পারে না! আহা আমার বড় কষ্ট হয়!

যা' হোক এখন দেখে শুনে ঠকেছ, এখন শিখেছ; সাবধান হও! আর সুখসাগর দেখে অমনি ঝাঁপিয়ে প'ড়না, এখন দুঃখের পাথারে ঝাঁপ দাও! যা'তে আগে সুখ, পরে দুঃখ, সে পথ তোমার নয়! যা'তে আগে দুঃখ, পরে সুখ সেই পথ তোমার!

আর সুখ কি? সুখী কে?
বল বল, সুখী কোন জন?
ধনবান? কেন!—সে হৃদয়ে, নাই পুত্রশোক?
অশ্রুবারি ঝরে না তা'দের?—
কেউ দারা-পুত্র দুই হারা,

অশান্তিতে ঘেরা সেই মন,—
গৃহারণ্য সমান তাহার!
কিম্বা অপুত্রক কেউ এসংসারে!—
পুত্র তরে সর্ব্বদা মলিন;—
বিশ্রামবিহীন দুঃখের তরঙ্গ মনে;—
শয়নে স্বপনে মাত্র পুত্রের কামনা!
কেউ জন্ম-জরা!—মৃত্যুর
বিকট ছায়া ললাটে অঙ্কিত;—
নিশা যাপে কুস্বপ্ন দেখিয়া?
সে হৃদয়ে সুখ না নিবসে।
বল বল! আর কেবা সুখী?—
বসন্তের কোকিল? সেও বিরহ সয়!
মত্ত অলি?—সেও ততোধিক,—
তাড়াইয়া সে অলিরে, দুষ্ট নরে—
লু'টে খায় শ্রমের সঙ্গতী;—
কেঁদে মরে মধুকর মধু হারা হয়ে।
প্রভাত নলিনী? ফুল্ল কুমুদিনী?
নিত্য বিরহিণী তারা! ষোড়শী-রূপসী?—
তারও পতি পরবাসে যায়! কিম্বা—
নিরমল পাপশূন্যপ্রাণে
ভাল বাসে যেই জন?—
তার পরিণাম কেবল রোদন!—
বাসিলে কি হয় প্রতিদান,
পায় না জীবনে! আর

ভালবাসা কোথায় জগতে ?
হায়, ভালবাসা! তুমি না কি অমূল্য রতন ?
কত যে খুঁজিনু তন্ন তন্ন করি তোমা –
জগত ভিতরে ; কই! কোথা তুমি ?
গভীর বারিদ-ধ্বনি,
পশে যবে শিখিনীর কাণে ;
আনন্দেতে নৃত্য করে নর্ত্তকী সুন্দরী ;
সেই মত নাচে প্রাণ—তালে তালে,
যবে তোমা পাব মনে হয়!
কই, কোথা তুমি জগত ভিতরে ?
তটিনীর তটে বসি ;
শুনি যবে কুল কুল-ধ্বনি,
ভাবি মনে সুমধুর তানে,
গাহিয়া গাহিয়া, ছুটিয়া
চলেছ কোথা তুমি লো সুন্দরি!
কিম্বা নিশায় নিশ্বাস ফেলি,
চমকিয়া চাহি যবে আকাশের পানে,
মনে হয়, যেন তুমি—
চকিতে লুকায়ে গেলে সুনীল গগনে।
হায়, তুমি যেন নিশার স্বপন,
আঁখির মেলনে, অমনি পলাও!
না না, তুমি বুঝি জগতের নও!

হয় তো তুমি বলবে, যাতে এত বিপদ, এত জ্বালা, সে কাযে আর কায কি ? আমি বলি এমন সুন্দর জগত, এমন

সুন্দর সব ; চেয়ে দেখবে না,—ভালবাসবে না ! চেয়ে দেখবে বৈকি ! সব ভালবাসবে, জগতকে—সকলকে ভালবাসবে ! চেয়ে দেখা তাঁর নিয়ম—ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারবে না। জগত গুণময়, জগতে যে যে গুণ আছে, তোমারও শরীরে সেই সেই গুণ আছে ; সেই গুণে তোমার গুণ টেনে লবে ; মন আপনা আপনি লুটিয়ে প'ড়বে। তবে তাও বলি ! সাবধান !—মন মত্তকরী, মনের মাথায় লোহার মুগুর মারতে হবে ! তা না মারলে সে তোমায় বিপদে ফেলে দেবে। মনকে তোমার ঠিক ঠিক চালাতে হবে ; নচেৎ নিশ্চয় তোমাকে সে কুপথে নে'যাবে। মন বড় নীচ ! তারে বশ ক'রে তবে সংসারে ঢুকতে হয় ; নৈলে বড়ই বিপদের ভয় ! দেখনা কেন, তার কেবল দাসত্ব করা স্বভাব !—সর্ব্বদা সকলের কাছে আত্ম বিক্রয়ে প্রস্তুত,–দাসত্বের জন্যে লালায়িত। সে সুপথে কিছুতেই চলতে জানে না ! মন মত্ত-করী যে ! তার জাতি, কুল, মানের ভয় নাই ; ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান নাই,—তার কোন জ্ঞান নাই ! তার কেবল ফন্দি—কোথায় বিক্রী হবে ! কার কাছে আত্ম বিক্রয় ক'রে একটু সুখী হবে !

তার খালি বিক্রী হবার চেষ্টা ! রাস্তায় রাস্তায় পাড়ায় পাড়ায়, অলিগলি ঘুরছে—তা'র কাযই ঐ। কখন এক স্থানে ভাল হ'য়ে বসা নাই ! কোথায় থাকে কোথায় যায় কিছুই ঠিক নাই। কখন একেবারে ডুব মারলো ;—ডুব মারল তো দিল্লী লাহোর ঘুরে এলো ;—কখন বা একেবারে অজ্ঞাত বাস ;— কোন অজানা সুখের ঘানিতে একটু কাঁধ দিয়ে বসে আছে !

এটা ভাল, একবার বসল। ওমনি উড়েছে ! আবার আর

একটায় ব’সল। সেটাও ভাল না ব’লে, ভোঁ করে এক দৌড়ে এক চক্কর মেরে এল;—তার ব্যান্নন চাখা অভ্যাস। আর মত্ত অলির মত যদি কখন কোন ফুলে জেঁকে ব’সল—তবেই সর্ব্ব-নাশ! আর উঠতে চাইবে না, মাতাল হয়ে যাবে—ঢ’লে ঢ’লে প’ড়বে, বাঁচন মরণের ভয় শূন্য।

সে বিক্রীত হ’বেই! ক্রেতা না নিতে চাইলেও, তা’র দরজা জেঁকে ব’সবে, কিছুতেই ছাড়বে না। পয়সা নাই, ধারে লও? ধারে না লও, অমনি লও! সে ছাড়বার পাত্র নয়! কিছু-তেই ছাড়বে না। সে অতি নীচ! সে অতি নীচ! সে অতি পাজী?

আবার তার কতকগুলি সঙ্গী আছে;—তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা খেলে। কাল কাল বিভৎস চেহারা সেই গুলোকে নিযে হৃদয়-আঙ্গিনায় এসে খেলে! তুমি দেখে চ’টে লাল হ’য়ে তা’দের দূর দূর ক’রে তাড়িয়ে দাও; তা গোঁ ভরে তখন চ’লে গেল বটে;—কিন্তু তুমি পেছন ফিরিতে না ফিরিতে, আবার তাদের নিয়ে ক্রমে খেলা কর্ত্তে লাগল। আবার তাড়াও—আবার এল! তাদের লজ্জা ঘৃণা নাই! এ দোর দিয়ে তাড়াবে, ওদোর দিয়ে আসবে। সেই কটা শত্রুতে তোমায় এক দণ্ড স্থির থাকতে দেবে না। তা’দের জ্বালায় আরো জ্বালা!

তুমি কাঁদতে না! কখন তোমায় কাঁদতে হ’তো না, যদি তুমি তারে বশ কর্ত্তে! তা করনি,—তুমি মনকরী একটুও বশ করনি! তাই সাধের মরণ মরবে বলে, অমন আপন হাতে চিতা সাজালে! বেশ আরামে পুড়বে—তাই নিজে দাঁড়িয়ে ভাল করে আগুন দিলে! এখন জ্বলছে ব’লে কি হবে!

পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল! পরিণাম চিন্তা করা উচিত ছিল;— মনের মাথায় মুগুর মারা উচিত ছিল! তখন তার রায়ে রায় কেন দিলে? যারে ল'য়ে ঘর কর্ত্তে হয়, তার চরিত্রটী ভাল ক'রে জানতে হয়। সে কি, সে কি নয়; তা না জানলে বিপদে পড়তে হয়।

এখন বীরপুরুষ হও যদি, চোখের জল ফে'ল না! উহু ক'র না! যেমন জ্বলছে জ্বলুক! পুড়ুক! ছাই হোক! ন'ড়না! এক পদ পেছিও না! হাতের তীর এখন আকাশে আর উপায় কি? কারে ব'লবে? কে শুনবে? কেউ নাই! কেউ নাই! এখানে একলা! তুমি ব'লে নও, সকলে একলা! যার ব্যথা সেই সয়! স্ত্রী বল পুত্র বল, তারা তোমার সুখের সুখী—দুঃখের ভাগী কেউ নয়। বড় জোর বলবে, "আহা, তোমার বড় ব্যথা, না?" মুখের বলা, মনে কিছুই নয়! জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয় তাই করা! ও সব সমাজের দোকানদারী;—স্বার্থহানি হয়, পাছে প্রসার নষ্ট হয়, তাই একটু জিজ্ঞাসা করা!

এখানে প্রাণের ব্যথা কেউ কারো বোঝে না! কি নিয়ে বুঝবে? প্রাণ থাকলে তো! যা লয়ে বুঝবে তাই নাই! কেউ বিলিয়েছে, কেউ হারিয়েছে, কেউ ধার দিয়েছে, কেউ বা বেচেছে! কারুর প্রাণ একেবারেই ছিল না!

তবে ভালবাসবে! ভালবাসা নিয়ন্তার নিয়ম। শিশু কিছুই জানেনা, তবু সে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আহ্লাদে আটখানা। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে শিশুরও প্রাণ টেনে ল'য়। শিশু কিছুই জানে না কেন ভালবাসে! আর তুমিও জাননা, আমিও জানিনা কেন ভালবাসি; জগতের নিয়ম ভালবাসতে হয় তাই বাসি।

তাই বলি ভালবাস!—ভালবাসা ভাল—ভালবাস! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাঙ্গন, বাল্যক্রীড়ার স্থান, উপবন, তরু, লতা, গাছ, পাতা, ফুল, ফল, সকলকে ভালবাস! আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয়, পরিজন, দূরের, নিকটের, দেশ-দেশান্তরের, জগতের সকলকে ভালবাস। ভাল হোক, মন্দ হোক,—একটীকে প্রাণভ'রে ভালবাস। একটীকে আপন হারিয়ে ভালবাস। ব্রহ্মপুত্র হোক, গঙ্গা হোক, একটীকে ভালবাসলেই সাগরসঙ্গম মিলে।

একটীর জোরে পাঁচটী ভালবাসা যায়। যে একটীকে ভালবাসে না তার বৃথা জন্ম। সে কারেও ভালবাসতে পারে না। তার জীবন মরুভূমি! একটীকে ভালবেসো!

ভালবাসবে না কেন? ভালবাস! সকলকে এক প্রাণে ভালবাস! শত্রুকে ভালবাস, মিত্রকে ভালবাস! উপকারীকে ভালবাস! অনুপকারীকে ভালবাস! ভালকে ভালবাস! মন্দকে ভালবাস! ভালবাস;—ভালবাস পরিচিতকে, ভালবাস অপরিচিতকে। সকলকে ভালবাস! কিন্তু কাহার ভালবাসায় মোহিত হ'ও না। ভালবাসা দোষের নয়, মোহিত হওয়াই দোষ। মোহিত হলেই সর্ব্বনাশ হয়!

জানতো? বেশী কচ্‌লালে নেবু তেত হয়। সাগর মন্থনে প্রথমে অমৃত উঠে, শেষটা হলাহল উঠলো। তাই বলছিলাম ভালবাসা ভাল, বাড়াবাড়ি ভাল না। আর শুধু ভালবাসায় কেন, কোন কাযেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

থাক না পৃথিবী, থাক না মায়া, থাক না আকর্ষণ;—কিছুতে মোহিত না হ'লেই হ'লো। উন্মাদ না হ'লেই হ'ল। আমি শত পুত্রশোক সহ্য কর্ত্তে পারি, যদি তাদের একটীতেও মোহিত

না হয়ে থাকি। মোহিত হ'লেই সর্ব্বনাশ। তখন ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা হ'বে,—একটুতে বুকে শক্তিশেল বাজবে।

যে কিছুতেই মোহিত নয়, তার কেউ কিছুই কর্ত্তে পারে না! সে ভাবে কে কা'র? দেখ্তে দেখ্তে যখন ভালবাসা যায়, আশা ফুরায়, ভরসা লুকায়, সোণার সংসার ছারখার হয়, সুখের আকাশে দুঃখের ঝড়-বৃষ্টি উঠে; তাই সে ভাবে সব দু'দিনের জন্য! দু'দিনের জন্যে যুবতীর রূপ; দু'দিনের জন্যে যুবতীর লাবণ্য—দু'দিনের জন্যে বদনের আরক্তিম আভা! দু'দিনের জন্যে বালিকার নিষ্কলঙ্ক মুখ! দু'দিনের জন্যে বালকের চঞ্চলহাসি! দু'দিনের জন্যে যুবকের বুকে হাতীর বল! সব দু'দিনের জন্যে—দু'দিন পরে সব চলে যায়। সে ভাবে দু'দিনের জন্যে এখানে একটু বেড়াতে এসেছি। সে কিছুতে মোহিত নয়—তার কেউ কিছু কর্ত্তে পারে না। সে ভাবে কে কার?

সে ভাবে তুমিও যার, আমিও তা'র! তোমার পুত্রটী যার তুমিও তা'র! তোমার সংসার যা'র, আমার সংসারও তা'র;—জগৎ সংসার তা'র! সেখানে তুমি, এখানে আমি; আবার তুমি আমি মিলিয়ে,—সে;—সেই আবার সমস্ত! সে তোমার ঘরে, সে আমার ঘরে,—সে দশের ঘরে, সে পাঁচের ঘরে, সে ঘরে ঘরে;—সে বিশ্ব সংসারে। সেই বন্ধু, সেই পুত্র, সেই পরিবার। সেই পুত্র হ'য়ে তোমায় তোষে, সেই শত্রু হ'য়ে তোমায় রোষে। সে এক, সে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে কে কার? হায় কে কা'র? সংসারে কে কা'র? সে ভাবে হায় এখানে কে কার?

তবে হয় তো তুমি বলবে,—এক ভাবে ভালবাসবো কেমন ক'রে? একাসনে শত্রু-মিত্র—তা'ও কখন হয়! আমি বলি

কেন হবে না—হয়! যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই পথ; ইচ্ছা থাকলেই সব হয়! ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—ইচ্ছায় সমুদয়!

যদি বল এমন কল্লে সংসার চলে না! সে কথা ভাই আমরা জানিনি। তোমার সংসার চলাচলের সংবাদ আমরা অধিক জানি না। আমাদের ভাব-স্রোতে আমরা ভাসছি। তোমার ইচ্ছা হয় এসো, ভাসো! না ইচ্ছা হয় এসো না—ভেসো না! মাথার দিব্য কিছু নাই! তোমাকে যে আসতেই হবে, এমন কোন কথা নাই! আমরা আমাদের নিজস্রোতে চলিছি,—তুমি না হয় তোমার টানে চ'লে যাও;—তুমিও কূল পাবে, আমরাও কূল পাবো। ভাবস্রোত পৃথক হ'লেই বা—গন্তব্য এক! সকলেই এক স্থানে যাবে। পাঁচ নদী পাঁচ স্থান হ'তে চ'লে মিশে সেই এক সাগরে।

তিনি ভাব দেখেন! কার মন কোথায় প'ড়ে আছে—তাই দেখেন! যে যে ভাব চায়—সে তাই পায়! তিনি কল্পতরু—ফলদাতা! তা' তুমি যে ভাবে যা চাইবে—নিশ্চয় সেই জিনিষ পাবে। তিনি বিষও দেন—অমৃতও দেন; যে যা' চায়! তাঁর কাছে তাই একটু হিসেব ক'রে চাইতে হয়। চাওয়াটী প্রাণের সঙ্গে হ'লে, তিনি নিশ্চয় দিবেন; গুরু দয়াল, কৃপণ নন।

হ্যাঁ ভাল কথা, কি বলছিলাম—ভালবাসবে? না না না! সর্ব্বনাশ,—অমন কায ক'র না! ভালবেস না; ভালবাসার পথে পর্য্যন্ত চ'ল না! যেখানে ভালবাসার কথা হয়, যে ভাল-বাসার কথা কয়,—সে স্থানে পর্য্যন্ত নয়! সেখানে দালালি! সেখানে কেবল প্রতারণা! ও ফাঁদে পা দিও না! ও ফাঁদে পা

দিও না! ওখানে সৌন্দর্য্যে আগুন জ্বলে ; যেও না পুড়ে যাবে! ভালবাসা পথে বসায়! যে ভাল বেসেছে সেই পথে বসেছে! সাবধান! ভালবাসতে নাই—সাবধান! পথে বসে! আর ভালবাসবে কি! কামিনীকাঞ্চন? কামিনীকাঞ্চন কি পৃথিবীর এতই সার বস্তু? কামিনীকাঞ্চন ছাড়া কি জগতে আর কিছুই ভালবাসবার নাই! কামিনীকাঞ্চন কি জগতে অমূল্য রতন?

সুধা বিনিময়ে হলাহল খেও না ; প্রাণ হারিও না! অমন কায ক'রনা! কামিনীকাঞ্চনের দিকে চেওনা! হারিয়ে যাবে! ডুবে যাবে! তলিয়ে যাবে! দু'দিন বাদে যখন বাড়ী ফিরে যাবে, মার সঙ্গে দেখা হবে ;—মা সুধালে কি বলবে? মা যখন জিজ্ঞাসা করবেন ;—"বাবা! তোমার সেই অমূল্য-নিধি মনটী কোথায়?" তুমি কি বলবে—কি উত্তর ক'রবে? সে জিনিষটী কামিনীকাঞ্চনের কাছে হারিয়ে এসেছো একথা বলতে তোমার মাথায় বাজ প'ড়বে না? তোমার পা কাঁপবে না? তোমার নয়নে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে থাকবে না?

তখন তোমার এ সুখের নেশা ছুটে যাবে, চৈতন্য হবে! নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হবে! জ্ঞান হবে! কোথায় গিয়েছ, কত দূর গিয়েছ ;—এতদূর মানুষ আসতে পারে বলে ভ্রম হবে! আশ্চর্য্য হয়ে পড়বে! চম্‌কে, চম্‌কে উঠবে! আপন হারাবে! বুকে বিছে কামড়াবে—বুক চাপাড়াবে! মনে হবে তোমায় বেড়াআগুনে ঘিরেছে! পালা'তে যা'বে রুদ্ধ পথ!—এদিকে নাই, ওদিকে নাই, সেদিকে নাই, কোন দিকে নাই! নিরুপায় চারিদিক বন্ধ! তখন 'মা রক্ষা কর! মা রক্ষা কর!' ব'লে,—মাতৃপদে মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে প'ড়বে!

তবে তুমি ভুলতে পার, মা তোমায় ভুলেন না। মার নাড়ীর টান,—তুমি মায়ের নাড়ীছেঁড়া ধন। মার চেয়ে কে আর আছে? মার চেয়ে তোমাকে কে ভালবাসতে পারে? মার মতন সহ্য আর কার আছে? মার মত আপনার আর কে আছে? সেই মাকে তুমি ভুলে যাবে,—কামিনীর মুখ দেখে মাকে ভুলে যাবে? ছি ছি তুমি মার সন্তান! তুমি নরাধম! তুমি তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করগে!

আহা মা! তুমি কে মা? তুমি কি মা? আমরা কিছুই বুঝি না! তোমাকে কি দিয়ে পূজা কল্লে হয়, তোমার পায়ে কি করে মাথা খুঁড়্‌লে হয়, তা আমি জানিনি। তোমাকে কি ভাষায়, কি ভাবে, কি আবেগে, কিরূপ উচ্ছ্বাসে জানালে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানান হয়, তা আমি কিছুই জানিনি।

আমি জানি তুমি সব জান! তুমি সব জান, সব বোঝো;—সব শুনতে পাও—পিঁপড়ের পায়ের শব্দটা পর্য্যন্ত শুনতে পাও! অন্ধকার হ'তে অন্ধকারের ভিতর তোমার আলো জ্বালা—তুমি সব দেখতে পাও!

দেখ মা! আমার একটি ইচ্ছে হয় কি জান? আমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমি একটি জিনিষ দিয়ে পূজা করি! সেই জিনিষটী আমার বড় প্রিয়; প্রিয় জিনিষ নাকি তোমায় দিতে হয়। কিন্তু বড় ভয় হয়, সে জিনিষটি যদিও আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়, কিন্তু বড় অশুদ্ধ অবস্থায় আছে। কামিনী-কাঞ্চন এখন ব'লে একপ্রকার অশুদ্ধ জিনিষ আছে; সেই সংসর্গে থেকে সেই জিনিষটীর পবিত্রতা নষ্ট হ'য়ে গেছে। মূলে

জিনিষটা খুব ভাল! ভাল ব'লেই বলছিলুম; তোমাকে কি যা'তা' দেওয়া যায়! হ্যাঁ কি হবে মা! তোমাকে কি আমার পূজা করা হবে না? এমন জিনিষটী তোমায় দেওয়া হবে না? আহা, আমার দোষেই এমন সোণার জিনিষটী নষ্ট হ'য়ে গেছে! আগে আমি বুঝতে পারিনি, কিছুই জানতে পারিনি। আগে তোমার কথা কিছুই মনেও ছিল না। আমি যা' তা' ক'রে বেড়িয়েছি, যেখানে সেখানে গিয়েছি, দিল্লী-লাহোর সাগর পার ঘুরেছি; যা'তা ক'রে সময় নষ্ট করেছি। ভাগ্যে একদিন তোমার কৃষ্ণ বলে একটী ছেলে,—সে আমায় তোমার কথা মনে ক'রে দিলে! সেই থেকে আমার পশুভাব কেটে গেল! তাই মা আমার এ ভাব জাগল;—তোমাকে সেই জিনিষটী দেবার কথা মনে পড়ল! বুঝেছ মা! আগে আমি পশু ছিলাম!

আহা মা, তোমার সেই কৃষ্ণ ছেলে আমায় তোমার এই দক্ষিণেশ্বরের সংবাদ দিয়ে যেন ভবসাগর পার হবার ভেলা দেখিয়ে দিলে! সেই বড় মাঝির নাম ব'লে দিলে!—আমি তারে বুকে ধরলুম,—সেই হ'তে সে আমার বুকের জিনিষ।

তুমি যাই বল, আমি কিন্তু মা তোমায় সেই মাঝিছেলের নামটী বলতে পারবো না। সে আমার সেই হ'তে যেন কে হয়;—যা'র নাম মুখে আনতে নাই; তবে তোমার খাতিরে, আমি একবার তোমার কাছে নয় চুপি চুপি বলতে পারি; শুধু একবার মাত্র বলতে পারি! কিন্তু অমনি নয়, যদি তুমি আমার সেই কামিনী-কাঞ্চন-কলুষিত মনটীকে শুদ্ধ ক'রে দাও,

আর আমি তোমাকে সেই শুদ্ধ মনটী দেবো,—দিয়ে পূজা করবো। তুমি আমার পূজা গ্রহণ করবে! আর শুধু পূজা নয়, আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করবে! আমার ইহকালের, আমার পরকালের;—আর তোমার শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি, অমলা—অহৈতুকী-ভক্তি দেবে। জনমে যেন তোমার শ্রীচরণ ছাড়া আর কিছুই না আমাকে জানতে হয়—এই সাধ পূর্ণ করবে ঃ—

আর আমি সে নাম বলি না বলি তা'তে কি! তুমি আমার সমস্তভার গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য! আমি আমার কি জানি? আমাকে যখন তুমি এখানে এনেছ, আমার সমস্ত দায় তোমার!

হ্যাঁ ভাল কথা! যা বলছিলেম। তবে ভাল যদি বাসতে হয়—নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাস না। দেখ গাছ আমাদের ভাল বাসে, কত ফল দেয়, শীতল ছায়া দেয়। তার কেমন ভাল বাসা, তার কত মহত্ব? আর দেখ তোমার ভালবাসা! তুমি তার ফল খেলে, তার ছায়ায় ব'সে শীতল হ'লে—কত আরাম পেলে। অথচ তুমি আসবার সময় তা'র দুটো ডাল ভেঙ্গে দিয়ে এলে। তুমি তা'র ফল ও খেলে, তা'র ডালও ভাঙ্গলে; তুমি মানুষ! তুমি তোমার এই শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই কর! এইরূপ মহত্বের গর্ব্ব কর! তোমার এই প্রকার মহত্ব! ছিঃ! ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ! তোমার ভালবাসায় বিষ মাখান! তোমার বুকে ছুরি লুকান! তুমি এমন সুন্দর, তোমার এমন সৌষ্টব; আর তোমার এমন কায? তোমার সৌন্দর্য্য নয়—আগুনের ঝলকা! গায় লাগলে পুড়ে যায়, আঁচ লাগলে জ্বালা করে।

এমন তুমি দেবকান্তি, দেবতার মত রূপ,—তুমি দেবতার মত গুণবান হও না! তা হ'লে কি হয়? দেবভাব কি ভাল নয়? দেবত্ব কি তোমার কাছে উপেক্ষার জিনিষ?

দেখ মন নিয়ে কথা! এই মন ভাল কাযেও ব্যয় হ'তে পারে, লোকের সর্ব্বনাশ কর্ত্তেও পারে। এও পারে ওও পারে, একমন সব কর্ত্তে পারে। এখন ভেবে দেখ—ভালবাসা ভাল, লোকের সর্ব্বনাশ করা কিছু ভাল নয়! ভালবাসায় শান্তি লোকের সর্ব্বনাশ করায় কিছু শান্তি নাই। শান্তিই ভাল অশান্তি কখন ভাল নয়! অতএব ভালবাস না কেন?

ওঃ! হয়তো তুমি বলবে, 'আমার ভালবেসে শান্তি নাই,—লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেই আমি শান্তি পাই!' আমি বলি, আহা তুমি বেশ লোক! তুমি তবে লোকের সর্ব্বনাশই কর! সর্ব্বনাশ করাত কিছু মন্দ নয়! সর্ব্বনাশও ভাল! বেশ তুমি তাই কর!

তা'ও বটে! কেউ হেসে সুখী, কেউ কেঁদে সুখী; যা'র যা'তে সুখ। কেউ বুক ফুলিয়ে চলে, কেউ তৃণের মত নত;—যা'র যা'তে সুখ! বেশ কথা! যার যা'তে সুখ সে তাই করুক!

আবার তাও বলি, ভালবাসবে কি! ভালবাসবে কি সেই কামিনী কাঞ্চন? কামিনীকাঞ্চন ভালবাসা কি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য? কামিনী কাঞ্চনে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া কি মনুষ্য জীবনের পরমার্থ লাভ? কামিনী কাঞ্চন কি সর্ব্বার্থসার?

আমি বলি তুমি ভিক্ষুক! তুমি যখন কামিনী কাঞ্চন সার ভে'বেছ, তখন তোমার মত দুঃখী আর কে আছে? কামিনী-

কাঞ্চনের জন্যে, স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তুমি যখন কোথায় কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছ; প্রকৃত সুখ সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—"হা কামিনী-কাঞ্চন, হা কামিনী-কাঞ্চন" বলিয়া যখন গগন বিদীর্ণ করিতেছ—তখন তুমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী! কি ভ্রম! ভিক্ষা করিয়া সুখ ভোগ করিবে! উঃ কি পাগলামি!

আহা কেন এ পাগলামি? কেন এ ভ্রম? কেন মানব এত আত্ম-বিস্মৃত? কেন মানব এমন বিপদাপন্ন; কেন এমন কূটব্যাধিগ্রস্থ? এর কি কোন প্রতিকার নাই? চিকিৎসা নাই? না, না এরা বুঝি প্রতিকার চায় না, চিকিৎসা চায় না! ভুতে পেয়েছে, তবু ঝাড়া'বে না;—বলে, 'বেশ আছি, ভাল আছি, কিছুই হয়নি!' কেন এমন বিপরীত বুদ্ধি? এমন সুন্দর পৃথিবী, এভাব কেন? উদ্যান-স্বামী এমন গাছ-পালা, ফল-ফুলে, লতাকুঞ্জে,—সুন্দর সাজিয়ে-গুজিয়ে; উদ্যানে কেন এমন ছাগল ছে'ড়ে দিলেন? উদ্যান-স্বামী কি জানেন না? তাঁর অজ্ঞাত সারে কি এমন সুন্দর বাগান নষ্ট হচ্ছে? উঃ! এদের দেখে বুক যে আমার কেমন করে! কি হবে! এর কি কোন উপায় হবে না! হায় হায়!

আহা, এমন জগত,—এমন সুন্দর বন্দোবস্ত, এমন চমৎকার প্রথা; এদের কেন এমন খ্যাপাটে ভাব? এরা বাপ ব'লতে শালা বলে! ভাল বললে মন্দ বোঝে, ঝগড়া করে,—বুক ফুলিয়ে বলে "তোর কি? আমি হাজি মজি,—তোদের কিসের মাথা ব্যথা?" ঠিক্ ঠিক্, আমাদের বা কিসের মাথাব্যথা, যা'র জগৎ সে বুঝুক্।

আমার বোধ হয় এ জগতের ব্যাপার দেখে শুনে সব পাগল হয়ে গেছে। কি করবে! কিছুই বুঝতে পারে না! কিছুই জানতে পারে না। কঠিন, কঠিন! গূঢ়তত্ত্ব! আবরণ,—আবরণের উপর মহাআবরণ! এর কেউ তত্ত্ব ভেদ না কর্ত্তে পেরে, পাগল হ'য়ে গেছে! কিছুই বুঝতে না পেরে পাগল হ'য়ে গেছে! তাই মনটাকে ভোলাবার জন্যে কামিনী কাঞ্চনে ফেলে রেখেছে,—দীর্ঘকাল থাকতে হবে, কি করে! মনটাকে কোথায় রাখে? সেখানে গেলে বেশ সুখে থাকবে, এই ভে'বে যায়; তাই পাগল না হয়ে পারে না! আহা পাগল হয়ে একটু আরাম পায় বুঝি!

তা' সত্য, আরাম বৈকি! আরাম না? আহা বেশ আরাম! কামিনীর হৃদয়-শয্যা—বড় কোমল, বড় আরাম!—পূর্ণিমার রাত্রি, মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়া বৈছে, জানালা দিয়ে সুন্দর চাঁদের আলো ঘরে এসে প'ড়েছে; এমন রাত্রে প্রিয়ার বুকে মাথা রেখে শুতে বড় আরাম। স্বর্গের ঘুম হয়! স্বর্গের আরাম হয়! আহা আহা!

আহা বড় আরাম! তবে এখন আমি একটু ঘুমুই—তোমরা সরে যাও! তোমরা সব সরে যাও! আমি প্রাণ ভ'রে একটু ঘুমুই। জীবনের সাধ মিটিয়ে একটু ঘুমিয়ে লই। তোমর ডেকোনা, আমায় তুলোনা, আমি অনন্তের কোলে ঘুমুলেও—তোমরা তুলো না;—বেশ আরাম! আমি ঘুমুলুম! আমি ঘুমুলুম—ভাই-বন্ধু ভুলে, প্রিয়-পরিজন ভুলে, আমায় ডেকোনা,—তুলোনা,—তোমাদের পায়ে ধরি। আমি ঘুমুই!

আহা, সোণার ঘুম, সোণার স্বপ্ন;—কত সোণার মানুষ

আসে সোণার সুরে গায়;—অপ্সরকণ্ঠে গায়। কি চেহারা, কি পোষাক;—তা'দের সব সুন্দর! ঐ গাইছে—আমি ঘুমুলুম!—

(গীত)

মরমে মরিতে যদি বাজে সখা তোমার প্রাণে।
ধীরে দূরে চ'লে যাও চেও না কাহার পানে॥
ফিরে ফিরে চাও যদি ঝরিবে আঁখির নীর,
বাজ সম সখা বুকে বাজিবে সে চাউনির;—
দাবানল হেরি কেন সাধে পুড়িবারে চাও!
যদি ফিরিয়াছ সখা এই পথে চ'লে যাও।
একলা ফিরিও বনে, গাহিও আপন মনে;
জপিও অজপা সদা শয়নে স্বপনে ধ্যানে।
দয়ালের কাণ আছে ভুলনা তাঁহার নাম;—
অকূলে পাইবে কোল হেরিবে সে নিরঞ্জনে॥

ঐ যা, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! সাধের ঘুম ভেঙ্গে গেল; এমন সর্ব্বনাশ কে কোল্লে রে! আমায় কাঁচা ঘুমে কে তুল্লেরে! আমার এমন শত্রু কে ছিল রে!

না, না, কৈ, কেউ তো ডাকেনি! কেউ তো জাগায়নি; কেউত তোলেনি! আপনা আপনি জেগে পড়েছি! না না— কেউ কারো ঘুম ভাঙ্গায় না; আপনা আপনি সব জেগে পড়ে; —না, না—কারা যেন কিসের জন্য কাণের কাছে কি গোলমাল করে। কারা যেন কিসের জন্য কি কোলাহল করে। ঘুম আসতে না আসতে অমনি ভেঙ্গে যায়! কাঁচা ঘুমে জেগে উঠতে হয়! একটুও ঘুম হয় না! জেগে উঠতে হয়!

উঃ! কেন তা'রা এমন গোলমাল করে? তারা কা'রা? তাইতো এ যে বড় গোলমাল দেখছি। হায়, হায়! এখানে বুঝি ভাল ক'রে একটু ঘুমাবার যো নাই! না, একটা না একটা লেগেই থাকে। কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে একটু সুস্থ হয়ে ঘুমাবো;—ঘুমিয়ে একটু শান্তি পাবো,—একটু জুড়াবো;—এ বিশ্বসংসারে এমন স্থান নাই! এমন নির্জ্জন স্থান নাই, যেখানে গিয়ে একটু খেদ মিটায়ে ঘুমান যায়। কোথায় যাব? একটুও ঘুম হ'ল না, আমি পাগল হলাম দেখছি; এত বড় জগতে আমার ঘুমাবার স্থান হ'ল না? এমন বিপুল জগতে একটু ঘুমাবার স্থান নাই! একটু নির্জ্জনতা নাই, যে দুদণ্ড ঘুমিয়ে সুস্থ হই! এ পোড়া জগতে তবে কি আছে!

এত বড় রাত্রি জেগে জেগে গেল—একটুও ঘুম হ'ল না; প্রিয়ার বুকে মাথা রেখে একটুও ঘুম হ'ল না। এমন চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্না ফুটেছে; এমন বসন্তের হাওয়া বৈছে, সব বিফলে গেল, আমার একটু ঘুম হ'লো না!

দিনে-রেতে ঘুম নাই! এমন বসন্তের বকুলতলা, কত ফুলের হাসি, ফুলের মেলা; একছড়া মালা গাঁথাও হ'ল না। কত পাখী এসেছে, গাইছে, নাচছে কত খেলছে, আমার কিছুই দেখা হ'ল না, শোনাও হ'ল না। আমি চোখ বুজেই আছি—একটু ঘুমাবার জন্য আরাধনা করছি; এ পোড়া ঘুম আর হ'ল না! কোথায় ঘুমাবো! ওহো দিনে রেতে সমান।

না, না আমি নিশ্চয়ই ঘুমবো। সেই রকম ফুলের

বিছানা ক'রে, ফুলের চাঁদোয়া খাটিয়ে, প্রিয়ার বুকে মাথা রেখে, বসন্তের চাঁদের আলো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে প'ড়বো; এমন ঘুম ঘুমবো আর জাগবো না। জীবনের সাধ মিটিয়ে ঘুমবো। এবার গভীর রাত্রে যখন সব স্তব্ধ হবে, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত ন'ড়বে না—জগৎ ঘুমিয়ে প'ড়বে, তখন আমি ঘুমবো। আর জাগবো না, ঠিক্! সেই ভাল, আর জাগবো না।

সেই সোণার ঘুমে সেই সোণার স্বপ্নটী দেখবো; আর সেই সব সোণার মানুষগুলি আসবে, সেই সোণার গানটী গাইবে; আহা! বেশ হবে! বেশ আরাম! জগৎ ঘুমবে আমিও ঘুমবো। আহা, বেশ আরাম, খুব আরাম হবে, স্বর্গের ঘুম ঘুমান যাবে।

ও হরি! হায়! সব ভুলি! আমি কি বল্‌ত কি বলি! ঐ তো বেশ সব ঘুমিয়ে রয়েছে;—জগত ঘুমুচ্ছে জগতের কোলে সব ঘুমুচ্ছে। রাজা প্রজা ছোট, বড়, ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র—সকলেই ঘুমুচ্ছে; বেশ ঘুমিয়ে রয়েছে। কেমন ঘুমিয়ে রয়েছে। বাঃ, কেমন যেন সকলের একঘুম, এক ঘোর,—একভাবে অচেতন; সকলে যেন এক মদে মাতাল হয়ে ঘুমুচ্ছে। কে বলে এখানে ঘুম হয় না,—এইতো ঘুমাবার প্রশস্ত স্থান! বেশ ঘুমুচ্ছে! এরা বেশ ঘুমুচ্ছে— আহা বেশ ঘুমুচ্ছে! এদের কেমন ঘুম। দেখ, তোমাদের ঘুম দেখে আমার বেশ আনন্দ হ'ল। তোমরা ঘুমাও— ভাল ক'রে ঘুমাও, প্রাণভ'রে ঘুমাও; যে যেমন ভাবে ঘুমাচ্ছো সে সেইভাবে ঘুমাও!

ও কি! তোমার আবার ও কি! ও ঘুমাচ্ছে আর ওর কাণের কাছে গোল ক'রছ! তুমি আচ্ছা লোক তো? গোল ক'রো না! গোল করছ কেন? ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে! ওঃ, তুমি রাজাধিরাজ বুঝি! তাই ওরে পায়ে মাড়িয়ে ঘুম ভাঙ্গাবে! তুমিতো বড় হীনবুদ্ধি! রাজপদে মানব এতই নীচত্ব পায়! একজনের ঘুমে ব্যাঘাত দেওয়া! ছিঃ ছিঃ!

ঐশ্বর্য্য মদে অত মাতাল হ'তে নাই। কারুরে অত তাচ্ছল্য কর্ত্তে নাই। ভাল মানলুম তুমি রাজাধিরাজ;—কিন্তু তাতে তোমাতে প্রভেদ কি! তুমিও খিদে পেলে খাও, সেও তাই করে। তুমি উপার্জ্জন কর, নিজে খাও—পরিবারবর্গকে খাওয়াও—সেও তাই করে। তবে তোমার নয় জমিদারী তার নয় মুটেগিরি; কিন্তু উদ্দেশ্য এক! তুমি নয় ছাপরখাটে শোও, সে নয় চেটায় শোয়; তাতে কি?—সেই একই ঘুম ঘুমাও। তুমি গাড়িতে যাও সে নয় হেঁটে যায়;—তা হউক —গন্তব্য এক; তুমি ও যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। কিংবা হ'তে পারে সে তোমার বাটীর চাকর, সে তোমার দাসত্ব করে; তুমি তার বিধাতা পুরুষ! কিন্তু তুমি তার যেই হও না কেন! তোমাতে তাতে একদিনে, এক সময়ে মরলে—তোমার চিতার পাশে তারও চিতা সাজান হবে। তবে তোমার চিতায় নয় ঘৃতাহুতি পড়বে, তার নয় শুধু কাঠ-খড়ের। তাতে কি? তোমার চিতার যে ছাই, তার চিতার সেই ছাই—সেই একই ছাই চিতায় প্রস্তুত করে! ছাই এর কোন পার্থক্য নাই। তুমিও যেমন ধূ ধূ করে পুড়ে যাবে, তোমার যেমন

জগতে আর নিশানা থাকবে না, সেও তেমনি ধূ ধূ ক'রে পুড়ে যাবে ;—তারও তেমন জগতে কোন নিশানা থাকবে না।

তুমি তোমার নেশার ঝোঁকে যাই বল না কেন—জগত তা গ্রাহ্য ক'রবে না। সে বাজারে রাজা প্রজা নাই; মুড়ি মিছরির একদর। তুমি সর্ব্বদা আমি বড় আমি বড় ক'রে গলাবাজী কর, ইচ্ছা হয় আরও কিছু কর ;—কিন্তু তুমি পাগল তোমার কথা কে শোনে? তবে হঁ্যা! তোমার মত আর আর পাগলেরা শুনবে। তারা তোমার রায়ে রায়ও দেবে। হয়ত তোমার হয়ে কত লড়বেও! তার মানে, তারাও তোমার মত পাগল। কিন্তু জগৎ তোমাদের পাগলের প্রলাপ শুনবে না। তোমাদের পাগলামি জগত গ্রাহ্য করবে না।

বস্তুতঃ এরা কি সব পাগল? ঠিক্ ঠিক্ এরা সবই পাগল। সকলেরই এক ভাব, তাইত একি হল! তাইত এ যে সব পাগল! আহা সব পাগল, ছেলে বুড়ো সব পাগল! কেউ একটি নিয়ে পাগল, কেউ দুটী নিয়ে পাগল,—কেউ পাঁচটী নিয়ে পাগল, কারুর হ'ল না ব'লে পাগল, কেউ এক ঘর নিয়ে পাগল, কেউ পরকে লয়ে পাগল। তাইত সবই পাগল। এমন পাগল কেন হ'লো—কে এমন ক'রে এদের পাগল করলে! সে কে? কি উদ্দেশ্যে এমন পাগল করলে? না না এরা আপনা আপনি বুঝি সব পাগল হয়ে গেছে। কি দেখে শুনে পাগল হয়ে গেছে কিম্বা কত কি না দেখে শুনে পাগল হয়েছে! আহা, সব পাগল!

আহা, সব পাগল! কেউ কিছু দেখে পাগল, কেউ কিছু না দেখে পাগল, কেউ কবিতা লিখে পাগল, কেউ গান গেয়ে পাগল, কেউ গান শুনে পাগল, কেউ বাজিয়ে পাগল, কেউ বাজাবে ব'লে পাগল, সব রকম বেরকমের পাগল, রং-বেরংয়ের পাগল। কেউ একটী স্ত্রীলোকের দাঁতের বিষে পাগল, কেউ একটী স্ত্রীলোকের অধরসুধার ভিখারী হয়ে পাগল! কেউ কারে না দেখে পাগল হ'য়ে গেছে;—কেউ কোথায় কারে একবার একটু দে'খে পাগল হয়ে গেছে,—পাগল হয়ে তার ধ্যান চিন্তা করছে। বোধ হয় জীবনে তার সঙ্গে তার দেখা হবার কোনও সুযোগ নাই কিন্তু সে তা বুঝবে না;—আর একটী বার দেখবে—সে দেখবেই! কিছু নয়; সে শুধু আর একটী বার দেখবে, জগতের আর কিছুই চায় না! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সব বস্তু তার চক্ষে উপেক্ষিত। শুধু তার একবার দেখা! তার অন্য আশার জিনিষ নাই, আদরের জিনিষ নাই; পৃথিবীর আর সে কিছুই চায় না —সে একেবারে পাগল হয়ে গেছে; হয়তো সে চির জীবন এই ভাবেই কাটিয়ে দিবে, তা পাগলের আর জ্ঞান কি!

আহা পাগলের খেলা, চারিদিকে দেখছি পাগলের হাট বাজার, এই পৃথিবী একটি বৃহৎ পাগলা-গারদ ব'লে বোধ হয়! কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ দুহাত তুলে নৃত্য করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ দিচ্ছে, কেউ নিচ্ছে, কেউ কত কি হিসাব করছে। কেউ বিড়বিড় ক'রে কত কি মাথামুণ্ড হিসাব করছে ও বকছে—এ হিসাবের নিকাশ

আর হয় না। সব তরবেতর কাণ্ড! পাগলামীর চূড়ান্ত, হরদম পাগলামী! তাইতো, এ মহাপাগলাগারদ যে! সব নূতন নূতন পাগল! পাগল রাজা, পাগল প্রজা, ভৃত্য পাগল, পাগলের পার্শ্বচর পাগল, পাগল মা, পাগল বাবা, পাগল ভগ্নী, পাগল ভাই,—তরবেতর পাগল; কেউ খেলছে কেউ খেলাচ্ছে—কোন পাগল কোন পাগলকে পাগল ব'লে খেপাচ্ছে; সে যে তার চেয়েও অনেক বেশী পাগল তা কেউ তারে বুঝাতে পারবে না।

পাগলের সঙ্গে পাগলের আত্মীয়তা! পাগলের সংসারে পাগল ভাই, পাগল ভাই-ভগ্নী গুলিকে বলে—"তোরা আমার আপন,—আপন হতে আপন;—আমি তোদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি। আর ওরা! ওরা আমাদের কেউ নয়! ওরা শত্রু, ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; ও'দের কাছে যে'ও না!'

গাগল স্বামী পাগলিনীকে বলছে, 'তুমি আমার জীবন, তুমি আমার বুকের আলো। তোমায় আমার বুক পেতে, বুক বিছিয়ে, বুক ঢেকে রাখব;—তোমার বুকে যেন কিছুর আঘাত না লাগে! তুমি আমার বুকের আলো—নিশি দিন আমার বুক আলো ক'রে থাক, তোমার আর নিবে কায নাই?

আহা, যে যেমন পাগল তার তেমন সাজ। যে যে ভাবের পাগল তার সেই সেই রকম পোষাক। দেশের পাগল বিদেশের পাগলের কাছ থেকে ভাল ভাল পাগুলে সাজ আনায়, তারা নাকি খুব ভাল পাগল। তাদের নাকি খুব ভাল পাগুলে পচন্দ;—তা'রা নাকি পাগলের রাজা।

কোন পাগল হাঁ ক'রে ব'সে আছে, আর কাঁদছে। কথা কয় না, ডাকলে উত্তর নাই, সাড়া দেয় না,—ফেল্ ফেল্ ক'রে চেয়ে থাকে। খেতে দিলে খায়, নইলে খাবেই না। পরতে দিলে পরবে, নইলে পরবেই না। তার সঙ্গী নাই, আপন-পর নাই, তার ভেদাভেদ নাই, মান নাই, অপমান নাই; তার ধরণী আসন, বৃক্ষতলে শয়ন। সে ভাবে এ কোথায় এলাম, আবার কোথায় যাব, কোথায় থেকে এসেছি, কার কাছ থেকে এসেছি; সে কে, সে কি, সে কোথায়, কোথায় গেলে—কি করলে তারে পাওয়া যায়? আর কত কি!

কোন পাগল কত কি লিখে লিখে রাখছে। কত কি আবার বিচার ক'রে দেখছে! কখন বলছে 'এই এই উপায়ে জগত হ'ল, এই এই উপায়ে জীব-জন্তু হ'ল। এত জীব, এত জন্তু, এত গাছ, এত পাতা, এত ডাল, এত ছোট ডাল, এত বড় ডাল। এ জগতে এত রেণু এত পরমাণু, এত নক্ষত্র।' কখন বলছে 'সূর্য্যের ওজন এত আর চন্দ্রের ওজন এত, আর পৃথিবীর ওজন এত।' কখন বলছে 'তারা বড় পৃথিবী ছোট,' কখন বলছে 'পৃথিবী বড় তারা ছোট।' কিছুরিই মিমাংসা হয়ে উঠছে না। তবু বিচার করবে, তবু গুণবে, তবু লিখে রাখবে। পাগলামি কাণ্ডই আলাদা।

পাগলদের আবার পাগুলে সভা হয়। সেই দিন দেখি দেশের গণ্য মান্য বড় বড় পাগল, চিত্র বিচিত্র রংয়ের পাগুলে পোষাক প'রে—পাগলের সভায় উপস্থিত হয়। পাগলের নেতা প্রাতঃকালে ঢোল পিটিয়ে পাগল পাড়ায় এই বলে খবর দেন—'আজ অমুক স্থানে, একটী বৃহৎ পাগলের

সভা হইবে, সকল পাগল সেই পাগল-সভায় উপস্থিত হইয়া পাগলামির চূড়ান্ত করিবে।' অনেক পাগল জুটে মতভেদ হয়, শেষে মারপিট পর্য্যন্ত ক'রে ফেলে।

পাগলে পাগলের রাজ্য লয়। পাগলেরা যখন এদের উপর জুলুম টুলুম করে, এরা বলে আর রক্ষা নাই, এ পাগলদের না তাড়াতে-পারলে আমাদের পাগলামি করবার আর কোনই সুবিধা নাই; এরা মহাপাগল।' পাগলেরা কিছুতেই বুঝবে না কে কার রাজ্য লয়,—ক'দিনের জন্যে লয়।

পাগলের আবার পাগলের হাবভাব অনুকরণ করে। পাগলে পাগলের অভিনয় ক'রে অপর পাগলদের দেখায়—যেন সব ঠিক্‌ঠাক্‌। পাগলের জাতিভেদও আছে। পাগলের দলবিদলও আছে।

আহা, যে যেমন পাগল তার তেমন কায! কেউ জাল বুনছে,—মাছ ধরবে, কেউ জাল করছে— কারুর সর্ব্বস্ব হরবে। কারুর লেখা কায, কারুর পড়া কায, কারুর পড়ান কায, কার কত রকম-বেরকমের কায। কারুর হয় কে নয় করা কায, কার নয় কে হয় করা কায। কেউ কত রকমের জিনিষ ক'রে বাজারে বিক্রয় করে। যে যে কায করে, সে সেই কাযের সুখ্যাতি কর্ত্তে কর্ত্তে লাল ফেলে—বলে "আহা এর চেয়ে আর কাযই নাই;—এ রাজা কায!"

পাগল পশু, পাগল জন্তু, পাগল পাখী;—লাল, নীল, সবুজ, জরদা, হলদে;—তরবেতর রংয়ের;—তাজ্জ্যবব্যাপার, তাজ্জ্যব কাণ্ড!—কত রকম রকম! অনন্ত অনন্ত রকম! যে দিকে চাও অনন্ত! অন্তহীন—অনন্ত! অনন্তের পর

অনন্ত!—গাছ,পালা, পশু, পক্ষী, জল, স্থল, রেণু, পরমাণু, সব অনন্ত! সংখ্যাতীত সংখ্যাতীত, সীমা নাই, গোড়া নাই, স্থির নাই, ঠিকানা নাই, কিছু নাই!

জলে অনন্ত, স্থলে অনন্ত, বিশ্ব চরাচরে অনন্ত, অনন্তের পর অনন্ত,—অনন্ত! অনন্ত! অনন্তের গোড়া কোথায়, শেষ কোথায়,—অনন্তই জানে। যার রচনা, যার নিজ হাতের সাজান সেই জানে। কোথায় কি আছে না আছে পাগলে তা খুঁজে বার কর্ত্তে চায়, কি বিকারের ঘোর!

তা কি করবে? পাগলের পাগল প্রাণে কত সাধ যায়; কি করবে! মাথা ঠিক রাখতে পারে না! অনেক দেখে শুনে, পাগল আরো পাগলামি করে।

চুপ ক'রে থাকতে পারে না। না খুঁজলে পাগল প্রাণ কেমন ক'রে উঠে, আর কেউ যদি কোথাও কিছু একটু পায় তবে গগন বিদীর্ণ ক'রে ফেলে!

আহা পাগুলে কীর্ত্তিই আলাদা! সামান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে জ্ঞানের চরম বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে। একটী বৈদ্যুতিক ব্যাপার আবিষ্কার হইলে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করা হইল বলিয়া ধার্য্য করিল; ইহার পরে আর গাঁ নাই, তড়িত সংযোগে সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, সাগর পার হইতে বিনা তারে সংবাদ আসিল, আর ভয় নাই; আবিষ্কারের প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অগ্নেরপোত, বিবিধ রণতরী বাহির হইয়াছে; মানুষ পিপীলিকার পাখা হইয়াছে, আকাশে উড়িতে শিখিয়াছে;—আবিষ্কারের প্রায় শেষ হইয়াছে। এই বার দিনের বেলায় আকাশে কএকটী তারা

দেখিতে পাইলেই আবিষ্কারের সর্ব্বশেষ হয়। পণ্ডিতগণ প্রাণ পণে তাহা চেষ্টা করিতেছেন;—শীঘ্রই আকাশে তারা দেখা দিবে বলিয়া আশা হয়। বৈজ্ঞানিক বলে, কি না হইতে পারে? গর্ভবতীর গর্ভ পাত পর্য্যন্ত হইল! আর চাও কি? পাগলের আজগুবি কথায় প্রাণ যায়! নিজেদের দেহটী যে কি আশ্চর্য্য জিনিষ সে দিকে চাইবে না! চক্ষু, কর্ণ, জ্ঞান, দেহ, স্মৃতি, অহঙ্কার, এর চেয়ে যে আশ্চর্য্য জিনিষ নাই; সে দিকে কখন দেখবে না। সমান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখে আকুল হয়!! হায় হায়!!!

আহা, কি সুন্দর চিড়িয়াখানা, দিব্য সব মজার চিড়িয়া। সকলে নূতন নূতন! কারও সঙ্গে কারও মিল বা সামঞ্জস্য ভাব নাই। সকলেই পৃথক, এক হয়েও কেমন ভিন্ন,—কেমন এক প্রকার পৃথক। প্রায় সব এক রংএর হয়েও তবু কেমন এক প্রকার বিভিন্ন, বাঃ—কেমন যেন মিলেও মিলেনি। হায়! শ্রষ্টার কি অপূর্ব্ব কৌশল!—কি মজার চাতুরীর রচনা! বলিহারি, সাবাস বাহাদুরী! সাবাস ভেলকী! স্তরে স্তরে যাদু, স্তরে স্তরে ইন্দ্রজাল! আহা "ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে"—ঠিক! ঠিক!

তা ক্ষুদ্র জীব পাগল না হয়ে কি করে! কেমন ক'রে এ অনন্ত ব্যাপার বুঝবে; অনন্তের গূঢ় রহস্য কেমন ক'রে ভেদ করবে! সে শক্তি মানবে কোথায়! সবতো তোমার হাতে! মানব সাক্ষী গোপাল, কলের পুতুল; যেমন চালাও তেমনি চলে, যেমন বলাও তেমনি বলে। আর এ অনন্ত ব্যাপার দে'খে কে না পাগল হয়ে থাকতে পারে! কে

পাগল হয়ে না যায়; কার এমন শক্তি! কার এমন ধৈর্য্য, কে এমন বীর আছে? কে এমন মহাপুরুষ আছে যে এ বিষম শক্তি অতিক্রম করে?—

আমার মনে হয় বুঝতে যাওয়াই বাতুলতা। কারণ কিছুই যখন বুঝা যাবে না; মীমাংসার পর মিমাংসা, তর্কের পর তর্ক হয়; আজ যা সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত হ'ল, কাল তা উল্টে গেল! আর কি বুঝবে! কত বুঝবে? একি একটা! আর বুঝতে পারলেত বুঝবে? দশেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, জ্ঞান, ভক্তি, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব;—অপূর্ব্ব হাড়, মাস, মেধ, মজ্জা জড়িত—পঞ্চভূতের রচিত ঘর—ব্রহ্মমন্দিরের কি বুঝিবে?—স্ত্রীলোকের রূপ, পুরুষের সৌন্দর্য্য; রমণীর চমৎকার মনোহারিণী মোহিনীশক্তি;—সে হৃদয়ের কোমলতা, সে হৃদয়ের কাঠিন্য, সে হৃদয়ের দয়া, সে হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা;—একাধারে কাল-শাদা,—হরিহর মূর্ত্তিময় রমণীহৃদয় কি বুঝবে? অনন্ত পৃথিবী, বালুস্তূপ মরুভূমি, সপ্ত সমুদ্র, ফল ফুলে সুশোভিত পরমাসুন্দরী মেদিনী;—বৃক্ষ, লতা, পাতা নদী, হ্রদ, নির্ঝরিণী বনভুমি, শৈলমালা, শৈলমালার পৃষ্ঠে শৈলমালা,—কত কি বুঝবে? চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা; এ বিরাট চৈতন্যরাজ্যের কি বুঝবে? আজ যা ফুল, কাল তা ফল, পরশু তা বীজ; এ বীজময় বিশ্বের কি বুঝবে? আজ যাতে সুখ, কাল তাতে দুঃখ;—সুখ দুঃখেরই বা কি বুঝবে? চৈতন্য বুঝতে গেলে চৈতন্য হারিয়ে যায়!

আমাদের বৈদ্যুতিক আলোই ভাল! সে আলোতে অনেক আলো;—দিনের আলো—আলোয় আলো। বিজ্ঞান

শিক্ষা আরও অনেক লাভ! অনেক নাম হয়, অনেক আয় হয়। আর তার সঙ্গে কামিনীর রূপের ফোয়ারায় ব'সে স্নান করলেও আরাম! আহা বেশ আরাম!

ঠিক!—কামিনীকাঞ্চনই আমাদের মুক্তির উপায়, আহা! বেশ উপায়! যেন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ;—সে সঙ্গমে মাহেন্দ্র ক্ষণে ডুব দিলে—সাগর-সঙ্গম মিলে; তাই বুঝি সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের জন্যে এবম্বিধ দুটী নদী সৃষ্টি করিয়া আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঠিক ঠিক তাই হবে! তবে আর কেন! ডুব দাও, ডুব দাও, সকলে মিলে ডুব দাও! ঐ লগ্নভ্রষ্ট হয়—শীঘ্র ডুব দাও! তিল বিলম্ব করিও না! যদি মুক্তি চাও তবে অচিরে ডুব দাও!

ভাল কথা! আমি কি বলতে ছিলাম ভুলিয়া গেলাম। হ্যাঁ, আমি আর একবার ঘুমাব! সেই রকম সোণার ঘুম আমি আর একবার ঘুমাব।

আহা তা'রা কেমন গানটী গাইতেছিল! বেশ গানটী। কি কি, আহা ভুলে গেলাম। কি গানটী ভাল! একটু শুন্‌তে শুন্‌তে অচেতন হ'য়ে পড়লেম;—তন্দ্রায় গাঢ় ঘোর বেঁধে এল—আর শুনা হ'ল না! আহা স্বর্গের লোকের মুখে স্বর্গের গান;—স্বর্গের সুর কি মিষ্ট! গানটীর যদি একটুও মনে থাকতো তো বেশ হ'তো! ভোলা মন সব ভুলে যাই। গানটী কিন্তু বিরহের! তারা প্রেমিক কি না! প্রেমিকেরা বিরহের গানই ভালবাসে,—প্রেমে বিরহই ভাল—তাই বুঝি তারা বিরহই গায়। আহা, কি কি! কি ভাল গাইলে! যেন কে কা'রে কোথায় কোথায় যে'তে ব'ল্লে—পালিয়ে যাও, যদি তোমার মরমে মরমে মরিলে

কষ্ট হয়, তবে আর কারুর দিকে চেও না—একেবারে কোথায় চলে যাও। আহা কি গান! হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি, বাজসম সখা বুকে বাজিবে, যদি যে'তে যে'তে ফিরে চাও; ঠিক, ঠিক!

একি? উঃ সর্ব্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল; আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল যে,—একি হল! এ গানতো আমার পক্ষে ভাল নয়! প্রাণে প্রমাদ বাঁধল যে! ওহো! বুঝি তারা যাদুকর!—

ঠিক, ঠিক! এখন বুঝলাম তা'রা নিশ্চয় যাদুকর, ঘোর যাদুকর! আমায় ভুলিয়ে নিতে এসেছিল; কি ভয়ানক! এ রাজ্যে একটু ঘুমিয়েও সুখ নাই! ঘুমুলেও লোক লোককে বিপদে ফেলে! আমি কোথায় যাব? আমার যে জ্বালার উপর জ্বালা হ'ল! এখানে দেখছি সব যাদুকর! ঘরে বাইরে যাদু, আগাগোড়া যাদু, সব যাদুর দৃশ্য, যাদুর খেলা;—একি,—শেষে যাদুর-রাজ্যে এসে পড়লুম! কারে জিজ্ঞাসা করব, কা'রে এ কথা বলব? ও হরি কারেই বা বলব। যা'রে বলব সেই যাদুকর, সেই ঠকিয়ে যা'বে।

না, না! আমারই বোধ করি বোঝবার ভুল! আমি ভাল বুঝতে পারিনি। সত্য কি তা'রা প্রতারক,—আমাকে ঠকাতে এসেছিল? না না, আমার তেমন বিশ্বাস হয় না! তা'রা যে লোকের সঙ্গে প্রতারণা করবে তা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। তা'রা কেমন সুন্দর, তাদের কেমন সব পোষাক; তা'দের সব কেমন হাব ভাব—কেমন হাসি, কেমন সুন্দর চাউনি; আহা, তাদের হাত-পা যেন মোমে গড়া, মুখ সব যেন মোমের ছাঁচে তোলা,—যেন তাদের কে সাজিয়ে-গুজিয়ে দাঁড় করিয়ে

রেখেছে। ঠিক্! নিশ্চয় তারা স্বর্গের। আমার সব ভুল হয়েছে, আমি বুঝতে পারি না।

আহা, তারা প্রেমিক! প্রেমে নাচে, হাসে, গায়, তারা আপন প্রেমে—প্রেমের খেলা খেলে বেড়ায়। তা'রা স্বর্গের দূত,—স্বর্গের খবর দিয়ে বেড়ায়। লোক ঘুমুলেও কাণে স্বর্গের গান বলে, স্বর্গের কথা কয়—স্বর্গের খবর দিয়ে যায়।

আমি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম—তা'দের যেন ঘুম পাড়ানে গান, একটু শুনতে না শুনতে অগাধ ঘোর বেঁধে এল—ঘুমে আমি অচেতন হয়ে পড়লুম। আহা, না জানি তারা আর কত গেয়ে ছিল! না ঘুমুলে বেশ শোনা হ'তো;—পোড়া ঘুমেই আমার সব নষ্ট করলে।

আচ্ছা, তারা যে গাইলে, "বাজ সম সখা বুকে বাজিবে সে চাউনির। ফিরে চাইলে বাজের সমান বাজবে।" এর মানে কি, আমিত বুঝতে পারলুম না! কা'র বুকে বাজবে, কেন বাজবে? ফিরে চাইলে বাজের সমান বাজবে? উঃ! কা'র দিকে ফিরে চাইলে, বাজের সমান বাজবে? সংসার? সংসারের দিকে ফিরে চাইলে বাজ সমান বুকে বাজবে? নানা!—কেন সংসারত বেশ সুন্দর! যেন হাসি-খেলার ঘরকন্না,—এত বেশ! কেমন চারিদিকে আনন্দ কল্লোল। ছেলেয় ছেলেয় হাসি-খেলা করছে, মেয়েতে মেয়েতে হাসি-খেলা করছে; ছেলেতে মেয়েতে হাসি-খেলা করছে। ছেলে মেয়ের সঙ্গে ধূলো মাখছে, মেয়ে ছেলের সঙ্গে ধূলো মাখছে; দু'হাত তুলে নাচছে। ছেলে বুড়ো সকলেই হাসছে খেলছে, কৈ! কারুরেতো তেমন নিরানন্দ দেখি না? এতো বেশ খেলাঘর! কেমন সব যুবক যুবতীর

সঙ্গে হাসছে, গান গাইছে; কত প্রেমের খেলা খেলছে; কেমন সব এক ডালিতে ফুল তোলে, এক সূতোয় মালা গাঁথে,—আদর ক'রে কত সোহাগ ভরে, কত সলাজ-কৃতজ্ঞতার সঙ্গে—এ ওর গলায় মালা দেয়, ও ওর গলায় মালা দেয়; এ বেশ খেলাত! ঐ দেখ;—কোন নাগর প্রণয়ের প্রথম উদ্যম সামলাতে পারে নাই;—তাই সে নাগরীকে প্রাণভরে ভালবেসে ফেলেছে; নাগরীও নাগরকে প্রাণভরে ভালবেসে ফেলেছে; দুজনে একমত হয়ে. এ ওর কাছে, ও ওর কাছে বিক্রীত হয়েছে; চিরদিনের জন্যে বিক্রীত হয়েছে। এও ওরে বিনামূল্যে কিনেছে, ওও ওরে বিনামুল্যে কিনেছে; আহা, সংসার বেশত!

ফের, ঐ দেখ! একখানি ভাস্করখোদিত কনকপ্রতিমা, আলুথালু ভাবে প্রণয়ীর হাত ধ'রে বকুলের ছায়ায় এসে ব'সল। বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি,—জ্যোৎস্নায় তাপ অধিক ব'লে;—ওদের কোমল প্রাণে চাঁদের কিরণও সহ্য হয় না,—তাই ওরা বকুলের ছায়ায় গিয়ে ব'সল। আহা, কি ঢল ঢল ভাব! এ ওতে মিশে গিয়েছে, ও ওতে মিশে গিয়েছে,—দু'জনে মিশে এক হ'য়ে গেছে! ওরা সংসারে আর কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না; তাই দুটিতে নির্জ্জন তটিনীর তীরে বকুলের মূলে এ'সে বসল। প্রণয়ীর চেয়ে প্রণয়িনী যেন আরও গ'লে গেছে! এলাইত কুন্তলা, ভাব বিভোরা—আত্মহারা-প্রণয়িণী, উন্মাদনয়নে প্রণয়ীর মুখপানে চেয়ে আছে; কি যেন দেখছে, কি অবাক্ হ'য়ে দেখছে;—দেখে কিছুতেই সাধ মিটছে না,—অনিমেষে চেয়ে আছে;—বুঝি যুগযুগান্তর এ ভাবে দেখলে

তা'র সাধ মিটে না। প্রণয়ী নিরব গম্ভীর, স্পন্দহীন,--নিশ্বাস বহিছে কি বহিছে না; যেন পটে আঁকা ছবির মত চিত্র দুটি চাওয়া চাওয়ি ক'রে স্থির হয়েগেছে। আহা, সে চাউনি কত উজ্জ্বল, কত মনোরম, কত স্নিগ্ধ, কত হৃদয় মুগ্ধকারী তা' কে বলবে! বুঝি সে সৌন্দর্য্য বাসন্তী রঙে নাই, সে সৌন্দর্য্য চাঁদে নাই, অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে নাই, নির্জ্জন তটিনী সৈকতে নাই, মাধবীলতায় নাই, যুবতীর চঞ্চল নয়নে নাই, যুবকের সরল অধরে নাই, ভ্রমরের চটুল-গতিতে নাই, শিশুর হাসিতে নাই, নববধূর সরম জড়িত মুখখানিতেও নাই; সে সৌন্দর্য্য নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে নাই, বসন্তের প্রাতঃকালও তত সুন্দর নয়, গ্রীষ্মের সায়াহ্নও সে সৌন্দর্য্যের কাছে লাজ পায়। সংসারের ছবিত অতি সুন্দর! এতো বেশ মজার!

তবে কা'র দিকে চাইলে বুকে বাজ সম বাজবে? সংসারের মুখ তো অতি সুন্দর,—যেন ছবির হাসিখানির মত হাসছে! সংসার সরোবরে নরনারী যেন পদ্মের মত ফু'টে—আপন সোহাগে হাসছে, খেলছে,—কত গলাগলি ভাব! তারা বলে কি এই সংসারের দিকে চাইলে বুকে বাজ সম বাজবে? মিথ্যা কথা;—তারা জানে না!

সংসার সুখের আলয়, সংসার আনন্দের রঙ্গভূমি! কোন অভাব নাই, অভিযোগ নাই; প্রকৃতির এ ভবনে দশহাতে খয়রাৎ হচ্ছে—সদাব্রত! দলে দলে অতিথি আসে; কেহ বিমুখ হয় না! যে যা' চায়, সে তাই পায়;—বরং তার চেয়ে অনেক বেশি পায়।

ঐ দেখ, অর্থের উপর অর্থ, রাশি রাশি অর্থ—অর্থস্তূপ হয়ে

গেছে। সুখের উপরে সুখ বর্ষণ হচ্ছে—সুখের ফোয়ারা খোলা—শত ধারে সুখের নদী ছুটেছে। আনন্দভূমে আনন্দ ফ'লে রয়েছে, যে যত পারছে তুলে নিচ্ছে, মেওয়াফল! কেউ মানা করবার নাই। ঠিক ঠিক!

তবে আর কেন! আমরা তো সব অতিথি! সব খাও দাও, হাস, খেল, নাচ,গাও,—খালি আনন্দ কর! আনন্দ কর্ত্তে এসেছ, আনন্দ কর। ঠিক্! এখানে আনন্দ কর্ত্তেই আসা।

বেশ, হতাশ নাই, আক্ষেপ নাই, বিলাপ নাই, বজ্র নাই,—সব আনন্দ কর! যার যাতে আনন্দ সে তাইতে আনন্দ কর! খেয়ে প'রে, নেচে, গেয়ে,—আনন্দ করে লও! এখানে আমরা আনন্দ কর্ত্তে এসেছি।

এমন সুযোগ ছেড়না! ঐ দেখ, সকলে আনন্দে মগ্ন। কেউ হেলছে, দুলছে, টলছে, চলছে,—কেউ আনন্দে মাতাল হয়ে প'ড়ে গেছে; আবার উঠে আনন্দ করবে ব'লে' উঠ্তে চেষ্টা করছে—পারছেনা, একটু উঠতে পারলে আবার সে আনন্দ করে। এ আনন্দ যোগ ছেড়না! সব আনন্দ কর; তোমার ছেলে বুকে করে আনন্দ, তুমি তাই কর। আমার গান গেয়ে আনন্দ, আমি গান গাই। সে ওর মুখ চেয়ে আনন্দ পায়, সে তার মুখ চেয়ে থাকুক। তোমার কোলে সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আনন্দ পায়; তুমি তা'রে কোল পেতে দাও,—সে একটু ঘুমুক! এ আনন্দের রাজ্য,—কা'র আনন্দে বাধা দিওনা,—কা'র আনন্দে প্রতিবন্ধক দিওনা। এ আনন্দ-ভবনে কেউ বিবাদ ক'রনা, কারুকে হতাশ ক'রনা, কারুকে প্রাণে মেরনা, কারুর বাড়াভাতে ছাই দিওনা। অকপট চিত্তে, সরল বালক-

হৃদয়ে আনন্দ ক'রে লও,—বড় আনন্দ পাবে। সর্ব্বদা মনে রেখো এখানে আনন্দ কর্ত্তে এসেছ, আনন্দালয়ে আনন্দে কাল কাটাও!

তোমার ঐ জিনিষটী পেলে, তার আনন্দ হয়; তুমি আর কাল বিলম্ব ক'রনা;—সত্বর তাকে তোমার ঐ জিনিষটী দান কর, তার আনন্দে ব্যাঘাত হচ্ছে। কিম্বা তোমার সর্ব্বস্ব না দিলে তার আনন্দ হয় না! তা'তে কি? তুম ত্বরায় তোমার সর্ব্বস্ব দান কর। তোমার সর্ব্বস্ব আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। তুমি কারও কথা শুন'না,—তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করাই কর্ত্তব্য—তুমি তাহার আনন্দ বর্দ্ধন কর! তাহার আনন্দে তোমার জীবন দান করিতেও কাতর হ'য়োনা! পরের তরে প্রাণ দেওয়াই মানবত্ব।

হয়তো তুমি বলবে "আমার সর্ব্বস্ব তা'রে দেবো—এ কি কথা!" আমি বলি দিতে কোন দোষ নাই! আর তুমি যাহা তোমার সর্ব্বস্ব ভাব,—সে সব কিছুই তোমার নয়;—সে সব আর এক জনের, যে কোথায় থাকে, কোথায় থেকে সকলের সর্ব্বস্বের খবর রাখে; যে লুকিয়ে লুকিয়ে জিম্মা রাখবার জন্যে সকলকে সর্ব্বস্ব দেয়; সর্ব্বস্ব তারই! তোমার নয়!

ভাল মানলাম তোমার সর্ব্বস্ব! কিন্তু ভাই সর্ব্বস্ব ভোগ কর্ত্তে পার কৈ? ফিরে যাবার সময় সর্ব্বস্ব ফেলে যাও কেন? তোমার সর্ব্বস্ব তখন সঙ্গে নিলে তো ভাল হয়!

আর তোমার সর্ব্বস্বে কি তার কিছুই অধিকার নাই? কেন নাই? আমাকে বুঝাতে পার! কেন নাই? তুমি যে অর্থ-রাশির অধিকারী—তা' কে তোমায় দিয়েছে? কা'র কাছ হ'তে

পেয়েছ? তুমি তোমার ব'লে যে জমীর উপরে অট্টালিকা হাঁক্‌রেছ সে জমী কার? তুমি যদিও উচ্চ পাঁচীল দিয়ে ঘিরেছ বটে, কিন্তু ঘিরে নিলে কি হয়! সে জমীও তোমার নয়—বাটীও তোমার নয়! সে সমস্তই আমাদের প্রভুর। প্রভু যেমন সকলের, তেমনি প্রভুর জিনিষও সকলের; আমরা তাঁর সন্তান;—পৈতৃক জিনিষে আমাদের সকলের সমান অধিকার। প্রাণ দিয়ে ভাইয়ের আনন্দবৰ্দ্ধন করাই কৰ্ত্তব্য। আমরা সব ভাই ভাই, তুমি ভাইয়ের জন্যে কেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবে না?

তুমিও যার সেও তার। তোমার অর্থে তোমার যেমন অধিকার তারও ঠিক সমান অধিকার। তুমি না দাও সে আলাদা কথা! আর একটি বিষয় চিন্তা ক'রে দেখ; তুমিও যার দেখতা, সেও তার দেখতা। তুমিও যার রাজ্যে বাস কর সেও তার রাজ্যে বাস করে। তুমিও যে মাটীর প্রস্তুত সেও সেই মাটীর প্রস্তুত!—এক উপকরণের-এক হাতের—এক কারিগরের গঠন। তার সঙ্গে তোমার কত নিকট সম্বন্ধ বল দেখি।

হয়তো তুমি বলবে তুমি রূপবান আর সে কাল;—হ'তে পারে সে কাল, তুমি তদপেক্ষা শতগুণে সুশ্রী; সে তোমার একটি কড়েআঙ্গুলের যোগ্যও নয়; তা হউক রক্ত প্রভেদ নয়!—তোমার ধমনীতে যে রংএর রক্ত, তার ধমনীতেও সেই রংএর রক্ত—এক রক্ত!—কোনই প্রভেদ নাই। হায়, ঐ টুকুই সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল, ঐ টুকুই মারপেঁচ—আর ঐ টুকু বুঝাই মনুষ্যত্ব। তুমি ঐ মনুষ্যত্ব টুকু খোঁজ না কেন?

ব'লছিলাম কি, তুমি মানুষ হয়ে মনুষত্ব চিন্‌বে না? মনুষত্ব খুঁজবে না? মনুষত্ব বুঝবে না? আমার আমার বলিয়া উন্মত্ত

থাকবে ? অপরের দুঃখ বুঝিবে না ? অনিত্য সর্ব্বস্ব আগলাইয়া বেড়াইবে ? তবে তুমি কিসের মানুষ ? তোমার কিসের রূপ ? কিসের গুণ ? তোমার স্বভাবের সঙ্গে সাপের সঙ্গে কেন না তুলনা করা হইবে ? ঠিক্‌তো !

সাপের ফণা আছে, তোমারও ফণা আছে। সাপ বিনা দোষে দংশন করে—তুমিও বিনা দোষে দংশন কর ; লঘু পাপে গুরু দণ্ড দাও।

বুকে হাত দিয়ে বল দেখি ! তোমার বাড়ীতে চোর ধরা পড়লে, তার কি অবস্থা না কর ! আর শুধু কি তুমি ! তুমি, তোমার আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, পাড়ারলোক পর্য্যন্ত ডেকে তার সাজা কর,—কত তা'রে মার—মার খাওয়াও ? শেষ পুলিশে পর্য্যন্ত দাও। তখন তার মুখের দিকে চাও কি ? তার চক্ষের জলে তোমার পাষাণ প্রাণ গলে কি ? তখন তার দুঃখ বোঝো কি ? তার অবস্থার সঙ্গে তখন তোমার মন মিলিয়ে দেখ কি ? তোমার যদি সেই অবস্থা হয়, আর লোকে যদি তোমার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করে, তোমার মনের তখন কি অবস্থা হ'তো ভেবে দেখ কি ? হয়ত তুমি বলবে, "আমি ধনবান আমার ও অবস্থা কেন হ'তে যাবে ?" "আমরা বলি ভাই ! সে গুমর ক'রোনা,—গর্ব্ব করলে, প'ড়ে যায় ! সে চক্রীর চক্রে পড়লে সব হয়। সম্রাট দুর্য্যোধনও বিরাট রাজার গরু চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলেন,—তাঁর কি অভাব ? ভীষ্ম-দ্রোণের মত লোকও সে চোরের পার্শ্বচর;—কেন, তাঁরা তো মহাজ্ঞানী ! তাই বলি তুমি আমি কে—কোন্ ছার ! কোন কাযে গর্ব্ব ক'রনা, বড়াই ক'রনা—প'ড়ে যা'বে !

আমরা বিশেষ জানি, তুমি কিছুতেই লোভ সম্বরণ করিতে পার না। যদি বল পারি, তা হ'লে বুঝ্‌ব তুমি মিথ্যা কথা বলছো। তোমার সে উচ্চতা নাই, তা' হলে তুমি সে চোরের শাসন কর্ত্তে না; বরং তার সহায়তা কর্ত্তে—গোপনে আরও অর্থ দিয়ে, তারে গোপনে গোপনে বিদায় দিতে। এখানে চোর অপেক্ষা তোমার নীচত্ব অধিক।

আর বোধ করি, চোর নাই বলিয়া—পেটের দায়ে চুরি করে। আর তুমি হয়ত থাকিতেও চুরি করো। তবে সে নয় সিঁধেল আর তুমি নয় গাড়ী চড়া; তোমায় তাতে এইটুকু প্রভেদ হতে পারে।

চোর অপেক্ষা তোমার উচ্চতা যে অধিক এ কথা আর আমরা স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নহি। হয়তো চোর তাহার প্রতিবাসীকে বিনা সুদে টাকা ধার দেয়; আর তুমি তোমার প্রতিবাসীকে টাকা ধার দিয়ে সুদ লও সুদের সুদ লও, সুদে আসল ক'রে তস্য সুদ লও। তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক কর, তার ভিটে বাটীখানিও নিলাম করিয়া লও। হয়ত তা'র ভদ্রাসনটুকু নে'বার জন্যেই তোমার টাকা ধার দেওয়া। তার বাটী তোমার বাটীর খোলতাই নষ্ট ক'রছিল; মনে মনে তাই বাটী খানির উপর বিশেষ রোক ছিল, হঠাৎ সে বিপদাপন্ন হওয়ায়, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল—তুমি উপযাচক হইয়া তাকে টাকা ধার দিলে;—আখেরে তার বাটী খানি লইতে পারিবে হিসাব করিয়া। আহা তোমার উপমা নাই!

হায় তুমি ভদ্র, সে অভদ্র! সে তার ভাই গুলিকে প্রাণের

সমান দেখে, আর তুমি তোমার ভাইগুলিকে বিষ-নয়নে দেখ; কারণ ভাই তোমার পৈতৃক সম্পত্তির ভাগীদার। তোমার ভাই ফৌজদারীর আসামী হ'য়ে জেলে যায় শুনে, তুমি ভ্রূকুটি ক'রে বল্লে—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল!" আর তা'র ভাইয়ের পায়ে একটী কাঁটা ফুটলে সে সাত দেশ এক করে।

হায়, সে নীচ আর তুমি উচ্চ! সে নিজ জননীকে আরাধ্যা জ্ঞানে বুকের রক্ত দিয়া পূজা করে;—আর তুমি হয়তো মাকে মা ব'লেও ডাক না—মাকে বাটীর আবর্জ্জনা জ্ঞান কর।

সে অশিক্ষিত—আর তুমি শিক্ষিত! তোমার মন জাল জুয়াচুরিতে ব্যয় হ'চ্ছে, তুমি হয়কে নয় কর্ত্তে নয়কে হয় কর্ত্তে কত তৎপর কিন্তু সে একটি মিথ্যা কথা কইতে ভয় পায়। তার সময় চ'লে গেল বলে আকুল, আর তুমি সেই সময় বিক্রয় কর। তুমি শত শত পাপ অনায়াসে হজম করিয়া ফেল, সে সামান্য পাপের আঁচে কত ব্যাকুল হইয়া যায় সে যত সরল, তুমি তত কপট। সে পরস্ত্রী মার সমান জ্ঞান করে, আর তুমি পরস্ত্রী দেখলে পশু ভাবে চাও। তুমি চোর অপেক্ষা হেয়।

ভাই চোর! তুমি চুরি করিয়াছ, বেশ করিয়াছ! তুমি চুরি কর, আরো চুরি কর, তোমার সাধ মিটিয়ে চুরি কর; কেন চুরি করবে না! এ পৃথিবীর সব জিনিষ আমার প্রভুর। তুমি কোন ভয় ক'রনা, তুমি আবশ্যক মত লও। যখন যে বাড়ীতে ইচ্ছে চুরি ক'রতে পার। পাঁচ বাড়ীতে পাঁচবার

চুরি করতে করতে একদিন কোন তুলসীদাসের ঘরে চুরি কর্ত্তে যাবে,—সেইদিন তোমার রামদর্শন হবে ;—সেই দিন তোমার চুরি করা সার্থক হবে। এ পৃথিবী আমার প্রভুর। যারা পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষ আটকে পিটকে রেখেছে তারা চৌকিদার মাত্র,—শুধু খবরদারি করছে। কিন্তু হায়, তারাও বিশ্বাসঘাতক! তারাও চোর!—গচ্ছিত-ধন হরণ করছে। প্রভুর অর্থ প্রভুর কাযে ব্যয় না ক'রে, কেউ মদ-মাতালে হয়ে উড়াচ্ছে, কেউ মোকদ্দমা করছে, কেউ কত অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের নাম কিনছে ;—যে নাম চিতার আগুনে পুড়ে যাবে—চিতার সঙ্গে সঙ্গে যে নাম নিবে যাবে। কেউ নিজের বাবুগিরিতে এক টাকার স্থলে হাজার টাকা খরচ ক'রছে। তুমি তদপেক্ষা অধিক অন্যায় করনা, আমরা তাহা বিশেষ জানি।

তুমি চুরি কর, কিন্তু ভাই কা'র বুকে ছুরি দিওনা। তবে যদি একান্ত না পেরে উঠো, তবে আর কি করবে! সবই প্রভুর ইচ্ছা।

হ্যাঁ ভাল কথা যা বলছিলাম, কে ব'লে সংসারের দিকে চাইলে বুকে বাজের সমান বাজবে? তা'রা স্বর্গের দূত হয়ে এমন কাঁচা কথাটা বলে গেল! না, না, নিশ্চয় তাদের কুঅভিসন্ধি ছিল! আমাকে ভাঙ্গিয়ে নিতে এসে ছিল ;—কোথায় নে'যেত। গান গেয়ে ফোসলাচ্ছিল! তা না হ'লে তা'রা অত সুন্দর কেন? তা'দের অত ভড়ং কেন? নিশ্চয় আমাকে ভোলাতে এসে ছিল। তা' না হ'লে ব্যবসাদারদের মত অত সেজেগুজে আসত না। অমন প্রাণ চুরি করা গানও গাইত

না। উঃ, তারা কি যাদুই জানে! একটা গান গেয়েই আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেল্‌লে; একেবারে যাদুক'রে ফেললে! আমায় যেন কেড়ে নিলে।

নিশ্চয় তাদের মনভোলান ব্যবসা! না হ'লে তাদের কথা, তা'দের গান, অত মিষ্ট কেন! তাদের বুকে, মুখে, অত কোমলতা কেন! তারা নির্জ্জনে আমার কাছে এল কেন! নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে এসে ছিল।

উঃ! যদি আমি ভুলে যেতুম তবে আমার কি হ'তো! তাদের চাতুরীতে না জানি কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি কেমন ঘুমুচ্ছিলুম, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দে'গেল। এখন চোখে সে ঘুমের ঘোর লেগে রয়েছে। স্বর্গের লোকও শয়তানী জানে? সে আকাশেও পাপ-বিজলী? না কা'রেও বিশ্বাস নাই! তা' যা'ক, আমার আর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কায নাই! এখন একটু ঘুমোন যা'ক। আর তোমরাও সব ঘুমোও! ভাল ক'রে সব ঘুমোও!—পাতা গাছের উপর ঘুমুক, লতা গাছকে জড়িয়ে ঘুমুক, ঝরাফুল পাতা বিছিয়ে তলায় ঘুমুক, ফুটন্ত ফুল গাছের উপরে ঘুমুক, চকোর চাঁদের কিরণ পেতে শুক! ফুলের কাছে ভ্রমর ঘুমুক, ফুলের অলি ফুলের উপর ঘুমুক, দিন রাতের কোলে ঘুমুক, তারারা আকাশের গায়ে ঘুমুক! জ্যোৎস্নার বুকে অন্ধকার ঘুমুক, অন্ধকারের বুকে জ্যোৎস্না ঘুমুক, তটিনী সৈকতের পাশে ঘুমুক, পর্ব্বত নদী কোলে ক'রে ঘুমুক, সাগরের জল নীলাকাশ চেয়ে ঘুমুক, নীলাকাশ আমাদের চেয়ে ঘুমুক! চাঁদ জগত চেয়ে

ঘুমুক, জগত চাঁদ চেয়ে ঘুমুক! বনভূমি গাছ-পালা বুকে নিয়ে ঘুমুক, গাছ-পালা নির্জ্জনের কোলে ঘুমুক! রাত্রি দিনের কোলে, দিন মাসের কোলে, মাস বৎসরের কোলে, বৎসর যুগ যুগান্তরের কোলে ঘুমুক!

কেউ কা'রে ডেকনা, তুলনা, সাধের ঘুম ভাঙ্গিওনা, কাঁচা ঘুমে জাগিও না! কাঁচা ঘুমে জাগালে বড় কষ্ট হয়; আমি জানি। যে যেখানে আছে সব ঘুমুক। তুমি ঘুমোও, আমি ঘুমুই, জগৎ ঘুমুক, ঘুমুন্তকে তুলতে নাই—মহাপাপ হয়! কেউ কোথায় ঘুমুচ্ছে দেখলে পা টিপে চ'লে যেও;—গান গেওনা, কথা কওনা, শব্দ ক'রনা,—সাড়া দিওনা—চুপি চুপি চ'লে যে'ও—চেওনা!—

যার যেখানে ঘুম হয়—সে সেখানে ঘুমোও! তুমি রাজ-পুত্র,—তোমার যদি গাছ তলায় ঘুমাতে ইচ্ছে হয়, তুমি গাছ তলায় ঘুমোও। আমি ভিখারী—রাস্তায় ঘুমাব। আর এক জন তোমার বিছানায় ঘুমুতে গেলে তুলে দিওনা! সে বিছানায় শুলে তা'র ভাল ঘুম হয়, তাকে তুলে দিওনা;—যত্ন ক'রে বরং ভাল বিছানা পেতে দিও, মিষ্টি কথা ব'লে তোমার বিছানায় শু'ইও। কারে কিছু ব'লনা, যা'র যেখানে ঘুম হয় ঘুমুক। তোমার বিছানায় শুয়ে সে যদি সোণার ঘুম ঘুমোয়, তুমি তুলে দিয়ে কেন তা'র প্রাণে ব্যথা দেবে? তুমি প্রেমিক, প্রাণে ব্যথা দেওয়া তোমার কায নয়! কারও প্রাণে ব্যথা দিতে নাই! ভাই, কারও প্রাণে ব্যথা দিওনা!

তুমিও ঘুমোও, সেত ঘুমুক, জগৎ শুদ্ধ ঘুমুক,—ঘুম ভাঙ্গলে কে কা'র! তাই বলছিলেম, ঘুমুতে এসে বিবাদ

কেন? তোমার ঘুম হবেনা, কোলাহলে আর পাঁচ জন কাঁচা ঘুমে উঠবে; তাদে'র ঘুম নষ্ট হবে! তায় কায কি? এস্থলে উপেক্ষাই মঙ্গল—স্বার্থ ত্যাগেই শান্তি!

তাই বলছিলাম এখানে ঘুমুতে এসে বিবাদে কায কি? সব ঘুমোও! ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে ঘুমিয়ে লও, আশ মিটিয়ে ঘুমিয়ে লও, বুক পুরে ঘুমিয়ে লও, যে যত পার সাধের ঘুম ঘুমিয়ে লও!—ভাই ভাইয়ের পাশে ঘুমুক, বোন বোনের পাশে ঘুমুক;—ভাই বোন পাশা পাশি ঘুমুক। বাপের পাশে মা ঘুমুক;—মায়ের পাশে ছেলেরা ঘুমুক, সতীর বুকে পতি ঘুমুক, যুবার বুকে যুবতী ঘুমুক। তোমার পাশে আমি ঘুমুই, তুমি আমার পাশে ঘুমোও—ভাল ক'রে ঘুমোও!—ঘুম ভাঙ্গিলে কে কা'র!

ঐ দেখ! কেমন সব ঘুমুচ্ছে, বেশ ঘুমুচ্ছে। ওদের আর কিছুই মনে নাই। ওরা একেবারে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ওরা জেগে যা'বার ভয়ে, এই আঁধারে নিরিবিলিতে এসে ঘুমুচ্ছে;—পাছে কেউ জাগায় ব'লে নির্জ্জন অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। ওরা অন্ধকারে ঘুমায় এই ইচ্ছে। ওরা আঁধারে আঁধারে চ'লে এসেছে; ওরা আঁধারে আঁধারে ঘুমিয়ে যাবে। ওদের সাধের ঘুম ভাঙ্গালে কত ক্ষতি হয় বল দেখি?

আহা, কেন এ ঘুম? কেন এত ঘোর? তন্দ্রার উপর তন্দ্রা! ঘোরের উপর ঘোর! ঘুমের উপর ঘুম! গাঢ় নিদ্রা! ঘুম ভেঙ্গে গেলেও ঘোর, তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলেও চমক্! ঘুম ভেঙ্গেও ভাঙ্গেনা! উঠেছো উঠে বসেছো তবুও ঘুম! সেই ঢুলুঢুলু ভাব! ঢ'লে প'ড়ছো, চোখে আরও ঘুম জড়িয়ে

আসছে! আবার শোও!—আবার সেই কাল ঘুম! উঃ এত ঘুম! তবু আবার ঘুম কেন! ঘুমিয়ে আশ মিটেনা কেন? কি ঘুম! কি ঘুম! উঃ কি ঘুম!

না, না, ঘুম ভাল, ঘুম বেশ! ঘুমালে সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, তবে দুঃস্বপ্নে বড় জ্বালাতন করে;—তা'দের জ্বালায় আর ঘুমাতে ইচ্ছে করেনা; তা'হোক সব ঘুমোও! ঘুম ভাল! দুঃস্বপ্ন ব'লে ঘুমাবো না? সে কি! আহা, এমন নিদ্রায় যদি দুঃস্বপ্ন না থাকতো, আহা, তবে না জানি কি মজার ঘুমই ঘুমান যেতো! কিন্তু তা হবার যো নাই। সুখ, শোক, পাশাপাশি। হাসির পাশেই কান্না, কান্নার পাশেই হাসি। গ্রীষ্মের পাশেই শীত, শীতের পাশেই গ্রীষ্ম। দেহের পাশেই ব্যাধি। প্রণয়ের পাশেই বিরহ। শান্তির পাশেই অশান্তি। একের পাশেই দুই। সকলে যেন জোড় মিলিয়ে ব'সে আছে। কি মজা!—

আহা, আমার কিন্তু থেকে থেকে সেই স্বপ্নের গানটী মনে পড়ছে। তারা কিন্তু বেশ গেয়েছিল, তাদের সুন্দর সুর—যেমন গান, তেমনি সুর! আহা!—

আমার বোধ হচ্ছে যেন, তারা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে গাইছিল, আর মানা ক'ত্তেছিল;—ব'লে দিল, যেন "এ কাল ঘুম, এ কাল ঘুমের শেষ নাই;—এমন অচেতন হয়ে ঘুমুলে সর্ব্বনাশ হয়। ঘুমিয়ে ফল নাই, আশ মেটে না, যত ঘুমুবে তত ঘুমুতে ইচ্ছে হবে;—মরে যাবে তবু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গবেনা!" এই রকম যেন কি কি বলছিল।

তা সত্য, কিছুতেই তৃপ্তি নাই। চারি দিকে কেবল অশান্তির

দাবানল জ্বালা। যারে দেখে আমার সুখ, ত'ার দেখা নাই; সে কোথায়, কোথায়, আমার প্রাণ যায় তবুও সে দেখা দিবে না। সে কেবল আমারে কাঁদায়, লুকোচুরি খেলে বেড়ায়।

কেন এমন অশান্তি! এ সুন্দর ঘুমে কেন এমন দুঃস্বপ্ন? সুখের কাছেই কেন এমন চোখের জল? প্রণয়ের পাশে কেন এমন দীর্ঘনিশ্বাস? ভালবাসার বুকে কেন এমন বেদনা? চাঁদের পাশে কেন এমন মেঘ? সুন্দর জগত, কেন এমন জটিলতা? সোহাগের পাশেই অযত্ন! সরল অধরে দংশনের ভয়! ফুলধনু'পরে বাণ যোজনা! চাঁদ মুখে কালিমা! জগত ব্যাপারে কেন এমন কুটিলতা পূর্ণ? সৌন্দর্য্যের ভিতর কঠোরতার ছুরি! মলয় পর্ব্বতে কাল বিষধরী!

ওহো! তাই বুঝি আমায় স্বর্গীয় দূতেরা মানা করতে ছিল,—ওদিকে যেওনা;—বুকে বাজবে! ঠিক্ ঠিক্, তা'রাতো ঠিক বলেছে! তা'রা আমার আত্মীয়;—আমায় সাবধান করবার জন্যে, আমার উপকার করবার জন্যে এসেছিল। আমি না জেনে তাদের কাছে অপরাধী হয়েছি, তা'দের কটু বলে অন্যায় করেছি।

ভাই স্বর্গীয় দূতগণ! তোমরা আমায় ক্ষমা কর! আমি না জেনে, না বুঝে তোমাদের কাছে অপরাধী হয়েছি। তোমাদের কতই অসৎকার করেছি।

দেখ ভাই! এ সংসার যাদুঘর;—চারিদিকে ধাঁধাবাজী; চারিদিকে প্রতারণা, লোক লোককে ঠকাবার জন্যে ব'সে থাকে; লোক লোককে বিপদে ফেলবে ব'লে জল্পনা কল্পনা, কতই পরামর্শ, কত আত্মীয়তা, কত প্রলোভন দেখিয়ে

বিপদে ফেলে। নির্জ্জন প্রান্তরে একলা পেলে বুকে ছুরি দেয়।

কি বলব ভাই! এখানে অতিথি বিনাশ করে। এদের মরা সাপ দিলে জ্যান্ত সাপ দেয়। বিনা কারণে বিনা বাক্য-ব্যয়ে এখানে লোক লোকের সর্ব্বনাশ করে। তোমার চোখের জল যতটুকু পড়বে তাদের তত আনন্দ। তোমার প্রাণের ভিতর যত জ্বলবে, তাদের মুখে তত হাসি। তোমার বিপদের উপর বিপদে—তাদের আনন্দ ধরবে না।

সকলে সকলকে ঠকাবে, দুটো কথা বলবে, একটু পেঁচে ফেলবে সকলের মনে এই ভাব—এই যথা লভ্য জ্ঞান করে। তারা সুযোগ পেলে এক ঘা দেবেই, তাদের কাছে তালে ফাক যাবার যো নাই;—সেখানে লঘু গুরু নাই!

কি বলব ভাই! মানুষ চেনবার যো নাই; এখানে তুমি আমার গলায় ছুরি দাও কি আমিই তোমার গলায় ছুরি দিই। এই তোমার সঙ্গে আমার বেশ আত্মীয়তা—হলাহলি গলা-গলি ভাব—তুমি আমার কাছে গলা দিয়ে রেখেছো;—আমার উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তা' হ'লে কি হয়, আমি বহুরূপী—কখন কিরূপে তোমার গলায় ছুরি দেবো, তুমি কিছুই জানিতে পারবে না।

হায়, কত ক'রেও মানুষ চেনা যায় না! এখানে বাপ ছেলেকে চেনে না, ছেলে বাপকে চিনতে পারে না। মা ছেলেকে চিনতে পারে না, ছেলেও মাকে চিনতে পারে না। স্ত্রী স্বামীকে চেনে না, স্বামীও স্ত্রীকে চেনে না। সকলে সকলের কাছে আত্মগোপন করে, কেউ কারুকে ধরা দেয় না। মুখে বেশ এক

গাল হাসি;—অমিয় উদার ভাব, বেশ ধীরে ধীরে কথাগুলি কয়—যেন কত ভদ্র;—কিন্তু অন্তর চণ্ডালের নীচত্বে পূর্ণ; ক্ষীরের ভিতর হীরার ছুরি!

এখানে কেউ কারুকে চিনতে পারে না, কেউ কারুকে বিশ্বাস করেনা;—সতত সাপে নেউলের অভিনয়—লম্ফালম্ফি ব্যাপার।

তাই ভাই, অমিও তোমাদের চিনতে পারিনি। এখানকার হিসাবে, আমি তোমাদের যাদুকর ঠাওরাব তা কিছুই বিচিত্র নয়। মানুষ অন্ধ,—না না অন্ধ নয় কাণা! তা'রা এক চোকে দেখে আর এক চোখে দেখেনা। দেখবার সময় গুণের দিকে কাণা চোখটী দেয়, দোষের দিকে অন্য চোখ দেয়।

তারা ভালকে মন্দস্থানে বসায়, মন্দকে ভাল স্থানে বসায়। তারা সার জিনিস চায় না, অসার জিনিষ লয়; তারা ভাল পথে চল্'তে জানেনা—কাঁটা পথে যায়। তারা সোজা বল্লে উল্টো বুঝে; উপকারীকে অনুপকারী ভাবে; সামান্য জ্বরে বিষবড়ী ব্যবস্থা করে; হিতে বিপরীত করে; তা'রা ক্ষীর ফেলে সুরা খায়—গঙ্গা ফেলে কূপে নায়!

শুন ভাই স্বর্গীয় দূতগণ! তোমরা পরম দয়ালু্ আমাকে দয়া ক'রে যখন দেখা দিয়েছ, আর একটু ভাল ক'রে দেখা দাও,—আমায় পথটী দেখিয়ে দেযাও! আমি আজ বড়ই বিপদে পড়েছি।

আমি যেন কোথায় আসতে ছিলাম; আসতে আসতে কোথায় হারিয়ে গিয়েছি। এখন কোথায় এসেছি, কোথায় হারিয়ে গিয়েছি, আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার

এখানে সব অচেনা, সব অজানা ব'লে বোধ হচ্ছে; এখানে পরিচিত কেউ নাই। চারিদিকে অপরিচিত ছবি! সব যেন কিম্ভুত কিমাকার দৃশ্য; এদের দেখলে ভয় হয়। এদের কাছে দাঁড়ালে মনে হয় বনের হিংস্র জন্তুর কাছে দাঁড়িয়েছি— জড়সড় হয়ে যাই। এরা কে? আমি কাদের কাছে এসেছি তোমরা জান? এস্থানের নাম কি? আমি এসব দেখে শুনে যেন কেমন হয়ে গিয়েছি! এরা সব কে?—আমায় বলে দেবে কি?

ভাই স্বর্গীয় দূতগণ! আর কতদূর গেলে এস্থানের বাহিরে পড়া যায়? আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি কথা কহিতে পারছি না, যেন আমার বুক কেমন শুকিয়ে আসছে। ভাই তোমরা আমায় একটু ধর,—আমার মাথা ঘুরছে;—মাথার ভিতর যেন কেমন ক'রে আসছে—আমি যেন আর বসতে পারছি নি।

আহা, এরা এখানে কেমন ক'রে থাকে? এমন আবর্জ্জনা-পূর্ণ স্থান—উঃ এ পূতি-গন্ধের ভিতর কেমন করে থাকে? এ দুর্গন্ধ কি করে এরা সহ্য করে!

আর শুধু কি দুর্গন্ধ? চারিদিকে কোলাহল, চেঁচাচেঁচি, মার-কাট-ধর? চারিদিকে বিভীষণ দৃশ্য! এখানে মানুষ থাকতে পারে?

ভাই তোমরা আমার বন্ধু! এ বিপদে আমায় উদ্ধার কর, একটু আমায় সহায়তা কর; মৃত্যুর হাত হতে আমায় রক্ষা কর। আর অধিকক্ষণ আমি এ নরকে থাকলে আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। আমায় তোমরা কৃপা করে পথটা বলে দাও।

আমার পথ কোন দিকে, আমি কোন দিকে—কোন পথে

গেলে, আমার সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারবো; আমায় সত্বর বলে দিয়ে উপকার কর!

নানা, তাও হবে না! কি জানি সে কতদূর; আমি আবার পথ হারিয়ে যাব! তোমরা প্রেমিক, দয়ার-সাগর; দয়া করে যখন আমাকে দেখা দিয়েছ, আমায় রক্ষা কর। তোমাদের মুখ দেখে আমার বিপদের কথা ভুলে গিয়েছি; আমার এখন আশার সঞ্চার হয়েছে।

আমায় আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে, তোমরা আমায় চিরদিনের জন্য আপনার করে কিনে রাখ। আর একবার সেই তোমাদেয় পাগল করা গানটী গাও। আমি শুনতে শুনতে তোমাদের সঙ্গে যাই। কই ভাই! কই তোমরা কোথায় গেলে? আমায় একলা ফেলে কোথায় গেলে? একি হ'ল! এরা কোথায় লুকাল, দেখা দিয়ে কোথায় লুকাল! ওঃ ঐ যাচ্ছে! দাঁড়াও! দাঁড়াও! যাই ভাই—দাঁড়াও তোমরা! ঐ যা, চলে গেল! যা, চলে গেল!

নানা, আমি আবার ঘুমাবো! ঘুমুলে তোমরা না এসে থাকতে পারবে না। আমি ঘুমুই, ঘুমুলে তোমাদের দেখতে পাবো। তোমাদের সঙ্গে গেলে নিশ্চয় আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছবো। আমার পরম সৌভাগ্য তাই স্বর্গের লোক দেখলুম,—স্বর্গের গান শুনলুম্। আমাকে ভাই তোমাদের সেবক জ্ঞানে চরণে স্থান দাও। আহা, তোমাদের সেই গানের মূর্চ্ছনা এখনও আমার কাণে প্রতিধ্বনিত হচ্চে;—থেকে থেকে এক একটী ঝঙ্কার কাণের কাছে এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। আহা, মধুর! মধুর! মধুর!

না, না, আর আমার ঘুমান হবে না। ভাই স্বর্গের-দূতগণ! আমায় ডুবিও না! আবার ঘুমালে আবার সর্ব্বনাশ হবে;—আমি মরে গেলেও আর ঘুমাতে পারবো না। একবার ঘুমিয়ে পড়ে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে; আর না—আর আমায় ঘুমুতে বলো না! এবার ঘুমুলে আমি মরে যাবো। যাতে একবার সর্ব্বস্ব গিয়েছে—আর তাতে নয়! ওখানে যে ঘুমোয়—তারই সর্ব্বনাশ হয়! সেই পড়ে যায়! সেই কাঁদে! আর না ভাই—আমায় রক্ষা করো! ওহো! কোথায় ঘুমাবো? সেই কামিনীর বুকে? সর্ব্বনাশ! না, না, না! সেখানে বাজ লুকোনো থাকে। না না, ভাই স্বর্গীয়-দূতগণ! তোমরা আমায় দেখা দাও;—আর একবার সেই গানটী গাও!—"ধীরে দূরে চলে যাও চেওনা কাহারো পানে!" আহা!

দেখ মা! আমার যেন কি হয়েছে? কিছুই মনে থাকে না; এই বলি এই ভুলি—কি বলতে কি বলে ফেলি। আমার যখন এমন হ'ল,—আমার আর বাঁচনে সুখ নাই;—আমার মরণই মঙ্গল! আর যে জীবনের আলো, আঁধারের দীপ, অন্ধের নয়ন, হৃদয় আকাশের পূর্ণচন্দ্র; যারে নিয়ে সংসার, সেই যখন নাই—তখন আর কিসের জন্যে বাঁচা? আর কার মুখ চেয়ে সংসার করা! আমার মরণই মঙ্গল!

যে আমার জীবনের জীবন, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব—উপাস্য; একমাত্র আরাধ্য দেবতা! যা'র অচঞ্চল রূপ-বিজলী—আমার হৃদয়-আকাশ আলো ক'রে রয়েছে; আমার জীবন-উদ্যানের যে আনন্দ-ফোয়ারা, যে ভবসাগর পারের সহায়, সম্বল, কর্ণধার, কর্ত্তা;—যে আমার চিন্তার সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের

আশা, বর্ত্তমানের শান্তি, প্রবাসের পরম বন্ধু, ভ্রমণের সঙ্গী, অকূলের আশ্রয়, আঁধার আকাশের ধ্রুবতারা! যে দুর্ব্বলের বল, দরিদ্রের ধন, কৃষকের বীজ, প্রেমিকের প্রাণ, প্রেমিকার প্রণয়, যে মাতার কোল, পিতার সামর্থ্য, ভ্রাতার বল, পত্নীর কোমল বুক, পুত্রের হাসি মুখ, কন্যার সরলতা, সখার সৌজন্য; যে দিবসের আলো, যামিনীর জ্যোৎস্না, বসন্তের রূপ, প্রভাতের সমীরণ, ঊষার আধঘুম-বিজড়িত-হাসি-হাসি-মুখ;—যে সকলের সব, সবের সকল; সে যখন আমার নাই—তখন আর কি! আমার মৃত্যুই মঙ্গল!

বুঝ্‌লে মা! সে শুধু তোমার ছেলে নয়! সে শুধু তোমায় কাঁদিয়ে যায়নি;—আমারও সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে! সে অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে! সে সর্ব্বনেশে, মা, সর্ব্বনেশে! সে সকলের সর্ব্বনাশ করে! সে যারে ধরে তা'র সর্ব্বনাশ করে! সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়ে না! কিন্তু তবু সে সকলের আপনার! কত আপনার, কেন আপনার, কি জন্য আপনার, কেমন আপনার, কি সম্পর্ক, কিসের কুটুম্বিতা; তা কেউ জানে না—আমিও জানি না। সে জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না;—কিছুই বোঝায় না—ঐ আপনার—আপনার ব'লে রাখে; ধাঁধা দিয়ে রাখে। জগতের চোখে এমনি ধাঁধাই দিয়েছে—সে কথা আর বলবার নয়! আমরা সকলে তার ধাঁধাতে অন্ধ হয়ে আছি! তাই আমি যেন কি হয়ে গিছি। প্রাণ যেন কোথায় চলে যায়,—তা'রে খুঁজতে যেন কোথায় চলে যায়;—কোথায় কোথায় যেন তারে কত খুঁজে বেড়ায়! দিনে, রাতে, চব্বিশ ঘণ্টা—যেন তারে খোঁজে; খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে

যায়—কোথায় কোথায় গিয়ে পড়ে ;—তখন কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সহজে উত্তর দিতে পারি না ; কি হচ্ছে, কি হলো, কি হলো না ;—কিছুই বুঝতে পারিনি। সর্ব্বদা মনে হয় ;—কি যেন ছিল, কি যেন নাই, কি যেন আসে—কি যেন এসেও আসে না ; কি যেন কোথা থেকে উঁকিমেরে চায়—আবার চায়ও না ;—খুঁজি-খুঁজি—কত খুঁজি তবু পাই না! দূর, সুদূর, দেশ, দেশান্তর, সাগর পার, স্থলে, জলে, আকাশে, কতই খুঁজি পাই না! বিটপী-ছায়ায়, ধরণীর-গায়, হিমাচলে, সাগরের তরঙ্গ-হিল্লোলে, জাহ্নবীর তীরে, নবীন-শ্যাম শস্যক্ষেত্রে, তটিনীর গানে, নিকুঞ্জ মাঝারে, কত খুঁজি পাই না!

বল্‌তে পার মা! তারে কোথায় গেলে পাওয়া যায়? কোথায় গেলে তার একটিবার দেখা মিলে? বল মা বল—আমার প্রাণ দান কর!

হ্যাঁমা সে কি তোমার ছেলে?—তুমি কি তার মা? না মা সে তোমার ছেলে নয় মা সে তোমার ছেলে নয়! ছেলে হলে তোমায় ফেলে যেতো না?

সে তোমার ছেলে নয়, সে তোমার কেউ নয়! সে তোমার শত্রু! ঠিক্ ঠিক্ সে তোমার শত্রু—আমারও শত্রু! সে তোমাকে কাঁদিয়েছে, সে আমাকেও কাঁদিয়েছে ;—সে সকলকে কাঁদায়, সে কারো কেউ নয়!

আমি কি এমন ছিলুম মা! আমি কত হাসতুম, খেলতুম, বেড়াতুম ; যখন যা ইচ্ছে—তাই করতুম ; কিছুই গ্রাহ্য ছিল না, কিছুই ভাবতুম না,—বগল বাজিয়ে বেড়াতুম! কত সমাজ, সমিতি, নাটক, সঙ্গীত, অধ্যয়ন, আলাপন, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা,

কত উপার্জ্জন;—কত কি করে বেড়াতুম; আমি আনন্দের উৎফুল্ল ফোয়ারা ছিলাম।

সে সিঁধ কেটে আমার যথা সর্ব্বস্ব, বুকের জিনিষ সব চুরি ক'রে নে'গেছে! আমার যে কি একটা সর্ব্বনাশ হবে—পূর্ব্বেই তা বুঝতে পেরে ছিলাম। আমি চলে গেলে কে যেন পেছু নিতো,—কে যেন সঙ্গে সঙ্গে চলতো;—ফিরে চাইলে বাতাসে মিলিয়ে যেত; আবার চলিছি, আবার অমনি কা'র পদশব্দ;—ফের কে যেন পেছু নিলে।

কেমন মনে হতো;—আমি যেন কারে চাইনি, কিন্তু আমায় কে যেন চায়; আমি যেন কার গান শুনবো না, কে যেন জোর করে তার গান শুনায়;—তান মূর্চ্ছনা দিয়ে আমার কাণের আশেপাশে গেয়ে বেড়ায়। আমি ভাবলুম একি হ'লো! আমি কার কাছ থেকে চলে যেতে চাই সরে;—কে যেন আমার নয়নে নয়নে ফেরে—আমি যাই দূরে, কে যেন আমার শিয়রে। আমি দেখবো না;—কে যেন দেখা দেবে—জোর করে দেখা দেবে; লুকিয়ে লুকিয়ে তার ছবি আমার বুকে রেখে যাবে! জোর ক'রে চাওয়াবে, চাউনি কেড়ে লবে! আমি কার ফাঁদে পড়বো না, তবু কে আশে পাশে নানা ছাঁদে ফাঁদ পেতে রেখে যাবে!

তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম্—এইবার আমাকে পথে বসতে হ'ল! ওমা! তার পরেই দেখি আমার হৃদয়-ঘরে সিঁধ হয়েছে!

সংসারে দুঃখের কথা কা'রেও বলতে নাই; তুমি বলে তাই বলা! তুমি মা, তোমাকে না বলে থাকতে পারিনি—মন শান্ত

হয় না। সেই হ'তে মা সব চুকে গেল! দেওয়া, নেওয়া স্বার্থের কচকচি, আত্মীয়তা কুটুম্বিতা, যেন সব মিটে গেল! আজ পাপে মতি নাই, পুণ্যে অনাস্থা, ধর্ম্মে উদাসীনতা, কর্ম্মে কর্ত্তব্যবিহীনতা,—এমন জননী জন্মভূমির কোলে, আমি যেন একা—একটি প্রবাসী। এই বিপুল জগতে আমি একা—একটি প্রবাসী। আমার সর্ব্বনাশের দিন হ'তে—সব কাছ ছাড়া হয়ে গেল;—যে যার কোথায় সরে পলালো—যাবার সময় কেউ কিছু বলেও গেল না। আমি মনে মনে হাসলাম্, একটু দুঃখও হলো, প্রাণে অভিমান ও একটু এলো;—ভাললাম্—'হায়রে কলি!' এখন আর আমি আর কারও নই, আর কেউও আমার নয়!

তা' এ এক রকম বেশ হয়েছে। বুঝলে মা! এ কিছু মন্দ নয়;—এখন দেখ প্রাণে আর সে পূর্ব্বের ঝড় তুফান নাই;—প্রাণে পাঁচ ভূতের আর সে লড়াই নাই। আপদ বিপদগুলো যেন সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে;—কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসে পড়েছি। এখন যেন আমার একটা নূতন পত্তন হয়েছে—আমি যেন নূতন হয়ে দাঁড়িয়েছি! আজ যেন আমার সব নূতন!—নূতন হাসি, নূতন চাউনি, মুখে নূতন নূতন কথা, প্রাণে নূতন নূতন ভাব, হৃদয়ে নূতন বল, নূতন বলে নূতন বুক স্ফীত, সব নূতন, নূতন সুরে নূতন গান গাই; নূতন পথে চলি, নূতন স্রোতে চলি,—আজ আমার নিত্য নূতনের সঙ্গে কোলাকুলি!

আমার বোধ হয়—সে আমার সর্ব্বনাশ করে একটু চক্ষু-লজ্জায় প'ড়েছে। হাজার হোক, একটা চক্ষুলজ্জা আছেতো!

এখন আমাকে তাই নিত্য নূতন ছবি দেখাচ্ছে। আমি যা'তে পূর্ব্বের কথা—পূর্ব্বের শোক ভুলি; পূর্ব্বের কোন কথা না ভুলি—আমাকে তাই ভোলাবার জন্যে সে নূতন খেলা দিচ্ছে! তা এখানে এসে একপ্রকার বেশ হলো—এ দেশ মন্দ নয়—বেশ! এখানে সব বেশ! বোধ হয় সে বুঝেই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। বুঝলে মা! তা'র খেলা কিছুই বোঝা যায় না!

তাইতো! যেখানে দিবানিশি প্রেতকীর্ত্তি, চেঁচাচেচি, হুঙ্কার, পাশব-অত্যাচার—তা'র মধ্যে? উঃ আমি কোথায় ছিলাম! আর যাদের কাছে ছিলাম—তারা কি মানুষ? নানা, তারা মানুষ নয়! কখন মানুষ নয়! আমি অনেক বুঝে দেখেছি, আমি বেশ ভাল করে বুঝে দেখেছি, গোপনে গোপনে বুঝে দেখেছি—তারা মানুষ নয়! তারা পশুবল হৃদয়ে ধারণ করে—ছলনার মূর্ত্তিমান-ছবি,—মানুষের রূপে ছদ্মবেশে ঘোরে; আমি বেশ জানি তারা মানুষ নয়!

মানুষ যদি তবে তা'দের ভালবাসায় কৃত্রিমতা কেন? স্নেহে কৃপণতা কেন? দয়া নাই কেন? সরলতা নাই কেন? মানুষ যদি,—বুকে তা'দের অমন ছলনা কেন? তারা কেউ প্রাণ খুলে কার কাছে কথা কয় না কেন? তাদের ভিতর অত ঢাকঢাক্ গুড়্‌গুড় কেন? অত ভেদাভেদ কেন? অত হিংসা-দ্বেষ কেন? তাদের ভিতর পশুর আচরণ কেন? কেন কুকুরের মত এ ওর মুখের কেড়ে খায়? পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এত বাদ-বিসম্বাদ করে কেন? বুকে ছুরি দেয় কেন? এই কি মানুষের রীতি! ছিঃ ছিঃ তারা মানুষ নয়! মানুষের মধ্যে এত ছলনা, এত লুকোচুরি ভাব হয় না।

ঐ দেখ কি মজার দৃশ্য! সর্ব্বদা সকলের শঙ্কিত ভাব। তারা সব যেন থেকে থেকে চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। গাছের পাতা নড়লে, তারা চমকায়। কেউ একটু জোরে চলে গেলে—তারা অমনি কেঁপে উঠে। বাতাস সনসন শব্দে বইলে তাদের বুক দুর্‌দুর্‌ করে! কথায় কথায় চমকায়!

এ ওর কাছে কি গোপন করছে, সে তার কাছে কি গোপন করছে। সকলে সতর্ক, সকল নয়নে চঞ্চল চকিতভাব,—কেমন আবিশ্বাসের চাউনি!—যেন ঐ কি জানলে! ঐ কি শুনলে! ঐ কে কি দেখে গেল! ঐ কি সর্ব্বনাশ করলে! ঐ গুপ্ত ব্যক্ত হ'ল! ঐ হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গল!—সকলের এই ভাব! ছিঃ ছিঃ—এই কি মানুষের কার্য্য?

সকলে সকলকে বাঘ জ্ঞান করে। সকলে সকলের ভয়ে ভীত। একটুতে সর্ব্বনাশ করে বলে—সকলে সকলকে চৌকি দিয়ে বেড়াচ্ছে;—জীবন ভোর তা'দের চৌকী দিয়ে বেড়াতে হয়। এই কি মানুষের কার্য্য?

কেউ কারুকে প্রাণের খবর দেবে না। সকলে আপন আপন প্রাণের দরজা ভেজিয়ে বসে আছে;—স্ত্রী-পুরুষে এক ভাব! লুটের মহল যেন—কে কার কি লুটে লবে!—এই কি মানুষের কার্য্য?

চারিদিকে কেবল "চুপ চুপ" শব্দ! কেবল চুপচুপের ব্যাপার! চুপ,—কেবল বলছে চুপ! সব নষ্ট হয়ে যাবে চুপ! হেস না—চুপ! কথা কও না—চুপ! চুপ, চুপ, চুপ! আকাশের কাণ আছে—শুনে লবে! গাছের চোখ আছে সব দেখে লবে! বাতাস সকল বাড়ী যায়—প্রাণের খবর লুটে

নেযাবে—দরজা ভেজিয়ে রাখো! অতি সাবধান!—তুমি অমন চোখোচোখি করে চেও না, পূর্ব্বের ভাব পশ্চিমে গোপন রাখ; কি জানি কিসে কি হয়! সাবধান! সাবধান! খুব সাবধান! এই কি মানুষের কার্য্য?

শশক যেমন ঘাসের ভিতর মাথাটি লুকিয়ে ভাবে আমি বেশ লুকিয়ে আছি—অতি নিরাপদে আছি, অথচ তার মাথাটি ব্যতীত সবই বাইরে;—মানুষের ব্যাপারও তদ্রূপ। তারা ঐশীশক্তি মানে না; আঁধার হতে আঁধারে যে পরমপিতার আলো জ্বলে, তা' তারা জানতে চায় না। অধ্যাত্ম ব'লে যে একটি বিষয় আছে, সে বিষয়টি তা'দের কাছে বিষয় বলে গ্রাহ্য নয়। তারা বিষয় শব্দে জমিদারি বুঝে—যা হ'তে নগদ নগদ টাকা আসে;—নগদটা কিছু তারা বেশী বুঝে।

এ ওরে দেখে হাসবে ও ওরে দেখে হাসবে। বাহ্যিক ব্যবহার অতি সুন্দর, চোস্ত, বেশ কেতাদোরস্ত! দেখলে তাক্ লেগে যায়। দুটি কথায় এমনি মোহিত ক'রে দেয়; তখন দুনিয়া ভুলে যেতে হয়। মনে হয় এর চেয়ে আমার আর কেউ আপনার নয়—এ আমার পরমাত্মীয়; আপনার হতে আপনার; কিন্তু তা নয়—এখানে আপনার বলতে সেই কে একজন আছে, সে ছাড়া আর কেউ আপনার নাই। সে ছাড়া "আপনার" শব্দ আর কারেও ব্যবহার করা যায় না।

আপনার কারে বলবো! এখানে বাপ ছেলেকে ঠকায়, ছেলে বাপকে ঠকায়। মা সন্তানকে প্রতারণা করে, সন্তান মাকে প্রতারণা করে। স্বামী স্ত্রীর সহিত কুটিলতা করে, স্ত্রী

স্বামীকে ছলনার বেড়াজালে ঘিরে রাখে। এখানকার সৌন্দর্য্যের চমকে কালকূটের নিশানা লেখা নাই বটে—কিন্তু তাহা গরলময়। হায়, এ যে সংসার! এ যে নাট্যশালা! এখানে সব মিথ্যা খেলা হয় যে! মিথ্যা মানুষ, মিথ্যা সাজ, মিথ্যা হাবভাব, মিথ্যা আত্মীয়তা—সব মিথ্যা,—এ মিথ্যালয় যে! ঠিক ঠিক!

তাইতো সব মিথ্যা, চারিদিকে মিথ্যা, আগাগোড়া মিথ্যা! তবু কেউ এরা এ মিথ্যা ছাড়বে না! মিথ্যা লাভের লোভে মিথ্যার ব্যবসা করবে; স্নেহ, যত্ন, আদর, সোহাগ, প্রণয়, এইগুলি তাদের মিথ্যা-ব্যবসার মিথ্যা-পণ্য। তারা মিথ্যা বিনিময়ে—এইগুলি মিথ্যা বিক্রয় করে।

ঐ দেখ, নিজের দিকে একটু টেনে—সকলে সকলকে মিথ্যা-ওজন দিতেছে; লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, মনে একটু দ্বিধাভাব নাই,—একটু কুণ্ঠিত হওয়া নাই;—বাপ ছেলেকে মিথ্যা ওজন ক'রে দিচ্ছে, ছেলে বাপকে মিথ্যা-ওজন ক'রে দিচ্ছে। মা সন্তানকে মিথ্যা ওজন করে দিচ্ছে, সন্তান মাকে মিথ্যা-ওজন ক'রে দিচ্ছে। স্নেহ, যত্ন, মমতা, দয়া, ভালবাসা সমস্ত এ বাজারে মিথ্যা,—মিথ্যা-ওজনে বিক্রয় হচ্ছে। স্ত্রী স্বামীর মুখ চেয়ে মিথ্যা-ওজন দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর মুখ চেয়ে মিথ্যা-ওজন নিচ্ছে; এও ওরে বিশ্বাস করে না—ওও এরে বিশ্বাস করে না; পাছে ঠকিয়ে দেয়, তাই চেয়ে আছে। বন্ধু বন্ধুকে মিথ্যা-ওজন দেয়, বন্ধু বন্ধুর কাছ হতে মিথ্যা-ওজন করে লয়। সকলি মিথ্যা তবু ওজন করা চাই! আবার ঠকানও চাই!

সকলে সকলের মিথ্যা ওজন দেখে লয়! যে দেয় সেও মিথ্যা, যা দেয় তাও মিথ্যা, যে লয় সেও মিথ্যা, যা লয় তাও

মিথ্যা! তবু সকলের মিথ্যার দিকে এত নজর! মিথ্যা কেউ ছাড়বে না।

এ সংসারে যদি ঐ মিথ্যার ব্যবসাটুকু না থাকতো—তবে বেশ হতো, কিন্তু তা হবার নয়—ব্যবসা চাই, ঠকানও চাই, ফাকী দেওয়াও চাই,—ফাকী পড়াও চাই;—মিথ্যার ব্যবসা কেউ ছড়বে না। তাও বটে—এ যে মিথ্যা সংসার!

তবে আর কি! যে যতটুকু পার মিথ্যার ব্যবসা কর এবং আত্ম-গোপন কর--সেই ভাল! তোমার নিজের অনুকরণীয় চরিত্রটুকু জগতকে দেখাও—জগত দেখে মোহিত হো'ক। প্রাণের দ্বার খুলো না! বন্ধ করে রেখে দিও! পশু-ভাব যতটুকু পার সাধ্য মতে গোপন করো; বেশ হবে! জগত তোমাকে আদর্শ জেনে—দু'হাত তুলে পূজা করবে! সর্ব্বদা আত্মগোপন রাখো, নৈলে মিথ্যা ব্যবসা নষ্ট হতে পারে। আত্ম গোপন করাই এখানে পুরুষার্থ! মিথ্যার ব্যবসা রক্ষা করাই এখানে মহত্ব। মিথ্যার গৌরব রক্ষা করাই মানবত্ব! পশুভাব গোপন করাই জীবনের উদ্দেশ্য! ঠিক্ ঠিক্!

তুমি যাই বল মা! আমার বেশ হয়েছে। এদেশে বেশ আনন্দ! আহা!—

শারদ ষষ্ঠীর সান্ধ্য-বোধন-আসন
বিল্বমূলে, নেহারিয়া মাতার শ্রীমুখ—
গৃহী যথা হেরে ধরা আনন্দ-আলয়;—
নিশিদিন ফুল্ল এ হৃদয় সেই মত!—
কি জানি কেমন এক দুর্গোৎসব প্রাণে!

সে আনন্দের কথা মুখে বলা যায় না, ভাষায় ব্যক্ত হয় না,

ভাবে প্রকাশ পায় না ;—হাবভাবেও দেখান যায় না। জগতের যত আনন্দ-চিত্র—সে আনন্দের কাছে পরাজিত—সে কেমন আনন্দ! সে আনন্দের উপমা নাই।

আবার সে আনন্দের তান বাতাসে ভেসে বেড়ায়। লোকের কাণের পাশ ছুঁয়ে চ'লে চ'লে যায় ; বধির জগত, শুনতে পায় না ; আবার কেউ কেউ শোনেও !

হায়, এমন আনন্দবাজারে তেমন ক্রেতা নাই কেন? না, তাই বা কেন! ক্রেতা তো অনেক রয়েছে ! তবে নাই কি ? ওঃ ! ক্রেতার তেমন দরাজ প্রাণ নাই। ভবের বাজারে সকলেই কিনতে এসেছে বটে ;—কিন্তু কিনতে পারছে না। তাদের বড় গাঁটের দিকে নজর,—কেবল পুঁজি ফুরোয় এই ভয় ;—পুঁজি ফুরুলে বাজার করা তেমন চলে না ; তাই ঘুরছে ফিরছে আর গাঁটের দিকে চা'চ্ছে। কিনতে সাধ হয়, অথচ কিনতে পারে না ;—পুঁজি খুইয়ে উচ্চদরে কিনলে গাঁট শূন্য হয়—শূন্য গাঁটে থাকতে পারে না ; ঘোরে, ফেরে, দর করে, পাঁচ জায়গায় যাচাই করে ; গোলমাল ক'রে বাজার নষ্ট করে ;—ক্রেতার দোষে এমন বাজার নষ্ট !

দেখ মা ! এখানে আমি এসেছি—এ আনন্দের স্থান বটে ;—কিন্তু পূর্ণানন্দ কেন হয় না মা? এখন কেন বুকে বাসনার দাবানল নিবেও নিবছে না ? ফুলধনু হাতে কে যেন কেন আড়াল থেকে এখনও মাঝে মাঝে লক্ষ করে ? কেন ক্রোধ-শার্দ্দূল মাঝে মাঝে এখনও বুকের উপর হুমকি দেয় ? এখনও লোভ কেন কোমল কর বিস্তার ক'রে মনভোলান চাউনি চায় ? এদের বিবাদ মিটেও কেন মিটছে না ? ওহো বুঝি

সে আসিনি, বুকের ভিতর ভাল আলো করে বসেনি ব'লে তাই এখন ফাঁকেরঘরে এরা একটু খেলে নিচ্ছে ঠিক্ ঠিক্!

হায়,—সে কবে আসবে, কবে হাসবে;—কবে আমার এ অন্ধকার হৃদয় আলো ক'রে বসবে? মা কবে আমার পূর্ণানন্দ হবে? আমার আর কবে কি হবে মা!

দেখ! আমি তার জন্যে পাগল হয়েছি। তারে জানিনি, দেখিনি, তার সঙ্গে কখন কথা কইনি;-তবু তার জন্যে পাগল হয়িছি। সে কে, কিছুই জানিনি; তবু তার জন্যে প্রাণ কেমন ক'রে উঠে। সে কেমন, কোথায় থাকে,—তার বাড়ী কোথায়,—সে কি জাতি;—তার কোন কিছুই জানিনি—তবু পাগল হয়েছি? সে আমার পানে চেয়ে হাসেনি; আমিও তার পানে চেয়ে হাসিনি,—তবু কেন এমন হ'লাম!

সে কি আমায় যাদু করলে? তারে কোথায় দেখেছি বলে বোধ হয় না, আমার এ কি হলো মা!

মানুষ দেখে-শুনে, রূপে, গুণে ভোলে! এ যে কোনটাও হয়নি; তার নাম পর্য্যন্ত জানিনা;—একথা লোকে শুনলে কি বলবে বল দেখি!

না না, সে যাদুকর! বুঝলে মা—কি রকম ক'রে সকলকে ভোলায়।

সে এমনি ছিল মা! কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে নাকি নাম বলতো না, বলতো "নামে কায কি—ওগো—হেঁগো বলে ডাকলেও আমি বুঝতে পারবো!"

কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, যদি তার প্রকৃত উত্তর দেবার মতলব না থাকতো?—বলতো "আমার মার কাছে

যাও, মা বলে দেবে!" তার এক ডাকিনী মা ছিল; সেই মা বেটী মানুষ দেখলে খাঁড়া উঁছিয়ে আসতো মা খাঁড়া উঁছিয়ে আসতো!

আহা তার সে মা বেটীর নাকি যেমনি রূপ তেমনি গুণ!—লজ্জার কথা মা!—মেয়ে মানুষ হয়ে মদ খেতো;—মেয়ে মানুষে মদ খায়—জন্মেও শুনিনি! শুধু মদ খাওয়া! মাতাল হয়ে টোলে টোলে পড়তো, কোন্ একটা পাগলার বুকে দাঁড়িয়ে নাচতো—সে পাগলের বুক ভেঙ্গে দিয়ে নাচতো;—এমন নাচ দেখনি মা—ন্যাংটা হয়ে নাচতো! জিভ মেলিয়ে চার হাত বার ক'রে, এলোচুলে ধেই ধেই করে নাচ;—পৃথিবী কাঁপিয়ে নাচ! মানুষ কাটা এক খানা খাঁড়া হাতে ক'রে, কতকগুলো শ্মশানের পেত্নী সঙ্গে—ধেই ধেই নাচ! সেই মায়ের সুখ্যাতি কর্ত্তে নাকি ছেলের আবার মুখে লাল পড়তো। মা বেটীর চেহারা যেন অন্ধকার, এমন কাল দেখিনি,—ছেলেটী কিন্তু বলতো "আমার মায়ের রূপে জগত আলো!" তা যেমনি ছেলে তেমনি ছেলের মা;—দুই সমান! ছেলের যেমন পেটে পেটে সব, মা বেটীরও তেমনি পেটে পেটে সব।

তবে হ্যাঁ, ছেলের রূপ ছিল বটে,—সে কথা অস্বীকার করা যায় না! ছেলের সে রূপ—অপূর্ব্ব রূপ,—দেবদুর্ল্লভ নক্সা;—তেমন ছবি এখানে হয় না। তবে তার ঐরূপই সার—পেটে বিদ্যে কিছুই ছিল না!

ছেলে বেলা থেকে তার সে মতলবই ছিল না। পাঁচছেলে জুটিয়ে কোথায় কোথায় লুকোচুরি খেলে বেড়াতো। নিজে লুকিয়ে থাকবে—খেলুড়েরা তাকে খুজে খুজে মরবে,—

খেলুড়েদের মুখে রক্ত তুলে তবে দেখা দিতো; তারা কাছ দিয়ে চলে গেলেও সাড়া দিতো না, এমনি খল্ মা! এমনি খল!—

তবে দিতো যখন মন হতো,—তখন সে সেই লুকোচুরি খেলার বুড়ী হয়ে বসতো। খেলুড়েরা খেলতো, খুব খেলতো—উন্মত্ত হয়ে খেলতো; খেলতে খেলতে যে যে এসে তারে ছুঁতো,—তাদের আর খেলতে হতো না—এ জন্মে আর খেলতে হতো না! বুড়ী কিনা, বুড়ী ছুঁলে আর খেলতে হয় না।

কিন্তু খল কিনা! যেই যেই দেখলে সব খেলুড়ে ছোঁয় ছোঁয়—অমনি কোথায় ডুব মারলে—আর বুড়ীর সাড়া শব্দ নাই! খেলুড়েরা হাঁ করে চেয়ে রইলো, তার ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল! বুড়ী না ছুঁলে খেলা ভাঙ্গে না, তারা কি করে;—খেলে একে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বুড়ী ছুঁলে অবসর হয়—সেই ক্লান্ত দেহে আবার বুড়ী খুঁজে খেলতে লাগলো! বুড়ী কোথায় লুকিয়ে বসে আছে। চব্বিশ ঘণ্টাই ঐ লুকোচুরি খেলা হতো—তা লেখা পড়া শিখবে কোন সময়?

তবে তা'র বিদ্যার দরকার হতো না। যে রূপ ছিল তাইতে তা'র সব কাজ হ'তো। মানুষ, তা'র সে রূপ দেখে বিদ্যার খোঁজ করবার অবসর পেতোনা; বড় বড় পণ্ডিতগুলো তার মুখ চেয়ে দুটো কথা শুনে— গঙ্গারাম মেরে যেতো;—তা'দের ঘটের বুদ্ধি ঘটে জমে থাকতো। কেউ একটু বাড়াবাড়ি কল্লে—সে একটা গান গেয়ে দিতো,—বস্! সেখানে কারুর বিদ্যা-বুদ্ধি খাটতো না—তার কাছে কি মহাবিদ্যা ছিল, কি মহা ধূলোপড়া ছিল; সকলে কেঁচো হয়ে থাকতো।

ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, সতী, অসতী, রাজা, মহারাজা তারে দেখে মেতে ছিল। এখন তার ছবি দেখে, পতিব্রতা পতি ভুলে—দলে দলে মানুষ পাগল হচ্ছে।

তা'রে যে দেখলে, সেই মজে গেল; সেই জন্মের মতন ধ্যানে বসে গেল। যে তার কথা শুনলে, গান শুনলে—সেই চিরদিনের জন্যে কাণ পেতে বসে রইল। তা'র খেলা যাদুর খেলা। বার-চৌদ্দ বৎসরের ছেলে, যা'দের খেলবার বয়েস—খেলা-অন্ত প্রাণ;—তারাও পর্য্যন্ত পাগল হলো! তা'র আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তি! সে আশ্চর্য্য যাদুকর!

মিথ্যা কথা নয় মা! তার যাদুতে,- ছেলে খেলা ভুলে ছিল, যুবা যৌবনের উদ্যম ভুলে গি'ছিল, বৃদ্ধ নিদানের বিপদ ভুলে ছিল, সতী পতিচিন্তা কর্ত্তনা, সে মুখ দেখে পুত্রশোকাতুরা পুত্র শোক সম্বরণ করলে, প্রেমিক জগত ভুললে!

কি যাদুতে সে সকলকে বশ ক'রে ফেল্লে! সেই যেন সতীর পতি, যুবকের উৎফুল্ল বুক, সকলের সেই সন্তান, অন্ধের সেই নয়নমণি, যুবতীর সেই গলহার, সেই প্রেমিকের প্রণয়, ছেলের সেই খেলার সাথী, সেই যেন সকলের সর্ব্বস্ব;—সে সকলের বুকের জিনিষের মত হয়ে গেল। সবই তার চক্র!

তার চক্রে এই সংসারটা ম'জলো! আবার তার চক্রে, ফলে ফুলে গাছ শুকোয়, ফুলের কলি ঝ'রে যায়, ভরা ডুবি হয়! তার চক্রে সব যায়,—মুখের হাসি যায়, চোখের চাউনি যায়, বুকের আশা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম যায়, লাজ, মান, ভয় যায়, প্রাণ লয়ে টানাটানি হয়, শেষ প্রাণের প্রাণ লয়ে টানাটানি হয়।

আবার তার চক্রে পড়লে গৃহী সন্ন্যাসী হয়, বিষয়ী বিষয়-চিন্তা

ভুলে, কৃপণ সদাব্রত খুলে, বিলাসী উদাসী হয়, কুলীনের কৌলীন্য নষ্ট হয়, সতীর পতির টান যায়, অসতী উপপতি ভুলে, বেশ্যা ব্যবসা হারায়;—বারনারীর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয়, রাজরাণীর ভিখারিণী হতে সাধ হয়।

আহা তার চক্রে পড়লে সব যায়! শত্রু বুকের পাশে আসে,—দয়া, হিংসা একাসনে বসে!—আততায়ী ক্ষমার পাত্র হয়, জীবনবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে, গড়াসংসার ভেঙ্গে যায়, সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হয়;—বুকের পাঁজরা খসে যায়,চোরা-বালিতে পড়ে, আপন হারায়; সকল ভুলে যায়!—কোন দেশের মানুষ কোন দেশে গিয়ে পড়ে।

তার বড় টান, মা! তার বড় আকর্ষণ। যে তা'র কাছে যায়না তা'রেধ'রে নেযায়; যে পালিয়ে যায়—তার সে পেছু লয়;—তারে এড়াবার যো নাই। তার টানে পাহাড় টলে! চারিদিকে তারই ফাঁদ পাতা,—মানুষধরা কলপাতা; সে সব ঘিরে রেখে দিয়েছে।

যা'ক মা! তার কথা আর কয়ে কাজ নাই। সে যা তা সকলেই জানে। কেউ জ্ঞানে জানে, কেউ অজ্ঞানে জানে। যে জানেনা সেও দু'দিন পরে তা'রে জানতে পারবে;—তার গুণের কথা সব শুনতে পাবে; তার গুণের কথা শুনতে আর কেউ বাকী থাকবে না।

ভাল কথা, দেখ মা! আমার হৃদয়-নিকুঞ্জের দ্বারে একদিন সুন্দর একটি অতিথি গাইতে এসেছিল; তার যেমন গান, তেমনি গলা;—তুমি তারে কি জান? সে কে তুমি বলতে পারো? আহা, সে অপূর্ব্ব অতিথি মা! সেদিন বসন্তের সকালবেলা,

আমার হৃদয়নিকুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে—সেই অতিথি অপ্সরকণ্ঠে ভৈরবী গাইলে ;—আমার বোধ হলো আমাকে জাগাবার জন্যে শুনিয়ে শুনিয়ে গাইলে। আমার তখন তন্দ্রার ঘোর, তার সে গান শুনে মরামানুষ জেগে উঠে—আমি কিন্তু আরো ঘুমিয়ে পড়লুম। কি গাইলে না গাইলে কিছুই বুঝতেও পারলুম না, তবে যা গাইলে—তা মুখে বলা যায় না! যেন কি গাইলে! তুমি তা'রে জান কি?

সে চলে গেলে আমি জেগে উঠলুম। জেগে উঠে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলুম, যেন কত কি আমার হারিয়ে গিয়েছে, বুকের ভিতর কেমন খালি খালি বোধ হতে লাগলো ; হতাশ প্রাণে অনেকক্ষণ বসে রইলুম, ভাবলুম যদি আবার সে অতিথি ফিরে আসে, তবে আর একবার গান শুনি।

তার আসবার আশায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। আবার আসবে, এই পথে ফিরে যাবে—তখন আর একবার গাইতে বলবো ;এই ভেবে অনেকক্ষণ বসে রইলুম! ভাবলুম বুঝি অতিথি নূতন, পথ ভুলে আর কোন অজানা কুটীরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে গাইতে গাইতে জগৎ ভুলে গেছে—ফিরে আসতে আর মনে নাই। আরো একটু বসি, সে আসবেই ;— এই আসে, এই আসে ক'রে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। কং বসে বসে শেষে উঠে গেলুম! অতিথি আর ফিরে এলোনা

ইচ্ছে করে আর একটি বার তার গান শুনি। আর দেখ পেলে তারে একটি জিনিষের কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তুম্। সে (দিন এসেছিল, ঠিক সেই দিন থেকে আমার একটি জিনি হারিয়ে গিয়েছে। সে জিনিবটি যদিও অযত্নে বাইরে থাকতে

কিন্তু সেটি আমার বড়ই দরকারি—সে জিনিষটির অভাবে আমার সকল কাজ বন্ধ আছে।

জিনিষটি আমার অযত্নে বাইরে থাকতো, অকেযো ভেবে সে যদি নিয়ে গিয়ে থাকে!—যা হোক তারে একবার জিজ্ঞাসা করা নিয়ে বিষয়—একবার জিজ্ঞাসা করতুম্!

কিম্বা এও হ'তে পারে! সে জিনিষটি আমার বড়ই চঞ্চল,—তারে দেখে, কিম্বা তার গান শুনে—তার অজ্ঞাতসারে পেছু পেছু চলে গেছে; তার গান বড় মিষ্টি, আর ফিরে আসতে পারছে না; সে গাইতে গাইতে যাচ্ছে, আমার সেই জিনিষটি পেছু পেছু শুনতে শুনতে চলেছে;—এমন হ'তে পারে! সে অতিথির সংবাদ তুমি কিছু জান কি?

আহা, আজ যদি সে একবার আসতো তো বেশ হতো! আজ তার দেখা পেলে, যেন কি বলতুম; প্রাণের আবেগে কত কি বলতুম। নানা, কিছুই বলতে পারতুম না! কিছুই বলা হতো না! আজ এলে শুধু এই মালাছড়াটি তার পায় রেখে, তার অজ্ঞাতসারে, আমার চোখের দু'ফোঁটা জল তার পায়ে ফেলতুম। আর আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-অর্ঘ্য দিয়ে শুধু আজ তার অভ্যর্থনা করতুম; আর সে গান গাইলে আড়াল থেকে তার গান শুনতুম, আর আড়ালে আড়ালে একটু কাঁদতুম্। সে ফিরে যাবার সময় দূর থেকে প্রণাম করে—রুদ্ধকণ্ঠে বলতুম,—"তুমি আমার অতিথি, তুমি আবার এসো! তুমি আমার চিরজীবনের অতিথি, তুমি আবার এসো!" কিন্তু আমার সে জিনিষটির কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হতো না। তারে দেখে সব ভুলে যেতুম! জগৎ-সংসারের কোন কথাই

আর মনে থাকতো না! আমি পাগল হয়ে যেতুম,—কিম্বা গলা চেপে ধোর্ত্ত,—স্বর কেঁপে যেতো ;—কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হ'তো—কিছুই বলা হ'তো না। আমার মুখের কথা মুখে থাকতো, মনের কথা মনে মিলিয়ে যেতো ;—হৃদয়ের তরঙ্গগুলি বুকের ধার ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়তো—সে এসেছে শুনেই, আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়তুম ! আমার সব ভুল হয়ে যেতো! তারে কোন কথাই বলা হ'ত না! সব ভুল হয়ে যেতো!

না না, হ'তো বৈ কি!—নিশ্চয় বলা হ'তো। তার সম্মুখে না বলতে পারলেও, সে চ'লে যাবার সময়—আমি মনে মনে বলতুম ;—নীরব ভাষায় তারে আমার প্রাণের কথা জানাতুম,—সে প্রেমিক,—প্রাণের কথা বোঝে।

আহা! সে অতিথি কোথায় থাকে ? তার বাড়ী গেলে হয় না! হায়, কে আমায় তার বাড়ী কোথায় বলে দেবে? সে কোথায় থাকে ? কোথায় গেলে তার একটী বার দেখা পাওয়া যায়—কে বলে দেয়? আমি কার কাছে যাবো? কারে সুধাবো ? কে আমায় বলে দেবে ? আর তার কথা কি বলেই বা সুধাবো ? বলবো কি আমার হৃদয়-নিকুঞ্জের দ্বারে একদিন বসন্তের ভোরে কে একজন অজানা অতিথি এসে ভৈরবী গেয়ে ছিল ;—তোমরা কি সে অতিথিকে জান ? তোমরা কি তারে দেখেছো? তোমরা কি তার গান শুনেছো? সে পাগল করা গান জানে,—তোমরা কি তার গান শুনে পাগল হয়েছো? তোমাদের হৃদয়-নিকুঞ্জে সে কি কখন গেয়েছিল ?—কিম্বা অপ্সর কণ্ঠে কোন দিন সাড়া দিছিলো ? বল বল সে কোন পথে গিয়েছে? আমি যে পথে চলেছি—এ পথে গেলে কি তার কাছে যাওয়া যায় ?

কিন্তু কেউ যদি বলে "সে অতিথি তোমার কে হয় গা!" আমি তা'রে তখন কি উত্তর দিবো? কি বলে আমি তারে তার পরিচয় দিবো? সত্যই তো! সে আমার কে হয়? কেউ হয় কি! একদিন মাত্র গান গেয়েছিল—আমার ঘুমন্তকাণে কোন্ এক স্বর্গের সুধা ঢেলে দি'ছিলো;—তাতে আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক হ'তে পারে? কৈ না! তাইতো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনি!

নানা, সে নিশ্চয় আমার কেউ হয়। সে যেই হোক—সে আমার নিশ্চয় কেউ না হয়েই পারে না। না হলে তার জন্যে এমন শূন্য প্রাণে চাই কেন? তার জন্যে বিরহ গাই কেন? সে আবার গাইবে বলে—আকাশে কাণপেতে থাকি কেন? সে আবার আসবে ব'লে পথ চেয়ে থাকি কেন? তার জন্যে ফুল তুলি কেন, মালা গাঁথি কেন,—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার জন্যে চমকে উঠি কেন? মনে মনে তার সনে খেলি কেন? তার জন্যে কেন আমার আঁখি ঝরে? তার জন্যে প্রাণ আমার কেন হুহু করে? সর্ব্বদা কেন একলা বসি? কেন একলা একলা কাঁদি-হাসি? কেন একলা একলা চলি? কেন তার প্রেমে ঢলি? সে যদি আমার কেউ নয়, কেন আমি তারে খুঁজি? তার হৃদয়-মন্দিরে কেন আমার প্রাণ বলি দিতে ইচ্ছে করে? কেন তার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষের ঝুলী নিতে চাই? কেন কোথায় আমার পালাতে সাধ যায়? কেন কারেও আর আপনার বলতে প্রাণ যায় না? তারে মনে হলে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব কেন বুক থেকে সরে যায়? অকূলে ঝাঁপ দিতে মন কেন ধায়? সে যদি আমার কেউ নয়,—তবে আমি কেন তার? চাঁদ চেয়ে কেন

রাত জাগি ? কেন তারে পাব বলে যাই—দূর হতে দূরে ? কেন তার তরে সদা চাই ফিরে ফিরে ? কেন যাই হিমাচলে,—সাগরের কূলে,—মরুর মাঝারে তবে তারে কেন খুঁজে মরি ? নানা যে গোপনে আমার সনে খেলে, আমার সনে ঘুরে, আমায় চেয়ে হাসে ; যে আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসে ;—যে হৃদয় নিকুঞ্জে ভৈরবী গায় ;—সে আমার কেউ নয় ! তাইতো, সে আমার যেন কেউ নয় ! যে লুকিয়ে লুকিয়ে চায়, আড়ালে আড়ালে গায়;—ঘুমন্ত কাণে গান শোনায়—সে আমার কেউ নয় ! যে বাতাসে মিশে চলে, যে সাগরের বুকে ঢলে, যে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আচলে, সে আমার কেউ নয় ! ঠিক্ ঠিক্ সে আমার কেউ নয়।

আমি যার জন্যে কাঁদি, সে আমার কেউ নয়। আমি যার জন্যে মরি,—যার জন্যে বুকে বাজ ধরি,—সে আমার কেউ নয়। আমি যারে চাই, প্রাণে প্রাণে যার গান গাই, যার জন্যে বুক খালি,—সে আমার কেউ নয়। যার জন্যে সব সরিয়ে হৃদয়ে আসন পাতা, আমার প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা, যে আমার আপনার হতে আপনার, যে আমার হৃদয়ের হার ;—সে আমার কেউ নয় ! যারে কখন চাইনি, যারে কখন দেখিনি, যে আমার বুকের আড়ালে আড়ালে ; সে আমার কেউ নয় ! ঠিক্ ঠিক্ সে আমার কেউ নয় !

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তবে বলবো—"সে আমার কেউ নয় ! আমি যার জন্যে বাসর সাজাই, যার জন্যে মালা পরি—মালা গাঁথি—ফুলের বিছানা পাতি, যার জন্যে আমার জীবন যৌবন, যার জন্যে আমার রূপ, যার জন্যে আমার

বিলাস,—সে আমার কেউ নয়! কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো— “সে আমার কেউ নয়! “যার জন্যে আমার জাতি-কুল নাই, আমার সরম-ভরম নাই, ধরম-করম নাই, মান মর্য্যাদা নাই,—সে আমার কেউ নয়! যার কথা গাছকে জিজ্ঞাসা করি, যার কথা পাতাকে জিজ্ঞাসা করি, ফুল, ফল, লতাকে জিজ্ঞাসা করি; যারে সাগরের কূলে খুঁজিছি ধবলাচলে খুঁজিছি, যারে কৃষ্ণসার-মৃগেন্দ্র-নিবাসে খুঁজিছি - সে আমার কেউ নয়! যার সঙ্গে আমার বে হবার কথা, যারে আমি ভালবাসি,— মনে মনে সর্ব্বস্ব দিতে চাই—তবু ল'য় না, যার জন্যে আমি আজ পথে বসে, যার জন্যে আজ আমি পাগল হয়িছি, সে আমার কেউ নয়!

যদি কেউ বলে 'সে তোমার কে হয়!' আমি বলবো “সে আমার কেউ নয়!” নানা, আমি চুপ করে থাকবো 'হ্যাঁ—না' কোন কথাই বলবো না। উঃ না না, তা হবে না! তা হলে সব বুঝে ফেলবে,—আমায় আরো পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা পাঁচ কথা শোনায়ই—তাতে কি! তারা পাঁচকথা ছেড়ে লক্ষ কথা শোনাক্—তার সংবাদ তো পাবো তবে আর কি?

আচ্ছা, সে সেই গান গেয়ে গেল,—কেন আর ফিরে এলো না? ওঃ—ঠিক!—ভিখারীর কুটীর দেখে সে অবজ্ঞা ক'রে চলে গেছে! ঠিক! না হলে ফিরে যাবার সময় নিশ্চয় আর একবার গাইতো! ঠিক্ ঠিক্ সে অবজ্ঞা করেই চলে গেছে; তা হলে গা'ক্ না গা'ক্—একবার চেয়েও যেতো! আমি বসে আছি দেখলে একবারও থমকে দাঁড়াতোও!

নানা, আমার বোধ হয় সে চেয়েও ছিল, গেয়েও ছিল ;— আমি আনমনে ছিলুম—কিছুই জানতে পারিনি, কিছুই শুনতে পাইনি। আমি ফিরে চাইবো বলে বুঝি দাঁড়িয়েও ছিল! এই চাই, চাই করে—যখন আর চাইলুম না দেখে—কত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেল ; অভিমান ভরে চলে গেল! হায় হায় !

তবে সে কি আমার প্রাণের কথা বুঝেছে? আমার মনের ভাষা কাণে কি তুলেছে? আমার বোধ হয় তুলেছে! বোধ হয় কেন—নিশ্চয় তুলেছে! তা না হলে ভিখারীর কুটীরে রাজরাজেশ্বরের শুভাগমন হবে কেন? গগনের চাঁদ ভূতলে উদয় হবে কেন?

আহা! সে আমার প্রাণের কথা বুঝেছে, আমি যা চাই তা জেনেছে ;— জেনেছে বলেই এসেছে! ঠিক্ ঠিক্!—

আহা! তার কি দয়া! আমি না চাইতে চাইলে, আমি না গাইতে সে গাইলে! আমি ডাকতে না ডাকতে এসেছে! আহা, কি দয়া!

এবার সে এলে আর তারে যেতে দেবো না। আমার বুক বিছিয়ে তার শয্যা রচনা ক'রে দেবো ;—আমার কোমল বুকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো। যেতে চাইলে যেতে দেবো না! চোখের জলে বেঁধে রাখবো, কিম্বা তার পায়ে ধরবো, মাথা খুঁড়বো;— বলবো—আমায় কাঁদিয়ে যেও না! তুমি গেলে প্রাণ রইবে না! আশ্রিতকে আশ্রয়চ্যুত করো না! দেখ আমার জীবনের দিকে চেয়ে দেখ! ঘাত প্রতিঘাত দেখ, তরঙ্গ দেখ ; দেখ আমার

হৃদয়-হিমাচল গ'লে কত বড় গঙ্গা, কত বেগে তোমাতে মিশবে বলে—কেমন ভাবে কি উন্মাদ হয়ে ছুটেছে দেখ! দেখ,—শুধু মিশে যাবে, তোমার অনন্ত রূপসাগরে মিশে যাবে এই সাধ;—শুধু এই সাধ! শুধু মিশে যাবে;—একটী বার তোমাতে মিশে যাবার সাধ!

নানা, তুমি এসেছো—আর যেওনা! যদি এসেছো—আর যেওনা! তুমি যেতে পাবে না! আমার প্রাণ থাকতে তোমায় যেতে দেবোনা!

তুমি চলে যাবে? আমায় কাঁদিয়ে যাবে? যাবে যদি এসে ছিলে কেন? কে তোমায় আসতে বলে ছিল? তোমাকে কে ডেকে ছিল? কে তোমাকে আমার হৃদয় দ্বারে দাঁড়াতে আরাধনা ক'রে ছিল—সাধ্য সাধনা করে ছিল? গান গাইতে কে মাথার দিব্য দিছিল?

ওহো! তুমি স্বার্থপর! ঘোরতর স্বার্থপর! তুমি আপন সুখে চাইলে, আপন সুখে গাইলে;—আপন সুখ-স্রোতে ভেসে এসে ছিলে! উঃ তোমার মনে এতো গোল? আমাকে পাগল করবে বলে, আমার হৃদয় আকাশে তোমার রূপবিজলী না বলে ফেলে গেলে? গান গাইতে এসে আমার মনটি চুরি করে নে'গেলে? সর্ব্বনাশ ক'রে এখন পালাতে চাও! ছিঃ ছিঃ; তুমি বড়ই নিষ্ঠুর!

দেখ! তোমার পায়ে ধরি, যেওনা! আমায় বধোনা! তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে! তোমাকে আমার অনেক কথা বলা হয়নি! তোমাকে আমার ভাল করে একবার দেখা হয়নি! তোমাকে ভাল ক'রে একটু আদর করাও হয়নি!

তোমাকে একটি বারও আমার বুকে ধরাও হয়নি! আমার সারাজীবনের তুমিই একমাত্র অতিথি;—তুমি আমার নারায়ণ! আমায় মহাপাপে লিপ্ত ক'রো না,—আমার আতিথ্য গ্রহণ কর;—দিন দুপুরে ফিরোনা, আমার সর্ব্বনাশ করোনা! দেখ তোমার কষ্ট হবে না, তোমায় ব্যথা দেবোনা! তুমি প্রেমিক, প্রেমের মর্ম্ম বোঝো, বেদনা বোঝো! আসতে না আসতে যেওনা, বসতে না বসতে উঠোনা! আমি তোমার দিকে একবার ভাল করে চাইনি! তোমাকে আমার একটুও সোহাগ করা হয়নি! তুমি যেওনা, তুমি যেওনা!

তুমি দাঁড়াও, আমি ভাল করে দেখি! তুমি ভাল করে দাঁড়াও, আমি জীবনের সাধ মিটিয়ে দেখি! তুমি চাও, ভালকরে চাও,—বেশ ভাল করে চাও; আমিও চাই;—তোমাতে আমাতে চাওয়া চাওয়ি করে থাকি! তুমি এসো, আমার কাছে বসো;—আরও স'রে এসো;—আমার বুকের কাছে সরে এসো! তুমি গাও, আমিও গাই;—এক তানে, এক প্রাণে দুজনে গাই;—আমার জ্বালা জুড়িয়ে যা'ক! তুমি হাসো, আমার মুখ চেয়ে হাসো;—আমার বুক ভরা হাসি হাসো! আমার বুক ঠাণ্ডা হো'ক।

তুমি যেওনা, একটু স্থির হয়ে বসো! ঐ দেখ! তোমার জন্যে ফুল তোলা, মালা গাঁথা;—তোমাকে পূজা করবো ব'লে ব'সে আছি! নিত্য আমি এইরূপে তোমার পূজার আয়োজন করে রাখি;—তুমি আসনা—ফুল শুকিয়ে যায়, মালা ম্লান মুখে চায়। ঐ দেখ কত মলিন মালা, শুক্‌নো ফুলের স্তূপ;—তোমার জন্যে সব শুকিয়ে গেছে।

ওঃ বুঝিছি, তুমি যাবে! তুমি যাবার জন্যে এসে ছিলে, তুমি আমাকে কাঁদাবে বলে গেয়ে ছিলে! যাও, কাঁদাও;—তোমার যা প্রাণ চায় কর;—যথা ইচ্ছা যাও! কিন্তু তুমি আমার! যত দিন দেহে উত্তাপ রই'বে, ধমনীতে যতক্ষণ উষ্ণ রক্তস্রোত বইবে ততক্ষণ তুমি আমার। তুমি আজ চলে যাও,কিন্তু তুমি আবার আসবে;—আমার হৃদয়ের শেষ নিশ্বাস তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবে! আমি মলেও তোমায় ভুলবো না; তুমি যাও!

তুমি প্রতারক, তুমি যাও! তোমায় সকলে চেনে, তুমি যাও, যথা ইচ্ছা চলে যাও। তোমাকে দেখে সকলে প্রতারক বলে হাসবে, তুমি চ'লে যাও! তোমায় সকলে চেনে, সকলে হাসবে! গাছ হাসবে, পাতা হাসবে, বাতাস সন্ সন্ ক'রে তোমাকে বিদ্রুপ ক'রে যাবে; তোমায় দেখে সাঁজের আকাশে চাঁদ মুচকে হাসবে! স্তব্ধরাত্রে নিশাচর সকলকে শুনিয়ে তোমায় বিকৃত-ভাষায় ব্যঙ্গ ক'রবে! 'ঐ প্রতারক!' ব'লে পাখীরা ভৈরব আরবে ঊষার আকাশ কাঁপিয়ে তুলবে! আমা হ'তে তোমায় সকলে বুঝে ল'বে!

তুমি যাও! তুমি চ'লে যাও! তুমি দূরে যাও, দূর-হতে দূরে যাও;—কিন্তু তুমি আমার নিকটে! তুমি আমার আশে পাশে, আমার আকর্ষণে ভেসে আসবে! তুমি যাও!

আহা, এ জগতে যেন কেউ তোমাকে আর ভাল না বাসে। আমি জগতের কাণে হেঁকে হেঁকে কইবো "এক অতিথি আছে সে ছদ্মবেশে সকল দ্বারে ঘোরে, গান গায়,—আর পাগল করে। তার গান শুন'না, তোমাদের দ্বারে দাঁড়ালে কখন গাইতে দিও না; তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে। সে

সর্ব্বনেশে লোক! লোকের সর্ব্বনাশ করেই বেড়ায়! সে সকলের সর্ব্বনাশের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘোরে! সে সকলের সর্ব্বনাশ করে; সর্ব্বনাশ করাই তা'র কায!"

যদি কেউ তোমাকে ভালবেসেছে দেখি;—তারে বলবো তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে,—তুমি ব্যাধের হাতে পড়েছো; আর তোমার রক্ষা নাই!

জগত সাবধান! তারে দেখে কেউ মোহিত হ'ওনা, তার গান শুননা, আর ত'ার মানুষ মারা গান! ত'ার ব্যবসাই ঐ!

তারে কেউ ভালবেস না! ত'ার গান শুন না, ত'ার পানে চেও না, সে সাধলে কথা ক'য়ো না! ত'ার চাউনিতে ছলনা, বুকে প্রতারণা, হাসিতে বিষ, মুখে চাতুরী, রূপে ফাঁদ পাতা, হাতে শব্দভেদী বাণ; সে ছদ্মবেশে ঘোরে,—ঠিক্ দুপুরে মারে; তার কাযই ঐ! কে কোথায় বসে, কে কোথায় হাসে; সকলের প্রতি লক্ষ্য ক'রছে, সুযোগ পেলেই প্রাণে মারবে; ত'ার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, ধর্ম্ম নাই! তার রূপ দেখে মেতোনা, গুণ দেখে ভুলো না, ত'ারে সরল ব'লে বিশ্বাস করো না! কাঁদবে, আমার মত পথে ব'সবে! সাবধান! জগত সাবধান!

উঃ সর্ব্বনাশ! আমি ক'ারে কি বলছি! আমি পাগল হলাম নাকি! যে আমার জীবন;—জীবন-সর্ব্বস্ব, আমার আঁধার ঘরের আলো,—হৃদয় আকাশের জ্যোৎস্না, আমার মরুময় জীবনের নির্ঝর; যে হতাশের আশা, পিপাসার্ত্তের শীতল জল, বিপদাপন্নের সাহস; যে ভব পারের খেয়া;—আমি ক'ারে কি বলছি? য'ারে দেখে আনন্দ, য'ারে না দেখে

আনন্দ ;—যে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব, নন্দনের পারিজাত, অমরার সর্ব্বস্ব ;—যে স্বর্গীয় চিকিৎসক, ভবরোগাক্রান্ত মহারোগীর মহৌষধ, আমি কারে কি বলছি? আমি ক'রে কি বলি! এ আমার কি হল মা! আমি ক'রে কি বলি? কি বলতে কি বলি!

কৈ, আমি কা'রেও কিছু বলিনিতো! ওঃ বুঝিছি! যে আমারে পাগল করে'ছে—তা'রে? তা' তারে বলবো নাতো, কারে বলবো? সে আমায় পাগল ক'রে দেবে, আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে, আর তা'রে আমি কিছুই বলতে পারব না! সে আপনার পর করে' দিলে, আমার মান-মর্য্যাদা নষ্ট ক'ল্লে,—বুক ভেঙ্গে দিলে! আমি তা'রে কিছুই বলবো না?

যে আমায় আধমরা ক'রে রেখেছে, যার জন্যে প্রতিশোধ ল'বার যো নাই; কেউ একগালে মারলে, আর এক গাল পেতে দিতে হয়! যে বলে "তুমি কেবল সহ্য কর! বুক পেতে থাক, আমি মাড়িয়ে যাই! তোমার ধন, প্রিয়জন, আমায় দান কর! তোমার রূপ-যৌবন, তোমার সামর্থ্য, আমার কাযে ব্যয় কর! জগতে আমি ছাড়া, তোমার আর কেউ আপনার হ'তে পারবে না;—আমি তোমার সর্ব্বস্ব! তারে আমি কিছুই বল্‌তে পারবো না?

হায়, তুমি বেণে! তোমার এত ঘসামাজা? তা' তোমার দোষ নয়, তোমার ব্যবসার দোষ! ছিঃ ছিঃ! এত ঘসলে, মাজলে, পোড়ালে; তবু মন উঠলো না?—আবার ঘসবে, আবার মাজবে, আবার পোড়াবে? ফের পোড়াবে? বার বার পোড়া'বে? আশ্চর্য্য!

তুমি কয়লা ক'য়ে দেবে,—আমরা তোমাকে কিছুই বলতে পারব না? নিশ্চয় পারব! একশ বার পারব! তোমায় বলবো নাতো কা'রে বলবো? এখানে কে আছে? তুমি ছাড়া আর এখানে কে আছে?

জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আর কে আছে? জীব জগ-তের মধ্যে আর কে আছে?

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে আর কে আছে? আধিভৌতিক, আধি দৈবিকে আর কে আছে? তুমি ছাড়া আর এখানে কেউ নাই, কিছু নাই! তবে আর কারে বলবো? তুমি ছাড়া আর কা'রে কিছু বলবার নাই।

সংসারে আর আমার কারো সঙ্গে কোন বিবাদ নাই, জগতের সঙ্গে বিবাদ আমার মিটে গে'ছে; কারো সঙ্গে কোন বিবাদ নাই!—পাঁচের সঙ্গে নাই, দশের সঙ্গে নাই, দেশের সঙ্গে নাই, বিদেশের সঙ্গে নাই, ভালর সঙ্গে নাই, মন্দর সঙ্গে নাই, মহাশত্রুর সঙ্গে নাই! যে আমারে ঘৃণার চক্ষে দেখে, উঠতে বসতে যে আমার অমঙ্গল কামনা করে—আর কা'র সঙ্গে কোন বাদবিষম্বাদ নাই।

আমার যত বিবাদ এখন তোমার সঙ্গে। আমি জানি তুমিই যত অনিষ্টের গোড়া—তুমিই সকলের মূল। যত ঝগড়া বিবাদ, হাঙ্গামের গোড়াই তুমি! লোকের ছেলে ম'লে,—সকলে বুক চাপড়ে কাঁদে;—আর তুমি তা'র পাশে দাঁড়িয়ে হাস! তোমায় কি বলবো? কা'রো ঘরে আগুন লাগিয়ে, তুমি তামাসা দেখ!—সে ছুটোছুটি ক'রে মরে তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে থাকো! তুমি ভিখিরীকে খোঁড়া ক'রে

রাখ, তা'র চোখ নাও—চোখের বদলে,তারে চোখের জল দাও! উঃ তুমি বড়ই নিষ্ঠুর!

হায় তোমার গুণের কথা কত বলবো?—তুমি বরের ঘরের মাসী, তুমি কনের ঘরের পিসী! তুমি চোরকে বল চুরি কর্ত্তে, গৃহস্থকে বল সতর্ক হতে! তুমি ঢেঁকির তসিল,—এদিকেও আছ, ও দিকেও আছ! তুমি দু'তরফে ঘুষ খাও! তুমি সাপের ওঝা, সাপুড়ের যম! তুমি শাঁকের করাত, আসতে যে'তে কাট!

গোলমাল তুমি ভালবাস না আমরা ভালবাসি? তুমিত সব উলট-পালট করে বেড়াও! এর এটা এখানে, তা'র সেটা সেখানে কর। রামের জিনিষ শ্যামেরে—শ্যামের জিনিষ হরিরে দিয়ে বেড়াও। এর ছেলে কেড়ে ওরে দিচ্ছ, ওর ছেলে কেড়ে তা'রে দিচ্ছ। এক জনের কাযে সহায়তা কর'ছো, আর এক জনের শত্রুতা ক'রছো। তুমি কারে নিক্তি ধরে ওজন ক'রে দাও—এক চুল বেশী দেবে না; আর কা'রে গাদা ধরে দি'চ্ছ—তা'র ওজনের আবশ্যকও নাই! তুমি কোন্ দিক-দে এস কোন্ দিক-দে'যাও! তোমায় নমস্কার! কলের পুতুল কলে নাচাও, হাত-পা নড়ে বলে' মাথায় লাঠী মার! উঃ তুমি কি সহজ?—নৈলে আমরা এত অন্ধ কেন? আমাদের কি স্বার্থ? আমরাত সব তোমার জন্যেই নাচি, তোমার স্বার্থে খেলি, তোমার স্বার্থে বলি; তোমার স্বার্থ লয়েইত আমাদের যত ঝগড়া বিবাদ; নৈলে এখানে আমাদের কিসের মারামারি? কা'র জন্যে জাল জুয়াচুরি? কা'র জন্যে এত প্রতারণা? কা'র জন্যে এত বুকে-ছুরি? কা'র জন্যে আমরা? কা'র জন্যে সংসার?

আমরাত দু'দিনের যাত্রী, এতো সব পথের আলাপন? অতিথিশালায় বাস? দু'দিনের জন্যে তবে কেন হাসা-কাঁদা? দু'দিনের জন্যে কেন ঘর বাঁধা? কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হলে কি হয়? ভাঁড়ে না খেয়ে, ঘাটে জল খে'লে কি হয়?

তোমারতো সে মতলব নয়! তুমি স্ত্রীলোকের আঁচলের খোঁটে আমাদের বেঁধে দেবে—আমরা জন্মের মত তা'দের আঁচলে বাঁধা থাকবো। চিরদিন তা'দের আঁচলে আঁচলে বেড়া'বো; তা'দের ছেলে কোলে করি,—ছেলে-মেয়ের নরক ঘাঁটি, তাদের হুকুমের চাকর হই—বাবুগিরির তাবেদারি করি, তা'দের জন্যে পরস্ব হরণ করি, পরের জুতো ঝাড়ি, পরের মাথায় কুড়ুল মারি;—তারা আমাদের বাঁদর নাচ নাচাবে; এই তোমার ইচ্ছে! তোমার এই মতলব! ছিঃ ছি আমাদের মুখে রক্ত উঠে;—তুমি পেছনে দাঁড়িয়ে আড়নয়নে চেয়ে বল "কেমন! এ নদের-হাট,—কেমন। এমন সাধের ফাঁসী;—কেমন! রমণীর আঁচল, কেমন!"

আমরা যে যাই যাই হই, সে দিকে তোমার লক্ষ্যই নাই! আমরা যে কূপে পড়ে "ত্রাহি ত্রাহি" করছি; বিপদে উদ্ধার কর বলে বুক চাপড়াচ্ছি,-আত্মহত্যা করছি; সে দিকে তোমার লক্ষ্যই নাই; সে সময় তুমি হয়তো কার ছেলের প্রাণটী সংহার করবার জন্যে, বৈদ্যের ওষুধের থলিতে একটী বিষ-বড়ী রাখছো। সে নিরীহ-বৈদ্য কিছুই জানে না;—সে অমৃত ঔষধ জ্ঞানে তোমার রাখিত আশু-প্রাণসংহারক-বিষবড়ীটী বালককে সেবন করাইয়া,—বাটীর বাহির হতে না হতে বাটীতে কান্নার রব উঠিল;—ননীর পুতুল-ছেলে, সেই তীব্র বিষ খেয়ে মার কোলেই

এক মুহূর্ত্তে পঞ্চত্ব পেয়েছে। বৈদ্য মরমে মরে গেল। শিশুর মা আর জীবনে সে বৈদ্যের মুখ-দর্শন কল্লে না। কিম্বা দেখলে শিউরে উঠতো। সেই বৈদ্যই শিশুর প্রাণ হন্তারক—এই শিশুজননীর ধ্রুব জ্ঞান।

তোমার সকল বিষয়ে এই কারসাজী! সকলেতে তোমার এই ধাঁধাবাজী। তুমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাও, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গ; কার কালি, কা'র মুখে দাও!—পোড়া কর্ত্তব্যের শিকলে না হলে মানুষ বেঁধে রাখ?

হায়, কার কর্ত্তব্য পালন করি? কর্ত্তব্য কি? উঃ, সাধের-ঘানি না টানলে কর্ত্তব্য হানি হইবে? কি আশ্চর্য্য! যদি কেউ না টানলে, তুমি তারে মারবে, পিঠবে, বাঁধবে—কোসবে;—ত'ারে গুরুদণ্ড দেবে! বলদ চোখে ঠুলি না পরতে চাইলে—তুমি জোর করে পরাবে! মানুষ সং না সাজতে চাইলে, তুমি মেরে ধরে সাজাবে! কিন্তু যে তোমার গুরু-দণ্ড উপেক্ষা ক'রে! তুমি শূলে দিলেও যে সং সাজতে চায় না,—কর্ত্তব্যের ঘানি টানে না,—ত'ার তুমি কি কর? তুমি ত'ার কিছুই কর্ত্তে পার না!

ত'ার ঝাল তুমি আমাদের উপর ঝাড়!—যে তোমার চির পদানত, তোমার সন্তোষের জন্যে নিশি-দিন ষোড়শোপচারে তোমার কর্ত্তব্যের পূজা করে, সেই ঝাল তার উপরে ঝাড়।

যে তোমার কর্ত্তব্যের সেবা করে, তা'রে তুমি দেখ কই? তা'রে আরো নানা কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি দেখিয়ে ছলনা কর, কর্ত্তব্যের কত বিভীষিকা দেখাও। আর কর্ত্তব্য পরান্মুখ ব্যক্তি তোমার

কোল পায়; অনায়াসে সে তোমায় বাধ্য করে; তা'র জন্যে তুমি সতত ব্যস্ত থাক! তা'র সুখসম্ভোগের জিনিষ স্তরে স্তরে সাজিয়ে নেবেড়াও ;—নাও নাও বলে পেছু পেছু ঘোর।

কেউ একটা পয়সার জন্যে, দুপুর রোদে পুড়ে' বুক চাপড়াচ্ছে, সে তোমার কেউ নয়। তারে দেখে বল ;—"এখন বেলা, আছে, আর একটু চাপড়াক, রোদ পড়ে আসুক—দু'মুঠো দিলেই হবে!" হয়তো সে কর্ত্তব্য জ্ঞানে তোমার কর্ত্তব্যের পূজা করে। অহোঃ কি নিষ্ঠুরতা!

তুমি ঘরে বসে বাজী পোড়াও, চালা ধরে—ঘর পোড়ে ;—দোষ দাও আমাদের। তুমি চালাক, আমরা বোকা। তুমি বড় আমরা ছোট; তাই তুমি পদানত ব্যক্তিকে মাড়িয়ে প্রভুত্ব দেখাও!

ওঃ হরি! আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করব? আমার বাবাও পারবে না! আমায় পথ ছেড়ে দাও, আমায় রক্ষা কর! আর না, আমি চিনিছি! আমি তোমায় চেনেছি! ভাল ক'রে চিনিছি! তুমি কিরূপ, তা পথে বসে' চিনিছি!

অহো আর না, পথ ছাড়—আমি পালাই! তোমার ফাকীতে, তোমার দালালিতে আর না! তুমি অনেককে দেউলে করেছ, অনেককে পথে বসিয়েছ—তোমার জ্বালায় লোক দেশ ছেড়ে পালায়।

তুমি হিংস্রের একশেষ! তুমি ঠোঁটে মোটে হাসি দেখতে পার না; তুমি যুবকের উচ্চবুকে মুষলের ঘা দাও; সরল হৃদয়ে গরল ঢে'লে দাও; আলো করা চাঁদ মুখে আমাবস্যার অন্ধকার ছড়িয়ে দাও, তুমি চাতকের পাশে জল রেখে নৈরাশ

কর, তুমি শিশুর খেলা ভাঙ্গ, যুবতীর গলারহার চুরি কর, তুমি বৃদ্ধের ভাঙ্গা বুকে লাথী মার; তুমি পাষাণ!

তার বড়ই দুর্ভাগ্য, যে তোমার জন্যে পাগল হয়; তোমার ভালবাসার ফাঁদে পড়ে! যে তোমার জন্যে পথে বসে;—হায়,—ত'ার জগতে ঠাঁই হয় না।

আহা, কি ভ্রম! সুখের আশায় জনমের দুঃখ কেনা? মাণিক তুলতে অতল সাগরে ডুব দেওয়া? তোমার রূপের আগুনে পুড়তে গিয়ে আধ পোড়া হওয়া? উঃ কি ভয়ানক!

ছিঃ ছিঃ! লোকে কেন তোমার পথে বসে? কেন তোমার দালালি শুনে? কিন্তু তারা কি করবে! তোমার চক্রে সকলের মাথা ঘুরে যায়;—হিত বুঝতে বিপরীত বুঝে ফেলে; তখন তারা বজ্রাঘাতে বুক পেতে দেয়, আগুনের হলকা মাথায় লয়! বেড়াআগুনে পুড়তে চায়; উত্তাল সাগর তরঙ্গে টলে না, ফুলশরে চেতন হারায় না; তখন তারা অটল, অচল, ধীর, স্থির, সাগরের ন্যায় গম্ভীর! প্রলয়ের মেঘ ঝড়ের মধ্যে তোমায় দেখবে বলে বসে আছে;—কি বিপরীত জ্ঞান! শুধু তোমায় দেখবে, আর কিছুই চায় না;—শুধু একটী বার দেখা!

সুখের মরণ মরব বলে, সাধের চিতা সাজিয়িছি ত'া জ্বলছে—জ্বলুক, দাউ দাউ ক'রে জ্বলুক! সব পুড়ে য'াক! এমন আর কি!

বেশ বেশ! তোমার মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে; সেই ভাল! তোমার সুখে আমার সুখ। তুমি সুখে থাক! আমি তোমার স্মৃতি বুকে করে থাকবো। তোমার চিন্তা আমার সহায়

হো'ক। আমার মন ছেড়ে তুমি কোথায় পালাবে? আমি মনের কোণে তোমায় দেখব। সারা নিশি জাগব চাঁদমুখ দেখে তো'মার বিরহ ভুলব। কিম্বা সন্ধ্যাবক্ষে তোমার সেই গৈরিকবসনপরা আজানুলম্বিত ভুজ, সুবিশাল-বক্ষ, তপ্তকাঞ্চনময় ঢল ঢল—দেব আকাঙ্খিত যোগেশ্বর মূর্ত্তি! অথবা তোমার প্রভাতের আধশ্যাম আধশ্বেত,—হরিহর মূর্ত্তি দেখে প্রাণ ধরবো! তুমি আমায় ছেড়েছ, আমি তোমায় ছাড়িনি। তুমি আমায় ভুলেছ, আমি তোমায় ভুলিনি। তুমি আমায় পর করেছ আমি তোমায় পর করিনি।

কিন্তু হায়, তুমি ভুলতে পার! তুমি একা অনেক গুলির, আমি একা—একটীর। আমি ভুলতে পারিনি তুমি আমার সাত রাজার ধন। তুমি ভুলতে পার, তোমার একটী মন দশ দিকে; আমার একটী মন, কেবল তোমার দিকে—আমি ভুলতে পারিনি। তুমি ভুলতে পার, তোমার দশের উপর টান; আমি ভুলতে পারিনি; আমার কেবল তোমার উপর টান। তুমি দেশ দেশান্তরের, আমি পিঞ্জরের। তুমি ছাড়া, আমি লোহার শিকলে বাঁধা; তুমি ভুলতে পার, আমি পারিনি।

তা' তোমার সুখে আমার সুখ! তুমি যদি ভুলে সুখী হও—তুমি আমাকে শতবার ভোল! চির দিনের জন্যে ভোল! আমায় কাঁদিয়ে যদি তোমার কোন শান্তি হয়, আমায় বার বার কাঁদাও, চিরদিন কাঁদাও! আমার চোখের জলে যদি তোমার আনন্দ হয়, তুমি যত চা'বে তত আমার চোখের জল দেবো! আমার বুক উথলিলে, যদি তোমার ভাল লাগে; চির দিন আমার বুক উথলুক!—ভাদ্রের ভরা নদীর মত

উথলুক!—বুক উপচে পড়ুক! আমার বুকের শোণিতে যদি তোমার পূজা হয়, তোমার প্রিয় হয়;—বুক চিরে রক্ত দেবো—বুক খালি করে দেবো! আমার বুকের তাপে যদি তোমার আরাম বোধ হয়, বুকে রাবণের চিতার মত চিতা জ্বালব—চিতার পাশে চিতা জ্বালব! ধূ ধূ ক'রে জ্বালব!

তুমি আমার জীবনের, তুমি আমার জনমের, তুমি আমার দিনের,—অদিনের, তুমি আমার হিতে, তুমি আমার বিপরীতে। তুমি আমার নয়নের কাজল, অধরের রাগ, মুখের হাসি; গলার হার, বাল্যের জীবন, শৈশবের সরলতা, যৌবনের উদ্যম, প্রণয়ের প্রথম সঙ্গী, ভালবাসার পবিত্রতা, প্রমোন্মত্ত প্রাণ! আমি তোমার শ্রীচরণের! তুমি আমায় মার, আমায় কাট, পায়ে ঠেল, মাড়িয়ে চল; তবু আমি তোমার। তুমি প্রভু, আমি চির দাস! তুমি গুরু, আমি সেবক, তুমি নাথ, আমি আজ্ঞাধীন। তুমি পিতা, আমি ছেলে। তুমি মা, আমি সন্তান। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী। তুমি পতিত পাবন, আমি পতিত। আরো তুমি আমার কে হও তা জানি না। কিন্তু তুমি আমার আপনার আপনার হতে আপনার।

তুমি আমার সারা জীবনের অতিথি, আমার হৃদয় নিকুঞ্জের প্রহরী, আমার যৌবন-বসন্তের কোকিল, আমার অধ্যয়নের আচার্য্য, আমার হৃদয়-মন্দিরের পুরোহিত, তুমি আমার আরও কে হও তা জানি না; তবু তুমি আমার যেন জীবনের।

তুমি যেন কেমন! আহা, তুমি যেন বাসন্তী প্রভাতের মাধুর্য্য, তুমি যেন সায়াহ্ন গগনের আরক্তিম আভা, তুমি যেন শ্বেতচন্দ্রকিরণ প্লাবিত মধুযামিনীর তটিনী-সৈকত, তুমি

যেন নির্জ্জন বন-ভূমের শ্যাম্য শান্ত অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য, আহা তুমি যেন কেমন! তুমি যেন কেমন কেমন! তোমায় যেন কোথায় দেখিছি! নিদাঘে গাছের ছায়ায়, গ্রীষ্মের ঝিম্‌ঝিমি রৌদ্রে, বরষার আকাশে, শশাঙ্কের পাশে, নিশার স্বপনে, তরুণ অরুণে, সন্ধ্যার গায়, ঊষার পায়, নির্জ্জন নদী-হৃদয়ে, আনন্দ-উৎসবে, আমার হৃদয়-মন্দিরে, তোমায় যেন কোথায় কোথায় দেখিছি! জ্যোৎস্না রাতে, প্রভাত হাসিতে, বসন্তের সবুজ-গায়ে, জননীর স্নেহে, যমুনা-পুলিনে, ত্রিবেণী সঙ্গমে, সাগরের বুকে, পর্ব্বত-শিখরে, ভাগীরথীর পারে, তোমায় যেন, আরো কোথায় দেখিছি।

আমি তোমায় বড় ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি সেই ভাল! তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় ভালবেসো, এসো, হেসো! না ইচ্ছে হয় ভালবেসোনা, এসো না, হেসোনা! তোমার য'াতে সুখ, তুমি তাই কর!

তুমি দূরে কিম্বা নিকটে তোমার যথা ইচ্ছা তথা থাক; আমার কোন অসুখ নাই। আমি তোমায় ভালবাসি, আমার সেই সুখ, আর আমি কিছুই চাইনি।

এ জীবনের তুমিই আমার একমাত্র ভালবাসার জিনিষ! আমি তোমাকে আপন হারিয়ে ভালবাসবো; এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু ধরবে ততটুকু ভালবাসব; এ জীবন তোমায় বিলিয়ে দিয়িছি; তবু আমার যা' আছে তাই দিয়ে ভাল বাসব।

আমি কি চাই জানো? আমি চাই তোমায় ভালবেসে গৃহ ভুলতে, সংসারের মায়া ভুলতে, মমতা ভুলতে, স্নেহ

ভুলতে, ধন জন পরিজন সকল ভুলতে;—জগত ভুলতে! আমি চাই তোমার প্রেমে পাগল হ'তে! তোমায় প্রেমে দু'হাত তুলে নাচতে।

হরি, হরি তুমি আমায় দুঃখ দেবে! দাওনা! সেতো আমার শাঁপে বর! দুঃখ দেবার সময় তুমিতো আমায় মনে করবে,—সে সময় তোমার মনে স্থান পাবতো! তা' ভাল মনে দাও, আর মন্দ মনেই দাও! তোমার মনে স্থান পেলুম, সেই যথেষ্ট! সেই সৌভাগ্য, সেই আমার গঙ্গাস্নান; সেই আমার পরমার্থ লাভ!

তোমার জন্যে আমি যদি গাছ তলায় দাঁড়াই,—তা'তে কি? সেতো আরও ভাল! সেখানে পেছুটান নাই, গোলমাল নাই, কোন ঝঞ্ঝাট নাই! আর তোমাকে ভালবেসে যদি দুঃখ কষ্ট না ভোগ কল্লেম, সে ভালবাসা—ভালবাসা কি? সে কি রকম ভালবাসা হল? যে ভালবাসায় দুঃখ-কষ্ট নাই, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নাই, দুঃখের উপর দুঃখ নাই, বিপদের উপর বিপদ নাই, হতাশের উপর হতাশ নাই, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়! যে ভালবাসায় টান নাই, তুফান নাই, স্রোত নাই, উন্মাদ-ঢেউ নাই; সে ভালবাসা—ভালবাসাই নয়!

ভালবাসার বক্ষ গভীর, গভীর হতে গভীর;—বারিধি-বক্ষ সমান! কূল নাই, সীমা নাই, গভীর হ'তে গভীরতম!—সেখানে তরঙ্গের গায় তরঙ্গ ঢলে, নাচে—তরঙ্গ পাগল হয়ে ছোটে!—সেখানে জ্ঞান নাই, লক্ষ্য নাই, উপায় নাই, উদ্দেশ্য নাই, জাতি নাই, কুল নাই, মান-অভিমান নাই,—কিছুই নাই। ভালবাসা দুঃখের শেষ-ছবি—ভালবাসার চক্ষে জল নাই!—ভালবাসা মনের একটী উন্মাদ গতি; নদী যেমন

পাগল হয়ে পর্ব্বত-গৃহ ছাড়লে একা নদী দশটা হয়; দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়, সুস্থান কুস্থান মানে না; সকল বাধা অতিক্রম ক'রে সাগর-সঙ্গমে মিশে; মনের সেই রকম উন্মাদ-গতি সচ্চিদানন্দে মিশতে চাইলে,—তখন আর ভেদাভেদ বিচারের অবসর পায় না; মনের সেই পাগলগতি আরও পাগল হয়ে নদীর মত খুজে খুঁজে সেই বাঞ্ছিতের কাছে যাবেই যা'বে! জাতি, কুল, ধর্ম্ম কর্ম্ম, তার সব পথে কোথায় কোথায় হারিয়ে যায়। তা'র কিছুই থাকে না!

এত বেশ ভাল কথা! তবে কেন প্রাণে অভিমান জাগে? তবে কেন বলি সে আমায় দেখে না—সে আমায় ভালবাসেনা? সে লোক দেখান আসে, ভালবাসতে হয় তাই বাসে? না না নাথ! আমায় ক্ষমা কর। আমি দীন, অতি হীন, আমার কোন জ্ঞান নাই। আমি পাগল, মহাপাগল, সর্ব্বদা প্রলাপ বকি। কি জান! আমি যেন কেমন হ'য়ে গিছি! কেমন যেন বিকারের ঘোর! বুকের ভেতর সর্ব্বদা কেমন যেন অজ্ঞান অবিদ্যার কলহ হয়! যেন কিসে আমাকে কেমন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কি হয় না হয়, কিছুই বুঝতে পারি না!—

যে আসে, তা'র পেছন পেছন যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, হয়তো তা'র সঙ্গে গেলে তোমার কাছে গিয়ে পড়ব। যে হাসে, মনে হয় সে হয়ত তোমার আপনার লোক; অমনি তার হাসিতে মিশিয়ে যাই; যে দুটো মুখের মিষ্টি বলে, একটু আদর করে, কাছে বসতে কয়; তার কাছে অমনি প্রাণ লুটিয়ে পড়ে; সে বুঝি তোমার আত্মীয় তাই আমার উপর এত অনুগ্রহ, তার পায়ে পড়ি!—

যদি কেউ তোমার কথা কয়, অমনি আপন ভুলি; কেমন নেশা হয়, মাতাল হয়ে যাই—ঘুমিয়ে পড়ি। কেউ যদি তোমায় ভালবাসে দেখি, তার পা-দুখানি মাথায় রাখি। তার কাছে কাঁদি, কত সাধি—আকুল হয়ে পড়ি। রুদ্ধ-কণ্ঠে তারে বলি, আহা, তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি প্রেমিক শিরোমণি! না, না তুমি প্রেমিক-শিরোমণি তো বটেই—তুমি চতুর শিরোমণি! পৃথিবীর এত সুখের জিনিষ ফেলে; এত আপদ বিপদের হাত এড়িয়ে, কত প্রলোভনের ফাঁড়া কাটিয়ে—কামিনী-কঞ্চন-সাগর পার হয়ে, জগতের চক্ষে ধূলো দিয়ে;—প্রভুর শ্রীচরণ ধরেছো?—উঃ তুমি মহাচতুর!

লোকের যাতে সুখ, তোমার তা'তে দুঃখ। তোমার যাতে সুখ, লোকের তা'তে দুঃখ; এ জ্ঞান তোমাকে কে দিল ভাই? এমন আশু লাভ,—হাতে হাতে লাভ ত্যাগ করে, আনন্দ ফলের গাছ রোপন করা, এ বুদ্ধি কে দিল ভাই? মহামায়ার মহাচাতুরী কেমন করে বুঝলে ভাই? কেমন করে সে গোলকধাঁধা পারিয়ে এলে?

ওঃ! প্রভু বুঝি তোমার দয়া করেছেন? পথ বলে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন,—জগতের অনিত্যতা অনুভবের শক্তি দিয়েছেন? তাই তো বলি! নইলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে চট্ চলে আসা! যেখানে মহা-মহারথী পতন হচ্ছে, ব্রহ্মাদি যেখানে শঙ্কিত—সেই দেশের বাইরে আসা?—

তখন তারে আরও বলি, দেখ! বহু জন্মের তপস্যা ফলে লোক সরলতা লাভ করে, সত্য প্রিয় হয়—সত্য অবলম্বন করে; অনিত্য পথ ত্যাগ ক'রে নিত্য পথে ফিরে—চৈতন্যরাজ্যে

প্রবেশ করে। তুমি মহাভাগ্যবান! দেখ! হাতে হাতে সুখ,—কে ত্যাগ কর্ত্তে চায়? এমন সংসার কে ভাঙ্গতে চায়? বংশধরকে কে বুক থেকে নামাতে চায়? রমণীর অধর-সুধা কে উপেক্ষা করে? সহজ জ্ঞানে অর্থের নেশা, বিষয়-তৃষ্ণা—কে অপকারী বিবেচনা করে? পোড়বার আগে কে আগুনের উত্তাপ মনে করে শিউরে উঠে? আর আর কত কি বলি।

হায়, সংসার পুস্তক নানা ছন্দে নানা ভাবে দীর্ঘ কাল পাঠ করেও—লোকের কোনই জ্ঞান হয় না;—জ্ঞান হওয়া দূরে থাক, আরও নীচ হয়ে যায়; পথ হারিয়ে ফেলে, অভিমানে বুক ফুলিয়ে বসে থাকে! বলে "আমি এত জ্ঞানী, আমি তত জানি, আমি পণ্ডিত, আমি দীর্ঘকাল জ্ঞান চর্চ্চা করছি। আমার এ জ্ঞান চরম জ্ঞান,—এর পরে আর গাঁ নাই! যদি তোমরা আমার কথা শোন তবে তোমাদের মঙ্গল, না হ'লে গেলে;—তোমরা একেবারে গেলে। তোমরা আমাকে চিনতে পারনি,আমাকে সহজ জ্ঞান করনা, আমি বিধাতা-পুরুষের একজন! এমন অহঙ্কারীও জ্ঞানোপদেষ্টা -আচার্য্যগিরি কর্ত্তে চায়? আহা কি বিকারের ঘোর! না না এও বুঝি কার ইচ্ছা! কি জানি কার ইচ্ছা!

কি জান ভাই! এদের ভাব কি জান? এরা সকলেই বড়। এদের ভেতর আমি আমিটা অত্যন্ত বেশি। সকলে ভাবছে আমি বিজ্ঞ, আমি বুদ্ধিমান, আর সকলে মূর্খ! আমার ভাব, আমার ভঙ্গি, আমার গাম্ভীর্য্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ! আমি যা বুঝি তাই ঠিক, আর কেউ কিছুই বোঝে না। আমার জোড়া নাই। সর্ব্ব-সাধারণের এক ভাব, এরা সকলেই বড়—কেউ ছোট নয়, কেউ ছোট হতে চায় না।

দীনতার শান্তি এরা অনুভব কর্ত্তে পারে না। এদের অমৃত তেতো লাগে, সুধা বলে বিষ খায়, অহঙ্কারকে পুরুষত্ব জ্ঞান করে। চলবে, বলবে, উঠবে, বসবে, হাসবে গাইবে চাইবে,—ঠমক—ঠামক সব অহঙ্কারে। এ ওরে দেখাচ্ছে, আমি তোমার চেয়ে এত বড়! ও ওরে দেখাচ্ছে—তোমার চেয়ে আমি এত বড়। এই দেখ, আমি কত বড়!

চারিদিকে মাৎসর্য্যের খেলা। এ ওরে উপেক্ষার চক্ষে দেখে, ও ওরে উপেক্ষার চক্ষে দেখে, সকলে সকলের চেয়ে বড়;—ছেলে বলে আমি বাবার চেয়ে বড়—বাবার জ্ঞান কি; বাবা বলে আমি ছেলের চেয়ে অনেক বড়, ওর জ্ঞান কি—ও ত কালকের ছেলে;—ছেলে বুড়োর এব ভাব।

আমায় মানুক, আমার পূজা হো'ক, আমার জয়ডঙ্কা বাজুক—এ ভাব সকলেতে। তোমার পূজা আমার চক্ষুশূল। তোমার সুখ্যাতি আমার কাণে বিষ ঢেলে দেয়। সে কি, তুমি আমার উপরে—তুমি আমাপেক্ষা উপযুক্ত—আমাপেক্ষা জ্ঞানী—সে কি; তোমাতে কি আছে, তোমাতে পদার্থ কি, তুমি কি জান, কি বোঝো, তোমাতে কি শক্তি আছে—তুমি পশু, প্রায় সকলের এই ভাব।

দেশ কাল পাত্র ভেদে, নানা রকমে নানা ভাবে, নানা উপায়ে, নানা অধিকারীর দ্বারায়, নানা প্রথায়, ভগবান নানা রূপে পূজা গ্রহণ করেন;—এ কথা তারা জানে না, মানে না, বরং ঝগড়া করে, বিবাদ করে। বলে এস আমার সঙ্গে তর্ক কর।

ছি! ছি! যে ভগবানের নামে এত আনন্দ—অশ্রু, পুলক,

স্বেদ, কম্প হয়, সেই ভগবানের নাম লয়ে তর্ক! উঃ কি হীন বুদ্ধির কথা, এরা আঁব খাবে না, ডাল পাতা গুণবে! অমৃত-সাগরের ধারে বসে ঝগড়া বিবাদ করবে; খেলে অমর হয়, তা খাবে না! বলে তুমি ওরে মান কেন, তারে তুমি কি হিসেবে ঈশ্বর বল?—ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা কর? —

সে কে,—সেতো মানুষ? তারা কখন বুঝবে না, ঈশ্বর আমাদের জন্য শরীর ধরে ঘরের লোকের মত শিক্ষা দেন। তারা বলে, সে যদি ঈশ্বর তবে তার ফণা কৈ? বড় চক্র কৈ? সে দিনকে রাত করুক, রাতকে দিন করুক;—রাজত্ব উল্টে দিক! তবে জানব ঈশ্বর! আবার তারা বলে চোদ্দোপোয়া মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-ধারণা ক'ল্লে পাপ হয়! এটুকু তারা ভাবে না, ঈশ্বর অনন্তশক্তি সম্পন্ন, তিনি সব কর্ত্তে পারেন, সব হ'তে পারেন। যিনি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করলে তিনি বৃহৎ হতে বৃহৎ হতে পারেন, ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র হতে পারেন। আর দশে যারে যা বলে সে কথা যে ঠিক্; তাদের এ বিশ্বাস নাই। তারা ক'সে মেজে লবে! কিন্তু সে শক্তিই বা কোথায়? সে বুদ্ধিই বা কোথায়? সে উদারতা, সরল বালকের ন্যায় সে বিশ্বাস কোথায়? কসে মেজে ল'বার সে জ্ঞান কোথায়? সংসার গরল ভরা বুকে সে ভাব কেমন করে উদয় হতে পারে!

হায়, এরা নিজেও লিখবে না, পরের ছেলেরও দোয়াতটী ভেঙ্গে দেবে। নিজেও মজবে আরও দশ জনকেও মজাবে। মরে গেলেও ঈশ্বরীয় কথা কবে না; কিন্তু তোমার ঈশ্বরীয় ভাব আসে,—অল্পে উদ্দীপন হয় দেখে, তোমায় পথচ্যুত করবার জন্যে, তারা নানা তত্ত্ব কথা কইবে, শ্লোক আওড়াবে, কত ভয়

দেখাবে ;—তুমি অচল অটল তবুও তোমাকে পাঁচবার নেড়েচেড়ে দেখবে ;—কোন উপায়ে তোমায় যদি এক পা হটাতে পারে—তাদের তাই লাভ !

তবে তাদেরও দোষ নাই ! ঈশ্বর যারে যা বোঝান, যারে যা করান, যেখানে যে জ্ঞান দিয়েছেন ; সে সকলকে সেই বুদ্ধি দেয়।

আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র পোকার মত ; সে বিপুল বিরাটের সংবাদ, ক্ষুদ্র পোকার মাথায় কেমন করে আসবে ! বিরাট চৈতন্য কি, কি ভাবে খেলা করেন, তাঁর গতি বিধি কিরূপ—কোথায় যায় না যায়, কোথায় আসে না আসে, পোকারা কেমন করে বুঝবে !—কেমন করে জানবে ! তিনি না বোঝালে, না জানালে, না দেখিয়ে দিলে, না কৃপা ক'ল্লে—কেমন করে কি হয় !

আমাদের যে বুদ্ধি সে বুদ্ধিতে ডাক্তারী হয়, মোক্তারী হয়, ওকালতী হয়, জজিয়তী হয় ; কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব এ বুদ্ধিতে হয় না। ঈশ্বর জানতে হলে, তাঁর কৃপা ব্যতীত হবার যো নাই। সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁরে ধরা ছোঁয়া যায় না। তাঁর দয়া হলে, সে জ্ঞান বুদ্ধি হয়, সে চিন্তা, সে ধারণা-শক্তি আসে ;—তাঁর দর্শন স্পর্শন মিলে। মা কোলে নিলে তবে ছেলে কোল পায়।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছে, তাই করতে পারেন। তিনি হাতীও হতে পারেন, মশাও হতে পারেন। গাছও হতে পারেন, পাথরও হতে পারেন, তাঁর যা খুসী হতে পারে না। তুমি বুঝতে পারনা বলে কি তিনি তা নন! আর তুমি বুঝবে কি

করে, তোমার বুদ্ধি কতটুকু? তোমার জ্ঞান কত টুকু, তুমি নিজে কত টুকু? অতএব ঈশ্বর এ নয় তা,' তা' নয় এ—এ কি কথা?

তবে তুমি বলবে! তুমি যত দিন না তাঁর দয়া লাভ করা তত দিন তোমাকে বলতে হবে। তুমি বলে নয়, সকলকে বলতে হয়। একদিন সকলেই ওরকম বলে; তাঁর দয়া হ'লে আর বলতে হয় না;—সে তখন অত কথা বলবার অবসর পায় না। সে সেই অপরূপ-রূপ দেখে, তাক্ লেগে যায়—অবাক হয়ে যায়; কথা কইবে কি—স্থির হয়ে যায়! কি দেখে যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

তিনি সর্ব্বদা সংসারে মানুষ হয়ে খেলা করেন, ঘোরেন—লোকের দ্বারে ফেরেন। যা'র কপাল ফেরে, সেই তাঁরে পায়। আর যার কপাল মন্দ, সে তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করে। কি করবে, কা'র দোষ নাই! তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।

মোট কথা তাঁরে ভালবাসা। প্রাণভ'রে ভালবাসা। সরল অকপট-চিত্তে ভালবাসা। বালক-হৃদয়ে ভালবাসা। আপনার ভেবে ভালবাসা। তিনি আমাদের আপনার, আপনার হ'তে আপনার;—পরম আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসা! এমন ভালবাসা তাঁর উপর এলে,—তিনি পরমাত্মীয় এ জ্ঞান-বিশ্বাস হ'লে; আর তারে কে পায়! সে সর্ব্বদা ভগবানের দর্শন পায়। সে তখন হরিময় সংসার দেখে। তাহার সে অপূর্ব্ব অবস্থা!—

তখন সে দেখে ভালতে হরি, মন্দতে হরি; আনন্দে হরি, নিরানন্দে হরি; দয়াতে হরি, হিংসায় হরি; পাপে হরি,

পুণ্যে হরি; অন্তরে হরি, বাহিরে হরি; জলে, স্থলে, অনিলে, সাগর সলিলে, হিমাচলে, পত্রে, পুষ্পে, ফলে—হরি বিশ্বময়। হরি রাতে, হরি দিনে, হরি নয়নে নয়নে। হরি জগত প্রাণে, হরি সন্ধ্যা-গগনে, হরি সাগর-সঙ্গমে!—সে দেখে চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, নক্ষত্রে হরি, রেণু পরমাণুতে হরি। জীবনে হরি, মরণে হরি;—শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা, জাগরণে হরি। সে তখন দেখে হরি তোমার কোলে, হরি আমার কোলে। আমরা হরির, হরি আমাদের। হরি সুতায় জগত গাঁথা। যে হরিকে ভাল-বেসেছে, সে মজে গেছে। তার কেউ নাই, তার কিছু নাই। সে একলা, নিহাত একলা—একলা হ'তে একলা। সে মাথা তোলে না, সে ভাল ক'রে কথা বলে না। তার সাতেও "হ্যাঁ" পাঁচেও "হ্যাঁ" তার ভালতেও ভাল, মন্দতেও ভাল, তা'র সব তাতে ভাল। সে অতশত বোঝে না, বিচার জানে, না। তা'র বিচার করবার সময় থাকে না;—বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। যে সময়টুকু বিচার ক'রে বিফলে কাটাবে, সে সময়টুকু হরির স্মরণ কল্লে তার অনেক আনন্দ হয়। সে জানে বিচার শুষ্ক, বিচারে নানাপথ দেখায়;—নানা ভ্রমে ফেলে; নানা সন্দেহ-তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়ায়। ভাবের অবস্থায় তেমন বিচার নাই। আর তখনকার বিচার অন্য প্রকার।

যতক্ষণ কামনা বাসনা, ততক্ষণ বিচার—ততক্ষণ ঈশ্বর অবিশ্বাস। ততক্ষণ একটুতে গলাবাজি, হেঁকে হেঁকে উপদেশ দেওয়া। লোকে না শুনলেও, জোর ক'রে শোনান। না শুনলে গালাগালি দেওয়া, -নিন্দাবাদ করা। এ নয় তা', তা' নয় সে—নানান খানা উপসর্গ আসে।

ভালবাসার পাত্রকে দর্শন পেলে, তখন আর পাঁচকথা থাকে না, বিবাদ থাকে না। সে মুখ দেখে সব ভুলে যেতে হয়; ভক্ত অবাক হয়ে যায়! দেহকে দেহ বলে জ্ঞান থাকে না।

তখন সে হরি ছাড়া চলে না, সে হরি ছাড়া বলে না। সর্ব্বদা সে হরির খেলা খেলে, হরির নামে ঢলে;—হরি তার সোণার কাটি—রুপারকাটি হয়।

বালক ধ্রুবের যেমন জ্ঞান,—সব সেই পদ্মপলাশলোচন হরি।—বাঘও তা'র পদ্মপলাশলোচন হরি, মানুষও তার পদ্মপলাশলোচন হরি, আবার পদ্মপলাশলোচনও তার সেই পদ্মপলাশলোচন হরি।—তার সব সেই পদ্মপলাশলোচন হরি। সে সেই পদ্মপলাশলোচন ছাড়া কিছুই বিবেচনা করে না।

রাম ঈশ্বর নন, কৃষ্ণ ঈশ্বর;—আর কৃষ্ণ ঈশ্বর নন রামকৃষ্ণ ঈশ্বর;—এ জ্ঞান থাকে না;—সে অবস্থায় সে ধ্রুবের মত হরি ব'লে বাঘেরও গলা ধরে।

আর আমরা বালক;—ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। কে হরি, কে হরি নয়, কি হরি,—আমরা তার কি জানি! আমরা কি বুঝি! আমার মনে হয়, গুরু যাকে যা ব'লে দেন, তার সেই ঈশ্বর, সেই তার হরি, সেই তার জীবন-সম্বল।

সহজ কথা—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরু যেই হোক না কেন, গুরুর কথা—পরম-গুরুর কথা এক ব'লে বিবেচনা করা। গুরুর মুখ দিয়ে যে পরমগুরু কথা কন এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া। গুরু যদি গাছ পাথরও পূজা কর্ত্তে বলেন, তাও বিনা আপত্তিতে, বিনা বাক্যব্যয়ে পূজা করা;—গুরুবাক্য মহাবাক্য ব'লে মান্য করা;—এই ঈশ্বর ভক্তের বিশ্বাস। সরল

বিশ্বাসে সব হয়। সত্য, সরলতার কাছে ভগবান বাঁধা। বালকের মত বিশ্বাসের আশেপাশে ভগবান ফেরেন ঘোরেন।

বিশ্বাসশূন্য ব্যক্তি নানা কথা কয়। নানা পথ দেখায়। সেও ঠিক নয়, তাঁর কথাও ঠিক নয়। সে সমস্ত ভুলিয়ে দেয়, পথ ছাড়িয়ে কাঁটা পথে নে' যায় সে নিজে জানে না, তোমাকে কি বলবে—সে 'হত গজ' ব'লে তোমাকে বোঝাবে। তার কথার কোনই দাম নাই।

তার ধারণা নাই. জ্ঞান নাই, ঈশ্বর অনুভবের শক্তি নাই, ; তার কিছুই নাই—তার আছে আড়ম্বর, বুজরুকী। সে একটুতে জুজুর ভয় দেখায়, পাকা বিশ্বাস কাঁচিয়ে দেয় ; সে মাঝ দরিয়ায় ডুবুতে চায়।

অবিশ্বাসী লোকগুলি যেন গুমরের গাছ! তারা হরির নামে দালালি করে, প্রেম ভক্তির ভাণ করে ;—ব্যবসা খুলতে চায়। নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ে পূজা গ্রহণ কর্ত্তে চায়। তারা গোছালগোছ শিষ্য খোঁজে,—পয়সার লোভে মন রাখা কথা কয় ; তারা জুয়াচোর।

তা' যে যেমন তার গুরুও সেই রকম হয়। সৎব্যক্তি সৎ গুরু খোঁজে ; সে তার উপযুক্ত গুরু পায়। অসৎ ব্যক্তি তার উপযুক্ত গুরু খোঁজে ; সে তার উপযুক্ত গুরু পায়। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, ভাব বুঝে গুরু রূপে দর্শন দেন। গুরু কে—তিনিই ত গুরু !—

তাইতো চোরের গুরু চোর। সাধুর গুরু সাধু। লম্পটের গুরু লম্পট। ডাকাতের গুরু ডাকাত। য'ার যেমন প্রাণ, সে গুরুকে সেই ভাবে দর্শন পায়। গুরু

তারে সেই ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেন; অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন। লোক লোককে একবার ছেড়ে শতবার ফাকী দিতে পারে; কিন্তু তাঁর কাছেতো ফাকী চলে না!

হ্যাঁ ভাল কথা, যা' বলছিলাম! স্বামিন্! গুরো! প্রভো! তোমায় কি ব'লে ডাকলে মন তৃপ্ত হয় তা জানিনি। তোমায় কেমন ক'রে ভালবাসলে ভালবাসা হয় তাও জানিনি। তোমায় বুকের কোন পাশে রেখে সুস্থ হই তাও বুঝতে পারিনি। তোমায় নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেলে হয় তাও বলতে পারিনি। তোমায় দেখে সুখ, কি না দেখে সুখ; তোমায় পেলে সুখ, কি না পেলে সুখ;—এও আমার অনুভব হয় না। তোমায় চীৎকার করে ডাকলে, কি নীরব ভাষায় ডাকলে—কিম্বা একবারও না ডাকলে, অথবা শুধু তোমার পানে চেয়ে থাকলে সুখ—কিসে কি হয় বুঝা যায় না।

না, না, তোমায় ব'লেও সুখ, না বলেও সুখ। তোমার পানে চেয়েও সুখ, না চেয়েও সুখ। তোমার গান গেয়েও সুখ, না গেয়েও সুখ। তোমার দিকে চেয়ে হাসলেও সুখ, তোমার দিকে চেয়ে কাঁদলেও সুখ। আর আমার বুঝি সুখ অসুখ এ যাত্রায় ভাল ক'রে বোঝা হ'ল না।

আহা, তুমি যেন কি! তুমি যেন কেমন! কিন্তু তুমি যে কি, আর তুমি যে কি নও; তা আর স্থির হ'ল না! তুমি কোথায়, আর কোথায় নও—এও আর আমার হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। তোমার কি নাম, আর তোমার কি নাম নয়—তারও খোঁজ কিছুই পাই না। তুমি যীশু কি কৃষ্ণ; বুদ্ধ কি চৈতন্য, রাম কি রহিম,

রাধা কি সীতা, হর কি হরি, বিষ্ণু কি রামকৃষ্ণ, পুরুষ কি মেয়ে, ভাল কি মন্দ; কিছুই জানা গেল না। তুমি দেবা-লয়ে, কি মসজিদে, মক্কায় কি গির্জ্জায়, কাশী কি কৈলাসে কিছুই খবর হল না।

তুমি সন্ন্যাসে কি বানপ্রস্থে. গার্হস্থে কি ব্রহ্মচর্য্যে, রূপে কি অরূপে, সত্বঃ রজঃ তমোগুণে ;—কিম্বা ত্রিগুণাতীতে, বেদে কি বাইবেলে, পুরাণে কি কোরাণে, শুচীতে কি অশুচীতে, ব্রাহ্মণে কি চণ্ডালে, দেবে কি দানবে, স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে, আঁধারে কি আলোকে, কিছুই সংবাদ হল না।

না, না, বুঝি তোমার কিছু নাই,—কোন ঠিকানাই নাই!—তোমার জাতি নাই, কুল নাই, নাম নাই, ধাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, মান নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই—তোমার কিছুই নাই।

না, তাত নয়, তোমার সব আছে,—আমাদের কিছুই নাই। ঠিক ঠিক, আমাদের কিছুই নাই!—তাই তুমি রাজা, আমরা প্রজা, তুমি মনিব আমরা চাকর, তুমি দাতা আমরা ভিখারী, আমরা সব তোমার গোলাম।—

ঠিক ঠিক! হ্যাঁ, আমরা জমী তুমি কৃষক, তুমি বাগান আমরা গাছ, আমরা ফুল তুমি মালী, তুমি জলদ আমরা দামিনী, তুমি পর্ব্বত আমরা নদী, তুমি গাছ আমরা ছায়া, তুমি মরুভূমি আমরা বালুকা, তুমি সূর্য্য আমরা নলিনী, তুমি বৈদ্য আমরা রোগী, তুমি কারি-গর আমরা তোমার গঠন, তুমি সাগর আমরা তরঙ্গ, তুমি চাঁদ আমরা কিরণ, তুমি দীপ আমরা রশ্মি!

ঠিক্ ঠিক্! তুমি পিতা আমি ছেলে, তুমি মাতা আমি সন্তান, তুমি গুরু আমি সেবক, আবার তুমি আমার বর আমি তোমার ক'নে!—দেখগা তোমাকে বে' করতে আমার চিরদিনের সাধ; আহা তোমার সঙ্গে আমার যদি বে' হ'তো তো বেশ হ'ত! তুমি বেশ বর,—তোমায় বুকে ক'রে রাখতুম। তা হ'ল না, আমার মনের ফুল মনেই শুকাল আমার গাঁথা মালা ঝ'রে গেল;—এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বে' হল না!—আমার বে' হয়ে গেছে—হায় হায়!! দেখ গা, এরা আমার মাথা খেয়ে দিয়েছে! একেবারে মাথা খেয়ে দিয়েছে;—আমায় বলা না, কওয়া না—হঠাৎ এক দিন শাঁখ বাজিয়ে দিলে। আমি তখন ছেলে মানুষ;—সে শাঁখের বাদ্য শুনে চমকে উঠলুম। বেশ জ্ঞান হ'ল আজ যেন আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ঠিক্ই তাই হল! পাঁচজনে মিলে সর্ব্বনাশের আয়োজন করলে;—কি করব! তখন আমি কি জানি?—এখন কেউ কোথায় শাঁখ বাজালে চমকে উঠি, প্রাণ কেঁপে উঠে; মনে হয় আবার আমার মত আর কার সর্ব্বনাশ হচ্ছে; ঐ কার সর্ব্বনাশ হ'ল! যাঃ যাঃ!

উঃ! এরা আপনার লোক হয়ে, এতই মমতা শূন্য! এদের দয়া নাই, মায়া নাই, একটুও এদের প্রাণে মমতা নাই;—এরা শিশুর সর্ব্বনাশ করে! পাড়ার লোক ডেকে, হুলুধ্বনি দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে সর্ব্বনাশ করে! হায়রে আপনার লোক! তোমরা গলায় ছুরি দেবার দিন আপনার হও! ঠিক্ ঠিক!

ভাই সাবধান! আপনার লোকের কাছে সাবধান! আমায় ধরে বেঁধে ঠকিয়েছে,—শাঁখ বাজিয়ে ঠকিয়েছে,—আমি তা'দের কাছে জন্মের মত ঠকিছি। তুমি আপনার লোকের কথা শুনোনা! তোমার শাঁখ বাজিয়ে সর্ব্বনাশ কর্ত্তে চাইলে শাঁখ বাজাতে দিও না;—হুলুধ্বনি দিতে দিও না! পালিয়ে যেও! দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেও—যেখানে শাঁখের বাদ্য যায় না, যেখানে হুলুধ্বনি নাই—সেখানে যেও! শাঁখের বাদ্যতে সব যায়!—ধন, মান, উদ্যম, উৎসাহ সব যায়! দাসত্বের ঘানি টানায়, বুক ভেঙ্গে যায়, সর্ব্বনাশ হয়! শাঁখের বাদ্য মত্তহস্তীর লোহার শিকল, শাঁখের বাদ্য কারাগারের পাষাণ, ঋণদাতার তাড়না, যমদূতের পীড়না! উঃ বড়ই যন্ত্রণা।

যা'ক ও সব কথা! বলছিলাম কি, একবার বি'য়ে হ'লে কি আর একবার হ'তে নাই গা? কেন এখন তো অনেকের দু'বার বিয়ে হয়! আহা! আমার এমন রূপ-যৌবন পরের সেবায় গেল; তোমায় দেওয়া হ'ল না,—বাজারে বিক্রী করলুম;—আমার বুক ফেটে যায়!

দেখ গা! এখনও সময় আছে, এখনও হ'লে হয়, এখনও তোমার জন্যে প্রাণ আমার কেঁদে কেঁদে উঠে! তোমার জন্যে সাজবো;—চুল বাঁধবো,—ফুল গুঁজবো;—এ আমার বাল্যকাল হ'তে সাধ। বেশ তুমি আমার হ'বে,—তোমাকে আমার আঁচলে বেঁধে রাখবো; তোমায় আমার নয়নের কাজলের মত ক'রে রাখবো; তুমি আমার হয়ে আমার বুকে বুকে থাকবে এই আমার বাসনা।

দেখ গা! আপনার লোকের কি অত্যাচার দেখো!

আহা,—তারা তোমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে ;—আমায় পরের কাছে বিলিয়ে দিলে ? উঃ তা'রা কি নির্দ্দয় দেখ দেখি!

একটু বল, তুমি মত দিলেই হয়! আর সরমের কথা কি বলবো,—আমি তোমার জন্যে পাগল হয়েছি—আমি ম'জে যে'তে ব'সিছি!—বসন্তের গায় সবুজ-গহনা দেখলে, মনে হয় কোথায় যাই। কোকিলের কুহুতান শুনলে—বুকে আমার বাজের সমান বাজে! যখন মনে হয় তুমি আমার নও, তুমি আর কার কার—তখন আর আমার একটুও চৈতন্য থাকে না!—

হায়! দিন যায় রাত আসে—মনে ভাবি তুমি আমার নও? দিনের পর দিন—কত দিন কালে ভেসে যায় ;—আবার ভাবি তুমি আমার নও? কত সন্ধ্যা রাতে মিশে, কত তারা ফুটে, কত চাঁদ উঠে ;—কত নদী চলে, কত গিরি গলে, কত যুগের বুকে যুগ ঢলে ; পলে পলে কতকাল যায়—তবু ভাবি তুমি আমার নও? যদি আমার নও,—তবে আমি কেন তোমার মুখ চেয়ে ব'সে আছি! না, না, কেমন মনে হয়, তুমি একদিন না একদিন আমার হবেই হবে ; একদিন না এক দিন তুমি আমার বুকে আসবেই আসবে! তুমি লুকিয়েও আমায় বিয়ে করবে! তাই তোমাকে ভুলতে ইচ্ছা হয় না। তুমি আমার নও একথা মনে স্বপ্নেও স্থান দিইনি।

আহা, তোমাকে সকলে সোহাগ করে, কত যত্ন করে, কত আদরক'রে বুকে ধরে ; আমার একদিনও তোমাকে সোহাগ,যত্ন, আদর করা হ'ল না ;—তোমাকে একদিনও আমার বুকে ধরা হ'ল না!—রাত তোমার জন্যে তারার ফুলে খোঁপা বাঁধে ;—তোমার জন্য জ্যোৎস্না শুভ্রবসন পরে; তোমার সঙ্গে কত তোমার

গলা ধ'রে আমোদ করে—আমার তোমায় ছোঁবারও যো নাই। তোমার উষার সরমের হাসি-চাউনি—তার বাসিফুলের হার-করবী ;—তোমার সদ্য-বাসিবাসরত্যক্ত—তা'র আধ-আলু-থালু-ঘোমটা-কুন্তল,—তার বাসি-বেশ দেখে প্রাণ আমার কেমন ক'রে উঠে! নদী তোমার কাছে যায়, গিরি তোমার পানে চায়, জলদ তোমার জন্যে বিজলীর হার পরে, ফুল তোমার জন্যে ফুটে,মলয় তোমার পায়ে লুটে; আমি তোমার পানে একটুও চাইতে পাইনি—যাইবার যোও নাই। সন্ধ্যার সেই অভিসারিকা-বেশ ;—স্থির যৌবন, ঈষদরক্তাভবদন, দিব্য গৈরিক-বসন, চন্দনবিন্দুসম ভালে একটী উজ্জ্বল তারা—দেখে আমি জ্ঞানহারা হই! সকলে তোমাকে তা'দের রূপযৌবন দেয়, গোপনে গোপনে তোমাকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে,—কত বুকে ধ'রে শীতল হয়—আমার কলঙ্কের ভয়! তোমাকে আমার ছোঁবারও যো নাই—বুকে নেবারও যো নাই। হায়, সকলের রূপযৌবন তোমার কাযে ব্যয় হলো,—আমার রূপযৌবন পরের সেবায় গেল! তারা তোমায় সর্ব্বস্ব দান করলে, আমি কাদের কাছে ভিখিরী হয়ে গেলাম। এবার বসন্ত তোমার জন্যে কত সাজলে, কত ফুলের গহনা পরলে ;—আমার তোমার জন্যে একটুও সাজা হ'ল না—আমার কিছুই হলনা! হায়! হায়!

না, না, আমি আর কা'রে ভয় করবো না, আমার কপালে যা থাকে ;—আমি তোমার জন্যে সাজবো, ফুল পরবো, গান গাইবো, তোমায় বুকে ধ'রবো ;—আর কলঙ্কের ভয় করবো না!

আহা, এরা অক্ষয়পতি চেনে না! যে পতি নশ্বর, অতি নশ্বর ; দু'দিনে চ'লে যায়—তা'রে বে করে; তার সঙ্গে বে

দেয়! যার দু'দিনের ঠিক নাই—তার উপাসনা করে! যার এক দণ্ডের স্থিরতা নাই—তার হাঁটু ধরে! উঃ, এদের কি ভ্রম!

হায় হায়! এদের সকল কাযেই এই রকম!—মনে তেজ নাই, প্রাণে বল নাই, তিলমাত্র হৃদয়ে বিশ্বাস নাই;—এরা যা'র তা'র তোষামোদ করে, যারতার কাছে মাথা নীচু করে, যা'র-তার কাছে ভিক্ষা করে!

দেখ গা! তোমায় দেখে আমার যে কি আনন্দ তা আমি কি ব'লবো! তুমি আমার যে কি আনন্দের জিনিষ তা আমি মুখে বলতে পারিনি;—এ আনন্দ মুখে বলবার নয়—মনে অনুভব করবার। যে তোমায় বুকে করেছে, সেই জানে—তুমি কি, তোমাতে কি আনন্দ!

আহা! তোমাকে বুকে করলে সব পর হয়ে যায়;—ভাই, বন্ধু, প্রিয়, পরিজন, স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, দেশ, জন্মভূমি, দেশের ভাইভগ্নী, আপনার জন, আপনার হ'তে আপনার জন—সব পর হয়ে যায়।

বাঃ, আমি কি বলছি! সেকি! তারে ভালবাসলে, তারে বুকে করলে সব পর হয়ে যায়? না, না, মিথ্যা কথা; কে বললে? যারে দেখে সুখ, যারে না দেখে সুখ; যে এত আমাদের আনন্দ দিয়ে রেখেছ!—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে,—পৃথিবীময় যে চব্বিশ ঘণ্টা আনন্দ-বৃষ্টি করছে, তারে আপনার ভেবে বুকে করলে সব পর হয়ে যায়? সে কি কথা! পর হয় না আরো আপনার হয়।

না, না, তারে বুকে স্থান দিলে, পর আপন হয়; মহাশত্রু—মহামিত্র হয়! তারে বুকে করলে আপন—পর জ্ঞান থাকে না,

ভাল মন্দের বিচার থাকে না ; অথবা সব আপনার, সব ভাল ব'লে বোধ হয়। তারে যে বুকে করিনি, তারে যে ভালবাসিনি ; সেই বরং সব পর দেখে—তার সব পর হয়ে যায়!—তার স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা তো পর হবেই,—সে নিজেকে নিজে পর ভাবে, নিজের অনিষ্ঠ নিজে করে! সে কিছুতেই আনন্দ পায় না। আর যে তারে বুকে ধরে—তার জন্যে এ পৃথিবী আনন্দ-বাজার! সে সর্ব্বদা আনন্দে আটখানা!—হেসে, গেয়ে, নেচে—ভালর গলাধরে, মন্দর গলাধরে আনন্দ লুটে ল'য়। তার সুখেও সন্তোষ, অসুখেও সন্তোষ ; তার দেশেও সন্তোষ, বিদেশেও সন্তোষ ; তার এখানেও সন্তোষ, সেখানেও সন্তোষ!—তারপথ দেখেও আনন্দ, পথিক দেখেও আনন্দ, চাঁদ দেখেও আনন্দ, জ্যোৎস্না দেখেও আনন্দ ; গাছে, পাতায়, লতায় তরুশিরে, পর্ব্বত-কন্দরে, মরু মাঝারে, হ্রদে, নদে, একটী পাখীর তানে, একটী সামান্য গানেও সে আনন্দ উপভোগ করে! সে মহানন্দে বিভোর—সে দুঃখ কি তা জানতে পারেনা! আনন্দময়কে বুকে ক'রে আনন্দস্বপ্ন দেখে ;—যে বুকে করে, সেই জানে—তারে বুকে করলে জগত পর হয় কি আপন হয়!

এ পৃথিবীতে একজনই যে মালিক, সেইজন ছাড়া আর কার কাছে যে মাথা নীচু কর্ত্তে নাই, আর কার পায়েপড়তে নাই, কারও কাছে ভিক্ষা কর্ত্তে নাই, অভাব জানাতে নাই ;—সেই জন ছাড়া বিপদে আর কারও যে মুখ চাইতে নাই—তা' বুঝবে না!

এরা ভিখিরীর কাছে ভিক্ষা চায়, নির্দ্দয়ের কাছে দয়াপ্রত্যাসা করে, কৃপণের কাছে অভাব জানায়, বিপদাপন্নের কাছে সহায়তা চায়।

এরা কল্পতরু চেনে না, দেখিয়ে দিলে দেখবে না। যেখানে ভারে ভারে মিলে সেখানে যাবে না। পরের কাছে এক টুক্‌রো রুটীর জন্যে আত্ম-বিক্রয় করবে, সেও ভাল—ঘরের লোকের কাছে যাইবে না; আপনার লোকের কাছে মাথানীচু করবে না!

সে যে না চাইতে দেয়; দুহাতে বিলোয়, তার কাছে, চার ফল—একেউ বুঝবে না। আহা, এরা কেন এমন হীনাবস্থা? এদের কেন এমন দৈন্যদশা? এরা এত গরিব কেন? এদের কি কেউ নাই!

উঃ কি অবস্থা! এত বিপদ, এত শোক, এত তাপ, এত জ্বালা, এরা তবু তারে জানাবে না! যেখানে জানালে প্রতিকার আছে সেখানে প্রাণ গেলেও যাবে না! বলে, কোমর ধরে উঠব, কোমর ধরে বসব; আমরা কারুর তোষামোদ করি না! উঃ কি মোহ! বুঝি পরমেশ্বরেই এই অভিপ্রায়!

নাথ! তবুও তোমায় কত লোক ভালবাসে। কত লোক তোমাকে প্রিয় হতে প্রিয় জ্ঞান করে। আহা তারা কত ভাগ্যবান!

আমি অধম, অধমাধম! তোমার শ্রীচরণ-ধূলি পাবারও যোগ্য নই; তুমি দয়া করে একটু স্থান দিয়েছ।—তোমার বলে আমাকে কুড়িয়ে নিয়েছো; এ আনন্দ রাখবার আজ আমার আর স্থান নাই! আমায় সকলে ত্যাগ করেছে, আজ আর আমার বলতে কেউ নাই।

বোধ হয়, যখন যার আপনার বলতে আর কেউ থাকে না, তখন তারে তুমি কোল দাও। কিম্বা যে যখন তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়, তখন তুমি তারে দেখ!

আহা, তোমার কোলের বড় বল! তুমি অভয় দিলে, জগত তারে চে'য়ে দেখে! আজ তোমার চাঁদমুখ দেখে, আমার ভাঙ্গাবুক জোড়া লেগেছে; আমার শুকন হৃদয়-কুঞ্জে কোকিল হেঁকেছে। আমার আনন্দ আজ কারে বলব,—কে বুঝবে! আমি কি আনন্দরাজ্যে বাস করি, কি আনন্দের সঙ্গত করি, কি আনন্দের ঘুম ঘুমুই, কি আনন্দের স্বপন দেখি; তা কারে বলব! কারে বোঝাব? না, না কেউ জেনে কাজ নেই, কেউ বুঝে কাজ নেই! তুমি জান, আর আমি জানি; সেই ভাল! আর কা'র জেনে কাজ নেই!

কিন্তু দেখ প্রভু! আর যেন না পড়ি! আবার পড়লে মরে যাব! এখন আমার সব ভার তোমার। তুমি আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর! আমি তোমার দাস, আমি আমার আর কিছুই জানিনি।

তুমি আমায় রক্ষা কর!—যেমন বাপ ছেলেকে, মা শিশু সন্তানটীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পাখী শাবকটীকে রক্ষা করে; তুমি সর্ব্বদা আমাকে সেই ভাবে রক্ষা কর।

আর কৃপা ক'রে তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। আমি মান চাই না, ধন চাই না, দেহ সুখ চাই না, প্রিয় পরিজন চাই না;—আমি চাই তোমার শ্রীচরণে শুদ্ধাভক্তি!

দেখো প্রভু! জন্মজন্মান্তরে তোমার কাজে আবার এখানে এল্লে;—জন্মাবধি নিমেষের তরে যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম না ভুলি! কায়মনবাক্যে সর্ব্বকালে সর্ব্ব সময়ে তোমার সেবায় যেন

নিযুক্ত থাকি এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মায়াররাজ্যে প্রবেশ না করি! দীনের দীন হীনের হীন হয়ে কামনা শূন্য শুদ্ধ মনে এবং দিব্যনয়নে—পবিত্র মাতৃভাবে জগত দর্শন করি! তুমি এইটুকু দেখো!

বহু জন্মের সুকৃতি ফলে আজ আমার এ ভাব এসেছে। বহু আরাধনায় আজ তোমার কৃপা লাভ হয়েছে। বহু পুণ্য ফলে ঈশ্বর-গুরু দর্শন হয়েছে; তোমার করুণায় মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে—আজ প্রকৃত পথ পেয়েছি। আর ভুলিও না, আর আমায় তোমার শ্রীচরণ ছাড়া ক'র না!

আবার তোমায় হারালে আমি মরে যা'ব। স্থান দিয়ে স্থানচ্যুত কর'না! আমি তোমার আশ্রিত, একান্ত শরণাগত! তোমায় ভুলে গেলে বড় জ্বালা, তোমায় ছেড়ে থাকলে বড় বিপদ; তাই এত ক'রে বলছি—বার বার বলছি, আমায় ধরে থেকো—ছেড় না! আমি তোমায় ফাকী দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলেও, কিম্বা পালিয়ে গেলেও ধরে এনো—ছেড়ো না

আমার ভোলামন থাকি থাকি তোমায় ভুলে যাই। মনে করি অন্য খেলা খে'লব না, আবার সেই খেলাই খেলে ফেলি। মনে করি অন্য দিকে আর চাইব না, আবার চেয়ে ফেলি। আমার কি ক্ষমতা! আমি কুটো, তোমার মায়ার ভীষণ স্রোতে ভে'সে যাই! কি আশ্রয় করব, কা'রে আশ্রয় করব? অবিদ্যার বান ডাকলে কে কোথায় গিয়ে পড়ে কিছুই ঠিক্ থাকে না।

তাই তোমায় বার বার বলছি। তোমার আশ্রয় পেলে, তুমি ধ'রে থাকলে, তোমার মায়া কিছুই কর্ত্তে পারে না। তুমি ধরে থাকলে আর পড়বার ভয় থাকে না।

এখানে বড় ভয়! পদে পদে বিপদ, পদে পদে প্রলোভন;—ধাঁধা লে'গে যায়, মন ট'লে যায়, পথ হারিয়ে যায়; এক পথে যে'তে পাঁচ পথে গিয়ে পড়ি। এখানে বড় জঞ্জাল,—এ ঠগের মুল্লুক!

মোট কথা আমরাও বড় বেশি খাঁটী নই। একান্তে, অকপট চিত্তে আমরা তোমাকে চাইলে তুমি দেখা না দিয়ে থাকতে পার না।

কি জান! আমরা পাঁচটা নিয়ে থাকি, পাঁচদিকে দেখি—তোমার অভাব তত বোধ করি না।

ভগবান তো ভগবান! হচ্ছে হবে এত তাড়াতাড়ি কেন! এখন অনেক সময় আছে—মরবার সময় ভগবান;—কিম্বা মরতে হ'বে ব'লে মনেই করিনি। কেউ মরণের কথা তুললে, "ষাট! ষাট!" বলি!

তুমি আছ কি না আছ তাও আমাদের বড় জানবার দরকার হয় না। বস্তুতঃ কি জন্য হ'বে!—টাকার উপর টাকা আসছে, বিষয়ের উপর বিষয় হচ্ছে! আমাদের কিসের অভাব, কিসের দুঃখ, কি জন্য আমরা তোমায় খুঁজবো!—আমাদের রাজার হাল, রাজ-অট্টালিকায় বাস! তোমাকে মনে করবার আমাদের উপস্থিত প্রয়োজন কিছুই দেখি না!—

তবে মাঝে মাঝে মনে কর্ত্তেও হয়! কখন জান,—যেদিন আমার উপযুক্ত পুত্রটী দেড় হাত বুকের ছাতা উঁচু ক'রে গঙ্গার-ঘাট আলো ক'রে পুড়তে থাকে, তখন আমি বুক চাপড়ে তোমায় স্মরণ করি। আর যে দিন পক্ষাঘাতে আমার অসাড়ে বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ হয়; সেই দিন তোমায় স্মরণ করি;—সুখেরনেশা

ছুটে যাচ্ছে, শমন কাছে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি করছে;—মরবার আর বিলম্ব নাই জেনে, তোমায় ডাকি। কিম্বা তাও করি না! সে সময় হয়ত সম্পত্তির উইল, লেন-দেনের-খসড়া প্রস্তুতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা বেড়াজালে ঘেরা যে!

তোমার একটু ঐশ্বর্য্য পেলে অমনি ব্যবসা খুল্‌তে চাই, তোমার নাম মুছে ফেলে আমার নিজ নামের ধ্বজা উড়াই;—তোমার আসনে আমাকে বসাই। তুমি প্রভু আমি দাস এ ভাব ভুলে যাই; আমিই তোমার প্রভু হ'য়ে দাঁড়াই!

হ্যাঁ ভাল কথা! ও হরি, ঐ দেখলে মা, সব ভুলে গি'ছি; কি বলতে কত কি সব ব'লে ফেলছি। ঐ দেখ মা, ঐ দেখ! ঐ সে আমায় আবার যাদুর ছড়ি মেরে গেল। আবার তার দিকে টানছে। আমি যাব না আমায় ধ'রে নে-যাচ্ছে! মা তুমি আমায় ধর, সে আমায় নেগেল! আমায় লুটে নেগেল!

মা! সে বড় কাঁদায়, সে বড় ব্যথা দেয়। তার জ্বালায় আমি মজে গিছি! সেই যে অতিথির কথা তোমায় বলতে ছিলাম, সেই যে গান গেয়ে ছিল, সে আর কেউ নয়; সে সেই! সে চোর! আমার মনটী চুরি ক'রে নিয়ে গেল, আজও ফিরিয়ে দিলে না। সে মনে আমার সব ছিল!

শুনবে মা! তার আর এক কীর্ত্তি শুনবে? সে সর্ব্বনেশে মা সর্ব্বনেশে! তা'র মত আর দু'টী নাই! সে অনেক দিনের কথা, একবার সে বৃন্দাবনে এসেছিল। বৃন্দাবন এখান থেকে অনেক দূর। বলবো—কি কাণ্ড ক'রে ছিল শুনবে;—এমন ব্যাপার কেউ কখন দেখেনি, কেউ কখন দেখেনি, কেউ কখন শুনেনি। মানুষতো মানুষ; গরু বাছুর, পাখী-পক্ষ, এমন কি সেখানে যমুনা

ব'লে একটী নদী ছিল—সেটীও পর্য্যন্ত তার জন্য পাগল হয়েছিল! না না তারা পাগল হয়নি—সে পাগল ক'রেছিল।

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা সকলে গোপ—তারা বড় সরল; প্রাণে তাদের কোনই গোল ছিল না। তাদের সে-অন্ত প্রাণ; সে কিন্তু তাদের ছলনা কর'তো।

সে মহাচতুর মা! সে সেখানে বাঁকা হয়ে চলতো আর সকলের চোখে ধূলো দিতো! নিজে বাঁকা ছিল;—সেখানে তার সব বাঁকা ছিল;— উরু, ভুরু, চাউনি, চলন; বলন, নয়ন, গঠন, চূড়া, বাঁশী তার সব বাঁকা ছিল। সে সোজার ধার ধারতো না, সোজার দিকে ফিরে চাইতো না। তার বাঁকা পথে ভারি আনন্দ, তাই তার নামটি পর্য্যন্ত বাঁকা ছিল!

সেখানে তার কায ছিল গরুচরান আর বাঁশী বাজান; আর বাঁশী বাজিয়ে মনভোলান। কি বলব মা! বাঁশী বাজিয়ে গোপললনাদের জাতি কুল নষ্ট করতো; তাদের সব নষ্ট করেছিল। সে রাখাল সেজে পাঁচ রাখালের সঙ্গে মিশে —গরু চরিয়ে আর বাশী বাজিয়ে, বৃন্দাবনের সর্ব্বনাশ ক'রেছিল।

হাসে, কাঁদে, নাচে গায়;—লোক তার জন্য পাগল হয়ে বেড়ায়—এই তার ফন্দি ছিল। সে বৃন্দাবনের সকলকেই নাচিয়ে ছিল। লোকে তার নাম কল্লে সে খুব খুসি;— তার নামে লোকে যদি নাচে গায় তবে তার খুব আনন্দ হয়।

সে লোক নাচাবে ব'লে বৃন্দাবনে ফাল্গুনে ফাগ খেলার সৃষ্টি করলে। বৃন্দাবনের যত নর নারী এসে তারে ফাল্গুনে ফাগ

দিলে, নিজেরা নিজেদের গায় মাখলে—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ;—সব লালে লাল হয়ে গেল, গাছ, পাতা, ফুল, ফল, পাখী, পথ, ঘাট, মানুষ, গরু, সব লাল ; সকলে ফাগে ভূষিত !

ফাল্গুনের ফাগখেলায় সে অপূর্ব্ব খেলা খেললে। সকলে ফাগের রংয়ে রাঙ্গা হ'য়ে মাতালের মত নেচে নেচে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ; ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী, সেই কিশোর কৃষ্ণ ছেলেকে আত্মসমর্পন ক'রে, উদ্দাম নৃত্য করলে—এমন নৃত্য কেউ কখন দেখে নাই।

এখনও লোকে ফাল্গুনে ফাগ খে'লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে— তাঁর টান এখনও যেন ব'য়ে চলেছে। সে রাসলীলা ক'রে ছিল, এখনও লোক তার সেই রাসলীলা করে, এখনও লোকে তার সেই সব খেলা খেলে। এ সব তার কি খেলা কিছুই বুঝিনি ; বোঝা যায় না।

আমার মনে হয় সে পাগল করতে আসে—সে পাগল ভালবাসে ! বুঝি তার পাগল করা ব্যবসা। সে আসতে না আসতে বৃন্দাবনের সকলে পাগল হলো।

সকলে পাগল হলো ! কেউ রূপ দেখে, কেউ গুণ দেখে, কেউ হাসিতে, কেউ বাঁশীতে, কি বলবো মা, বাঁশীতে সে গৃহস্থের ঝী-বৌকে ডাকতো ; সরমের কথা মা ! পাগল করবে ব'লে ডাকতো। তারা আসবে না তাদের জোর করে, বাঁশীর রবে পাগল করে আনতো ; কোথায় কোথায় বনে বনে নিয়ে ঘোরাতো।

তার সেই নব দূর্ব্বাদল ঢল ঢল শ্যামকান্তি, সর্ব্বাঙ্গে

অলকা তিলকা, শিরে শিখীপুচ্ছচূড়া, কটিতটে পীতধড়া বেড়া, অধরে বাঁশরী; সেই বঙ্কিম ঠাম নেহারি বৃন্দাবনের মূর্চ্ছা হতো। তার সেই অপূর্ব্ব কালরূপে বৃন্দাবনের সকলেই যেন কালময় হয়ে ছিল। কেবল ঐ ফাগ খেলার দিনে একবার কেবল সকলে রাঙ্গা হতো; তা না হলে কৃষ্ণসহবাসে বৃন্দাবনের গাছ, পাতা, লোক, জন, পাখী-পক্ষ সমস্তই কাল রূপে থাকতো।

সেখানে নাম ভাঁড়িয়ে ছিল মা। এখানেও নাম ভাঁড়িয়ে ছিল! জানতো মা তার সবই ভাঁড়াভাঁড়ির কাণ্ড! পাছে লোকে চিন্তে পারে—তাই সেখানে কৃষ্ণ আর এখানে রামকৃষ্ণ—তার মতলবই আলাদা।

আহা! সকলকে সে কি মদ খাওয়ালে—সকলেই কৃষ্ণ ব'লে মাতাল! সেখানে রাধা ব'লে একটি মেয়ে ছিল মা! সেই মেয়েটির আর কোনও জ্ঞানই ছিল না। আর জ্ঞান গোচর থাকে না,সব লোপ পায়; তার ঝড় প্রাণে উঠলে মরণ বাঁচনের ভয় থাকে না, হিসাব থাকে না, লজ্জা, ঘৃণা, সব চলে যায়, ভবিষ্যৎ চিন্তা লোপ পায়; প্রাণে বান ডাকে—জীবনে একটা উলট পালট উপস্থিত হয়।

তারে ভালবাসলে মানুষ মজে যায়। তারে যে ভালবাসলে, সে একবারে মজে গেল। সে তখন একলা বসবে, একলা হাসবে, একলা নাচবে, একলা গাইবে; তারে কেবল খুঁজবে,—হেসে খেলে, নেচে, উন্মাদ হয়ে খুঁজবে!—আকাশে, চাঁদের পাশে, পূর্ণিমার নিশিতে খুঁজবে! একজায়গায় একবার খুঁজবে বার বার খুঁজবে, লক্ষবার খুঁজবে, পাবে না তবুও

খুঁজবে, খুঁজবে আর চমকে চমকে উঠবে! ঐ সে আসছে, ঐ সে এলো, ঐ সে এসেছে, আকাশে কাণ পেতে বসে আছে,— যদি তার একটি কথা শুনতে পায়, পাপিয়া হাঁকে, বৌ-কথাকও ডাকে, সে সিউরে সিউরে উঠে; চঞ্চলচকিত চক্ষে স্থির হয়ে চায়, কেউ আসে না তবুও যেন ফেল ফেল ক'রে চেয়ে আছে, কে যেন, এলো ব'লে!

কেউ কারে ডাকলে,--অমনি মনে হয় সে বুঝি ডাকছে, কেউ কথা কইলে মনে হয় সে যেন কথা কইছে। গাছের পাতা নড়ে সে যেন সাড়া দেয়। কোকিল ডাকলে মনে হয় সে যেন গাইছে।

বুঝলে মা! সে দেখা দেবে ব'লে আমি গভীর নিশায় চাঁদের আলোতে বসি, ফুল পরি, দুল পরি, গলায় মালা পরি, লাজ-লজ্জা পরিহরি, তার জন্যে বাসর সাজাই।

তারে চিরদিন বে করবার সাধ। এমন চাঁদের আলোতে যদি তার সঙ্গে বে হ'তো তো বেশ হতো। তখন হৃদয়ে ভাব উথলে পড়ে, কেমন মনে হয় আজ যেন তার সঙ্গে আমার সত্য সত্যই বে হবে; বুকের ভিতর কি যেন করে! উদ্‌ভ্রান্ত মনে চাঁদকে বলি, চাঁদ, আজ আমার বে! তোমা-দের সব আজ বাসর জাগতে হবে; তোমাদের সকলকে আজ আমার বাসর জাগবার নিমন্ত্রণ। তোমরা সকলে আজ একটু সজাগ থেকো;—আমার প্রাণনাথ এখনি আসবেন, এখনি আমাদের বে হয়ে যাবে। আমার বাসরে তোমাদের সকলকে আজ গান গাইতে হবে। এখন তোমরা সকলে আমাকে একটু ভাল ক'রে সাজিয়ে দাও, আর

খুব ভাল ক'রে একটু কনেচন্দন পরিয়ে দাও! প্রাণনাথ আমাকে দেখে যেন একবারে ভুলে যান।

আমার কথা শুনে চাঁদ যেন হাসে! নীরব ভাষায় আমায় যেন বলে "তুই কার জন্যে পাগল হয়েছিস? কার জন্যে সাধের বাসর সাজিয়েছিস? সে কার? সে কি তোর? সে কার নয়! কিম্বা সে সকলের—অথচ কার নয়!

ঐ দেখ! তোর মত কত জন তার জন্যে আমার আলোতে বাসর সাজিয়ে ব'সে আছে! তাদের কত চিত্র বিচিত্র বেশ—কত গন্ধমাল্য; কুঙ্কুম কস্তুরী তাম্বুল চন্দন,—রাঙ্গারাগে রাঙ্গাঅধর ভরা—ফুলের বাগান সাজিয়ে ব'সে আছে; ফুলের মাঝে ফুলরাণী হয়ে ব'সে আছে! এই এলো এই এলো ক'রে আর আসে না, ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছে—তবুও ঘুমোয় না; তার আসার আশে কত ব'সে থাকে।

সে আসে না, তারা আসে, বাসর সাজিয়ে বিরহের গান গায়, বিরহের কথা কয়, বিরহের গল্প করে, তার পথ চেয়ে বিরহে জীবন কাটায়।

আহা কেন এমন হ'লো! যে যার মুখ চায়, সে কেন তার মুখ চায় না! যে যার পথ চেয়ে, সে কেন তার পথে চলে না। যার মুখের দুটি কথা আমার জীবন-মরণ, সে কেন বোবা!

তার চোখ আছে দেখে না, কাণ আছে শোনে না; গলা আছে গায় না; সে কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, লুকিয়ে লুকিয়ে গায়, তার সব তাতে লুকোচুরি—সে কেন এমন করে!

বোধ হয় আমাদের একটু ছুটাছুটি হয়, বিরহে একটু কাঁদি, এই তার ইচ্ছা।

অল্পায়াস লব্ধ ধনে বড় বেশি আদর নাই; তাই বুঝি একটু ছুটোছুটী করিয়ে, একটু কাঁদিয়ে সে দেখা দেয়।

ঠিক ঠিক! বহুদিন পরে বিরহিনীর বাঞ্ছিত দর্শনে যে আনন্দ হয়;—সে আনন্দ বুঝি আর জগতে কিছুতেই নাই!—সে আনন্দ বুঝি ছয় রাগ-ছত্রিশ রাগিনীতে নাই; অপ্সরকণ্ঠে নাই, আরতিবাদ্যে নাই, নুপুরের ধ্বনিতে নাই, তটিনীর গানে নাই, শারদের ভোরে নাই, বসন্ত-বিরহ-সঙ্গীতে নাই, অস্ফূট্ চন্দ্রালোকে দীঘির তরঙ্গ দর্শনে নাই, কপালকুণ্ডলার বনভ্রমণের ছবিতে নাই, গুহকের সরলতার পটে নাই; সে যেন এক কেমন আনন্দ!

হায়! পার্থিব-পতি সম্মিলনে যদি এত আনন্দ হয়; তবে না জানি জগতপতি দর্শনে কি আনন্দ হয়! তায় বহু বিরহের নিশি জেগে সে পতি দেখলে মানব না জানি কোন স্বর্গের আনন্দে বিভোর হয়!

অনেক আনন্দ হবে বলে—সে বুঝি একটু কাঁদিয়ে, একটু নির্দ্দয় হ'য়ে, লুকিয়ে থেকে, আসি আসি ক'রে না এসে, দুটো বিরহ গাইয়ে, ভালবাসার একটু পরীক্ষা লয়ে দেখা দেয়! আহা!

দেখা দাও নাথ,—দেখা দাও! আমিও বাসর সাজিয়েছি, বিরহ গাইতেছি—আকুল পরাণে নিশি জাগছি; তোমাকে মালা দেবো ব'লে গেঁথে রেখেছি। ভালবাসার পরীক্ষা কিন্তু আমার কাছ থেকে নিওনা, আমি দুর্ব্বল, পরীক্ষা দিতে পারবোনা। পরীক্ষা দিতে পারবো না বলেই আগে তোমার চরণ ধরিছি, সব ছেড়ে তোমার পথে বসেছি; তুমি আমায় বিনা পরীক্ষায়

দেখা দাও। অনেক নিশি জেগেছি, এরূপে আর কত দিন কাঁদাবে?—একবার এস, আর কাঁদিও না, একবার দেখা দাও দয়াময়!

আমার বোধ হয় ভালবাসার পাত্র কাছে কাছে থাকা ভাল নয়। কাছে থাকলে তেমন আদর থাকে না, টান ক'মে যায়;—ঠিক, সুলভ জিনিষের তেমন মর্য্যাদা নাই!

পূর্ণিমার চাঁদ মাসে একদিন উঠে, বসন্ত বৎসরে একবার আসে, কোকিল বৎসরে একবার গায়; যদি চিরদিন পূর্ণচন্দ্র উদয় হ'তো,চিরদিন যদি বসন্ত থাকতো—চিরদিন যদি কোকিল গাইতো; তবে তাদের তেমন আদর-মর্য্যদা থাকতোনা। বিদ্যুৎ কত সুন্দর, সে যদি জলদের বুকে আত্মগোপন না ক'রে, আকাশে স্থিরভাবে দাঁড়াতো তবে কে কত তার দিকে চাইতো, কে কতক্ষণ তারে দেখে বসে থাকতো।

*

বহু চিন্তা ক'রে তবে তিনি আমাদের কাছে আত্মগোপন ক'রে ছেন; তাই তিনি এত কাঁদান, আমাদের এত বিরহ গাওয়ান!

হ্যাঁ, ভাল কথা, যা বলছিলুম! ভাই তোমরা যার জন্য বসে আছ, সে নিশ্চয় আসবে, কেউ উঠনা! যে যেখানে ব'সে আছ ব'সে থাক, যার যেমন ভাবে বাসর সাজান তার তেমনি ভাবে সাজান থা'ক—সে আসবে! সে নিশ্চয় আসবে! তারে যে চায়, সে তার কাছে আসে; না এসে থাকতে পারে না। সে নিষ্ঠুর নয়। সে দয়ার সাগর, দয়াবতার।

যে যেমন সাজে সেজে আছ, সে সেই সাজে সেজে থাকো। ফুলেরমালা খু'ল না, ফুলেরগহনা খু'ল না, ফুলের চাঁদোয়া তুলনা—সে আসবে! তার জন্যে যেমন বিছানা পেতে ফুল

ছড়িয়ে রাখতে—সেই ভাবে বিছানা পেতে ফুল ছড়িয়ে রাখো; সে আসবে!

তাম্বুলের রাগ, নয়নের কাজল রেখো,—মুছনা! কাণের দুল তুলে রেখনা, চুলে ফুল গুঁজো, ফুল তুলো, মালা গেঁথো; নিজে প'রো, তার জন্যে গেঁথে রেখো—সে এসে পরবে! সে আসবে, আমি বলছি আসবে, নিশ্চয় আসবে! যে কাঁদায় সে আসে! তুমি ভুলনা, সে আসবে!

তুমি তারে ভুলনা সে তোমায় ভুলবে না। তুমি যারে মনে কর, সে তোমায় না মনে ক'রে থাকতে পারেনা। তুমি যারে ভালবাস সে তোমায় ভাল না বেসে থাকতে পারেনা। এ তারই নিয়ম! তুমি যার জন্যে কাঁদ, সেও তোমার জন্যে কাঁদে। তুমি প্রাণে প্রাণে যার কথা কও, সেও প্রাণে প্রাণে তোমার কথা কয়। তুমি যদি তার জন্যে আপন ভুলতে পার, সেও তোমার জন্যে আপন ভুলতে পারে; এ তারই নিয়ম, তারই কৌশল।

সংসার বেচা-কেনার ঘর, এখানে দিলে দেয়, না দিলে দেয় না;—যে দেয় সে পায়, যে দেয় না সে পায় না;—আয়নায় মুখ দেখা।

যে যার জন্যে আপন হারায়, সে তার জন্যে আপন হারায়! যে যার জন্যে মরে, সে তার জন্যে মরে! যে যার জন্যে মরেনা, সে তার জন্যে মরেনা।

কি জান! এসংসারে কেবল ব্যবসাদারী, দাম দাও জিনিষ নাও! দাম দেবেনা কিছুই পাবেনা; কিছুই চেওনা। তোমার ষোলআনা আবশ্যক, তুমি ষোলআনা দাও; চার আনা কি

ছয় আনা দিলে চলবেনা; যদি ষোল আনার স্থলে চার-ছয় আনা দাও তবে তারা তোমায় ঠকিয়ে দেবে—কিম্বা হাত গুটোবে, তুমি সাধাসাধি ক'ল্লে—তারা হাসবে, তোমায় পাগল ঠাওরাবে।

তাই বলি যদি প্রিয় জিনিষ চাও তবে প্রিয় জিনিষ দাও। ষোল আনা চাও তো ষোল আনা দাও। যেমন দেবে তেমনি পাবে। কম দিয়ে বেশি চেও না, পাবে না—বরং কাঁদবে। দিয়ে যদি না চাও; সে আরও ভাল; সে সকলের চেয়ে ভাল। এখানে চাওয়া চাওয়ি বড়ই খারাপ! নেবার সময় বেশ, দেবার সময় বুকে ভাতের হাঁড়ী ওলে। এখানে কারো কাছে কিছু চাইতে নাই; চাইলেই সর্ব্বনাশ বাঁধে। দেওয়া লওয়াই সংসার; তাই চাওয়া চাওয়িতে এত গোল! তাই বলছিলাম দিও;—চেওনা!

হ্যাঁ, তুমি যারে চেয়েছ—প্রাণে প্রাণে চেয়েছ; তারে পাবে; কেন পাবেনা? এ সংসারে যে যা চাইবে সে তাই পাবে। তুমি এক মনে চাও নিশ্চয় পাবে। এ জগত বড় মজার কৌশলে রচিত—ফলদাতা মহাকৌশলী, এ তার মহাশক্তির খেলা!

তুমি জিনিষ চেও,কিন্তু বুঝতে চেওনা, বুঝতে চাইলেই বড় গোলে পড়বে—হারিয়ে যাবে। অনন্ত পথ, অনন্ত পথিক। ফল খাও, ডালগুণনা, বুঝে অবুঝ হও;—চালাকী করে'না! ভাল হোক মন্দ হোক—শেষ পর্য্যন্ত খুঁজো। ভাগীরথী কর্ম্মনাশার একই উদ্দেশ্য।

তবে কি জান! সকলি তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর অনুগ্রহ না হ'লে তাঁর আশ্রয় কেউ পায় না। তাঁর ইচ্ছা হ'লে সমস্ত সহজ হয়ে আসে; আকাশের চাঁদ হৃদয় আকাশে ভাসে;—

তখন সত্য, মিথ্যা, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝতে বেশ পারা যায়। নৈলে আঁধারে আঁধারে এসে আঁধারে আঁধারে যেতে হয়।

মোট কথা তুমি তারে ভুলনা; সে আসবে, তুমি কেবল তাঁর দিকে চেয়ে থেকো। যে তার দিকে চায়, সে তার দিকে চায়; আর সকলেই তার দিকে চায়!

ঐ দেখ, অভ্রভেদী হিমাচল উচ্চদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে!—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডল তার দিকে লক্ষ্য ক'রে ব'সে আছে, ছোট বড় সকলে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে, অনন্ত অনন্ত কাল ধ'রে চেয়ে আছে। কত নদী শুকায়, গিরি লুকায়, কত মার কোলে ছেলে ঘুমায়, কত ছেলের কোলে মা ঘুমায়, কত আসে কত যায়, কত ভাঙ্গে কত গড়ে, কত উঠে কত পড়ে, তবু সব তার পানে চেয়ে থাকে, সকলে চাইতে চাইতে আসে, চাইতে চাইতে যায়, তার দিকে চেয়ে থাকাই সকলেরই একমাত্র কায, তার দিকে চেয়ে থাকাই এখনকার নিয়ম, হায়, কেন এ নিয়ম, কে বলবে!

চুলোয় যাক! তুমি চাইতে এসেছো—চেয়ে থেকো;—শোকে সুখে আঁধারে আলোকে—অহরহ চেয়ে থেকো, মাতৃ-বিয়োগের দিন চেয়ে থেকো, পিতৃবিয়োগের দিন চেয়ে থেকো, বন্ধু বিয়োগের দিন চেয়ে থেকো, জীবনপ্রতিমা চিতায় তুলে দিয়ে, চেয়ে থেকো, ধূ ধূ ক'রে শ্মশান আলো ক'রে সে ছবি পুড়তে থাকবে—তখনও তুমি চেয়ে থেকো, তার পানে চাইতে ভুল না।

যদি বল "সে পুড়ে যাবে, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে—তার

সোণারদেহ শ্মশানের কালধূমে মিশে আকাশে চলে যাবে, তবুও আমি তার দিকে চেয়ে থাকবো!" আমি বলি তখনও চেয়ে থেকো! না চেয়ে উপায় কি ভাই! আমাদের কিছু কি হাত আছে, না কোন শক্তি আছে! আমরা বড় পরাধীন, আমাদের শুধু তার দিকে চেয়ে থাকা ভিন্ন অন্য গতি নাই! আমাদের যে হাত পা বাঁধা!

আমি বলি প্রিয়জন বিয়োগের দিনই আরও ভাল করে চাইবে, আরও বেশী ক'রে চাইবে; সেই দিন চাইবার মাহেন্দ্রযোগ! প্রিয়জনের চিতার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইলে নাকি আশুফল লাভ হয়।

আর একটু ভেবে দেখ, এখানে কে কার, আমিই বা কার, তুমিই বা কার, আর কেবা কার! এ যেন খেয়াঘাটায় দেখা,—একটু পরে কে কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে কিছুই ঠিকানা নাই। তবে কেন তার পানে চাইতে ভুলি!

এ সংসার-বিছানায় শুয়ে একটা দীর্ঘ ঘুম ঘুমান যাচ্ছে; সেই ঘুমের মাঝে এ সব হাসি-কান্নার স্বপ্নখেলা!—অসার আত্মীয়তা, বিয়োগ, বিরহ, জ্বালা, বেদনা;—মূলে কিছুই নয়। বস্তুতঃ মূলে যখন কিছুই নয়;—তবে যে গিয়েছে, সে যাক না কেন! শ্মশানের শেষখেলা পর্য্যন্ত তুমি তার সঙ্গে খেললে—এক স্বপনে এক ঘুম ঘুমালে—আর কেন, যে যাবে তারে যেতে দাও—হাসতে হাসতে যেতে দাও।—পেছু ডেকোনা! ভাই, এখানে কোনই উপায় নাই, কিছুই বলবার নাই। শুধু সহ্য কর! নীরবে তার দিকে চেয়ে থাক! তোমার আমার আর কোন

হাত নাই। আর যে একবার যায়, সে কি আর কাঁদলে ফেরে? বুক ভাঙ্গলে সে কি আর চেয়ে দেখে?

আর তার মৃত্যুশয্যার পাশে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে কি হবে? সেদিন একটু বেশী কেঁদে, দু'বার বেশী বুকচাপড়ে কি হবে? হয়তো যে দিন কাঁদলে তার উপকার হতো, যে দিন তোমায় দেখে সে অনেক দুঃখ ভুলতো—সে দিন তুমি কাঁদনি, সে দিন তুমি তার পাশে দাঁড়ওনি; আর এখন তোমার চোখের দুফোঁটা জলে তার কি হবে!

আর কত কাঁদবে, কাঁদলেতো দিন রাত্রি কাঁদতে হয়! আজ ছেলে মরবে কাঁদতে হবে, কাল মেয়ে মরবে কাঁদতে হ'বে, পরশু স্ত্রী মরবে কাঁদতে হবে; ক্রমে ভাই মরবে,—বাপ মরবে, মা মরবে;—কাঁদলেত সমস্ত জীবনটাই কাঁদতে হয়;—তার উপর আর আর জ্বালা বিপদের তো ইতিই নাই।

মিছে কান্নার জন্যই কি মানব-জীবন! এমন সুন্দর জীবন চোখেরজলে কলঙ্কিত করা! অনিত্য চিন্তায় ব্যয় করা! অন্তর্যামী ভগবানকে বুকের মাঝে বেদনার দাবানলে ঘিরে রাখা! ছিঃ ছিঃ! আর ম'লে যদি কাঁদতেই হয়, তবে সকলের মরণে কাঁদনা কেন। তোমার সর্ব্বনাশে আমি তোমার গলাধরে কাঁদি, আমার সর্ব্বনাশে তুমি আমার গলা ধরে কাঁদ; আমার প্রিয়-বিয়োগের-অশ্রু তোমার আমার চোখে সমান ভাবে ঝরুক! আমার বিপদের বেদনা তোমার আমার বুকে সমভাবে বাজুক!

ও! তা বুঝি হবার যো নাই! নিয়ন্তার বুঝি সে নিয়ম নয়; আমরা ইচ্ছা ক'রে বুঝি তাঁর নিয়ম অতিক্রম করতে পারিনি! তাই কেউ কারো জ্বালা-বিপদ বুঝবেনা,—তাই কেউ

কারো সর্ব্বনাশের দিকে ফিরে চাইবে না—কেউ কারো বিয়োগ-বেদনার ভাগী হবে না, কেউ কার চোখেরজল মুছাবে না, প'ড়ে গেলেও তুলবে না, পাশে দাঁড়িয়েও সাহস দেবেনা, এই বুঝি নারায়ণের ইচ্ছা!

ও হরি! আমি কি বলছি! এ যে সংসার! এ যে মায়াক্ষেত্র! এ যে বরষার আকাশ! এ যে বহুরূপীর খেলা! এ যে রামধনুর ঘর! এ যে একে অনেক,—অনেকে এক! এ যে স্বপ্ন-রাজ্য! এ যে ইন্দ্রজালের কারখানা—ভেল্কিময়!

ও সব কথা চুলোয় যাক! তুমি বুক খালি কর, সব সরিয়ে ফেল; শূন্য বুকে তার আসন পাত। সে শূন্য ভালবাসে, সব শূন্য হ'লে সে আসে। শূন্যে তার স্থান, শূন্য পেলে সে আপনি আসে, আপনি আসন পেতে বসে—তখন ডাকতে হয় না; তখন আর আরাধনার আবশ্যক হয় না।

মায়ের বুক শূন্য হ'লে সে মার পাশে আসে, বাপের বুক শূন্য হ'লে সে বাপের পাশে আসে, যুবকের বুক শূন্য হ'লে সে যুবকের পাশে আসে, যুবতীর বুক শূন্য হ'লে সে যুবতীর পাশে আসে; সে শূন্যের আসেপাশে ঘোরে। যে শূন্য প্রাণে চায়, যে শূন্য প্রাণে গায়; যে অন্তরে-বাইরে শূন্য দেখে; সে তার বড়ই প্রিয়।

শূন্য হবার সময় একটু জ্বলে;—তা জ্বলুক! সোণা না পোড়ালে খাঁটী হয় না—কাজে আসে না, একটু জ্বলা পোড়া ভাল। আর এখানে পুড়ে খাঁটী হতেই আসা! এখানে সকলেই পোড়ে; —কেউ ইচ্ছায় পোড়ে, কেউ অনিচ্ছায় পোড়ে। কেউ বুকে নিয়ে পোড়ে, কেউ বুকে না নিয়ে পোড়ে, কারুর শুধু পোড়াবার সাধ; পুড়তে পায় না ব'লে পোড়ে!—

হায় এ সংসারে সকলেই পোড়ে! বাপ পোড়ে, মা পোড়ে, ভাই পোড়ে, বোন পোড়ে, প্রিয় পোড়ে, প্রাণ পোড়ে, প্রাণের প্রাণ পোড়ে, রূপ পোড়ে, লাবণ্য পোড়ে, যৌবন পোড়ে, হাসি পোড়ে, চাউনি পোড়ে, বুক পোড়ে, উচ্চ বুক পোড়ে, অহঙ্কার পোড়ে, অহঙ্কারের অহঙ্কার পোড়ে, চঞ্চলতা পোড়ে, পাপ পোড়ে, পুণ্য পোড়ে, ভাল পোড়ে, মন্দ পোড়ে, বাসনা পোড়ে, আদর পোড়ে, সোহাগ পোড়ে, মমতা পোড়ে, বিনয় পোড়ে, আত্মীয়তা পোড়ে, শিশু পোড়ে, শিশুর সরলতা পোড়ে;—বল, বুদ্ধি, প্রেম, প্রণয়, কবিত্ব, মহত্ত্ব—সব পুড়ে যায়! ভীমসেনের পরাক্রম পু'ড়ে গে'ছে, কর্ণের সহিষ্ণুতাও পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। হায়, সংসার এক মহাশ্মশান! এখানে সব পোড়ে;—উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, পশুত্ব, মনুষত্ব, সব পু'ড়ে যায়!—কেউ আজ পুড়বে, কেউ কাল পুড়বে, কেউ দু'দিন পরে পুড়বে; কেউ পুড়ছে, কেউ কয়লা হয়ে গেছে, কেউ আধ-পোড়া হয়েছে, কারুর চিতা সাজান, কেউ এখনি পুড়বে, কেউ এই পুড়ল, কারুর পোড়া হ'য়ে গেল; কেউ পুড়িনি!—যে পুড়িনি সেও পুড়বে; সে পোড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; পোড়বার অবসর খুঁজছে। যে অল্প বিস্তর পুড়েছে, তার ভাল ক'রে পুড়তে সাধ তাই ব্যাকুল হ'য়েছে; সে এইবার পুড়বে।

এখানে পুড়তে আসা! যে আসে সে পোড়ে, সে পু'ড়ে যায়। না পুড়লে জন্মবৃথা হয়, তাই সকলে পোড়ে। তোমার জলা-পোড়া হয়ে থাকে; তুমি এখন বুক শূন্য কর;— বুঝলে!

হ্যাঁ ভাল কথা, যা বলছিলাম মা! বৃন্দাবনে যমুনা ব'লে যে

নদী, সে নদীটীও পর্য্যন্ত তার ফাঁদে পড়েছিল ;—আহা মা, সে নদীর কি রূপ ! গায়ের রং ঈষৎ কাল বটে, কিন্তু সে আলো করা কালরং ! সে নদীর পাশে দাঁড়ালে, প্রাণ পাগল হ'য়ে উঠে ; আহা তার সেই কাকচক্ষুস্বচ্ছ বারিরাশির ঈষৎ নীলাভামণ্ডিত তরঙ্গ উজ্জ্বলতা সুনীল গগন সনে মিশি ;—ভূতলে তরু শিরে নীলকান্তিময়জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিতা হ'য়ে বৃন্দাবনের কলেবরে এক অপূর্ব্ব কাল শ্রী সঞ্চার ক'রতো। না,না যেন নীলবসনা যমুনা কৃষ্ণের কালরূপ উপেক্ষা ক'রে বৃন্দাবনকে হাসাতো। না, না, তাও নয় ;—কৃষ্ণ ও কালিন্দীর দুই কাল জ্যোতিঃ এক হ'য়ে, বৃন্দাবনকে কাল বর্ণের মন মুগ্ধকর মাধুর্য্য দেখাতো। কালরূপ যে এত সুন্দর হ'তে পারে পূর্ব্বে বৃন্দাবন তা জানতনা। ঠিক ঠিক, কালরূপ এত সুন্দর দেখে শেষে বৃন্দাবনবাসীর কাল হ'তে সাধ গি'ছিল ;—তাই সেই হ'তে যেন ভ্রমর কাল হ'ল, কোকিলের কালরূপ হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক হ'ল ; সেই হ'তে কৃষ্ণপক্ষের সৃষ্টি হ'ল, আমাবস্যার গায়ের রং কাল হ'ল, রজনী ঘোরা মসীময় কৃষ্ণ হ'ল, সকল চোখের তারা কাল হ'ল।—

সেই হ'তে বৃন্দাবনবাসী নয়নে কৃষ্ণময়দেখতে লাগল ! গাছে কৃষ্ণ, পাতায় কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুঞ্জে কৃষ্ণ, ঘাটে কৃষ্ণ, ঘরে কৃষ্ণ, বাইরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অন্তরে, কৃষ্ণ চারি ধারে ; কৃষ্ণ ভাই, কৃষ্ণ বোন, কৃষ্ণ মা, কৃষ্ণ বাপ, কৃষ্ণ বন্ধু, সকল মেয়ের কৃষ্ণ স্বামী ;—বৃন্দাবনে যেন কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হ'ল। কৃষ্ণ নিয়ে খেলা, কৃষ্ণ নিয়ে চলা, কৃষ্ণ নিয়ে বলা, চারিদিকে কৃষ্ণের মেলা। সকলের কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ, কৃষ্ণগত জীবন, কৃষ্ণ দেহ, কৃষ্ণ প্রাণধন ; সকলের কৃষ্ণ ছেলে ;—বৃন্দাবন যেন কৃষ্ণে ভুলে

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ক'রলে! না, না কৃষ্ণ সহবাসে সকলে কাল হ'য়ে গেল। ঠিক্ ঠিক্।

সকলে কৃষ্ণময় হ'ল বটে, কিন্তু রাধা মেয়েটী কৃষ্ণময় হ'ল না। কৃষ্ণ রূপে ডুবেও কৃষ্ণ হ'লনা।

এমন কি কৃষ্ণরূপের কোন রংই দেখতো না! কিন্তু হায় সব কৃষ্ণ ময়—কি করে! শেষে কালোর জ্বালায় বড় জ্বালাতন হ'ল। কাল মেঘ ব'লে আকাশের পানে চাইতো না, যমুনার জল কাল ব'লে চোখবুজিয়ে স্নানে যেতো, কাল কদমতলার দিকে তাকাতো না, চুল কাল ব'লে বেণী বাঁধতো না। কাল ফুল হাতে নিত না, কাল কাজলের সাধ পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে, কৃষ্ণের কাল বাঁশী বাজলে কাণে হাত দিত।

সেই যে রাধা ব'লে মেয়েটা, অতি ভাল মেয়ে মা অতি সৎ মেয়ে; সাতপাঁচ জানতো না! মেয়েটী কিছুই জানতো না।

রাধা মেয়েটী যখন যমুনায় জল আনতে যেত, তখন সেই কৃষ্ণ এসে পথ আগলাত। রাধা চ'লে যেত, কৃষ্ণ পেছু নিত; রাধার আসেপাশে ফিরতো; যেন তার কি সর্ব্বনাশ করবে ব'লে অবসর খুঁজত।

মেয়েটী কেমন একটু ভোলা ভোলা ছিল। অতি সরল ছিল কিনা—একটুতে সব ভুলে যেত। যমুনার তীরে কদমতলায় সে নাকি কারে দেখতো! চূড়াধড়া প'রে কে একটী সুন্দর ছেলে এসে বাঁশী বাজাতো; রাধা তারে নাকি দেখতে বড় ভাল বাসতো; সেই চূড়ো বাঁধা ছেলেটীও নাকি রাধাকেও খুব ভাল বাসতো! সে রাধার যেন কে হতো। আমি কিন্তু মা সে ছেলে-

টীর নাম কি ঠিক জানিনি ; শুনেছি তারও নাকি রাধা-অন্ত প্রাণ ছিল ; আর রাধারও সে-অন্ত প্রাণ ছিল। দু'জনে অভেদ— একআত্মা ছিল।

রাধা মেয়েটী রোজ যমুনায় জল আনতে এসে তার সঙ্গে খেলতো। তার পাশে দাঁড়াতো, হাসতো, কত কথা কইতো, যমুনার জলে কত খেলতো। দু'জনে যমুনার জলে কখন কখন সাঁতার দিত ; যমুনা সেই পদ্ম দুটী বুকে ক'রে আহ্লাদে যেন নাচতো। কত দু'জনে ফুল তুলতো, মালা গাঁথতো, দু'জনে দু'জনাকে পরাত ; যমুনাকেও কখন কখন মালা উপহার দিত। ছেলেটী বাঁশী বাজালে যমুনা দাড়িয়ে শুনতো।

বুঝলে মা! একদিন মেয়েটী কলসী কাঁকে করে কদম তলার দিকে চাইতে চাইতে যাচ্ছিল ; কদম তলার দিকে চাহিলে মেয়েটী সব ভুলে যেতো, জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যেতো ; জগতের কথা মনে থাকতো না ; পাগল প্রাণে কদমতলা পানে চেয়ে চলছে, অমনি কঠোর কৃষ্ণ কিনা তখন সুযোগ বুঝে রাধার আঁচল থেকে সর্ব্বস্ব খুলে নিলে ! পথের মাঝে, দিনের বেলা মা! দুপুরে ডাকাতি করলে, ক'রে—মথুরা ব'লে কোন এক নগর আছে, সেই মথুরায় পলাল ! রাধার সেই আঁচলে যথাসর্ব্বস্ব ছিল ;—প্রেম, প্রণয়, হাসি, চাউনি, কুল, মান, সরম-ভরম—সব ছিল ! রাধাকে ভিখারিণী ক'রে পথে বসিয়ে কৃষ্ণ পলাল। কি জান মা!—তার ইচ্ছায় ভিখারী রাজ-রাজেশ্বর আবার রাজরাজেশ্বরও ভিখারী হয়। সে ইচ্ছাময়, তার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সমুদয় হয় ! সে ইচ্ছাস্রোতে আসে, ইচ্ছাস্রোতে ভাসে, ইচ্ছাস্রোতে ভাসায় !—

দেখনা কেন সে সেখানে বাঁশী বাজাত, আর এখানে গান গাইত। সেখানে বাঁশীতে যা বাজাতো, এখানে গানেও তাই গাইতো! সেখানে ছিল তাল তমাল প্রিয়, এখানে প্রিয় আম নারিকেল। সেখানে প্রিয় ছিল শ্রীদাম সুদাম এখানে প্রিয় ছিল রাম বাবুরাম। সেখানে প্রিয় যমুনা এখানে গঙ্গা। সেখানে প্রিয় কাত্যায়নী এখানে কালী। সেখানে ছিল নিধুবন প্রিয়, এখানে পঞ্চবটীর আসন প্রিয়। সেখানে প্রিয় ছিল রাখাল বেশ, এখানে প্রিয় ছিল দীনহীন বেশ—দীনেরদীন-হীনেরহীন বেশ। সেখানে জন্ম গ্রহণ করলে কারাগারে, এখানে কামারপুকুরে। সেখানে ভুলিয়েছিল মেয়ে, এখানে ভুলালে পুরুষ ; তাই বলছি তার যখন যা ইচ্ছা। সেখানে ছিল গোয়ালার ঘরে এখানে কৈবর্ত্তের ঘরে। সেখানে রাধা ব'লে পাগল, এখানে মা ব'লে পাগল। সেখানে ভ্রমণ বনে বনে এখানে ভ্রমণ উপবনে। সেখানে ক'ল্লে কালীয় দমন, এখানে ক'ল্লে পাষণ্ড দলন। সেখানে কৃষ্ণ, এখানে রামকৃষ্ণ। সেখানকার রূপ নীলপদ্ম, এখানকার রূপ আধফোটা কোকনদ। বৃন্দাবনে শ্যাম শ্যামা হ'ল, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ কালী হ'ল। তাই বলছিলাম তার যখন যা ইচ্ছা।

তা তার কাযই ঐ! সে যখন যেখানে তখন ঐ প্রকারই করে। দক্ষিণেশ্বরে এসেও অমন ক'রে অনেককে মজিয়েছে। আড়ালে আড়ালে অনেকে তোমার আমার মত কাঁদে। সে কখন কোন্ মথুরায় রাজা হয় ;—আর সকলে কাঁদে!

আমাকে সে একদিন চুরি ক'রে নি'গিয়ে গান শুনিয়ে পাগল করলে। বুঝলে মা একদিন সে আমাকে তার একজন লোক দিয়ে উড়িয়ে নেগেল ; আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উড়িয়ে

নিগিয়ে—তার সেই লোকটা আমার ঘুমন্তকাণে ভ্যানভ্যান করে কত কি বলতে লাগলো; আর কত কি দেখালে; তারপর রামকৃষ্ণগান শোনালে;—শুনিয়ে পাগল করলে; তা না হ'লে আমি কি দুঃখে পাগল হব?

তার যে কি মতলব কিছুই বোঝা যায় না! তার এক রাজ্য আছে সে রাজ্যের নাম রামকৃষ্ণরাজ্য। যারে সে পাগল করে, তারে সেখানে ধরে নিয়ে যায় -আমাকে তাই তার সেই লোক ধরে নেগেল—ঘুমন্ত উড়িয়ে নেগল—রামকৃষ্ণ-গান শোনাবে ব'লে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণরাজ্য।

বুঝলে মা! আমায় যে ঘুমন্ত উড়িয়ে নিয়ে গি'ছল, তার নাম জ্ঞান। কিন্তু আমি তখন ঘুমন্ত, কে জ্ঞান কে অজ্ঞান কিছুই জানিনি;—সে রাজ্যের নূতন ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমি একলা, আর চারিদিকে কেউ কোথাও নাই;—যে এনেছে সেও তখন কোথায় গিয়েছে; তখন কি করবো কি না করবো কিছুই স্থির কর্ত্তে পাল্লুম না। হঠাৎ একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেম—আমি এ কোথায় এলাম? এ স্থানের নাম কি? কে আমাকে এখানে আনলে? সে আমার কথা শুনে একটু হেসে ব'ল্লে "এ মহারাজ রামকৃষ্ণের রাজ্য। মহারাজ রামকৃষ্ণই তোমাকে এখানে এনেছেন; এখন তুমি যেখানে এ স্থানের নাম প্রাসাদ-তোরণ!"আমি তারে তখন অতি বিনীত ভাবে বললাম;—এখানে আমাকে কেন আনা হ'ল?—আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কেন উড়িয়ে আনা হ'ল? সে বললে "মহারাজ রামকৃষ্ণের গান শোনাবার জন্য!" এই কথা ব'লে লোকটী ব্যস্ত ভাবে আমার কাছ হ'তে চ'লে যায় দেখে আমি তারে তখন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেম মহারাজ রামকৃষ্ণ এখন কোথায়? সে উত্তরে ব'ল্লে, "মহারাজ-রামকৃষ্ণ কোথায় তা কেউ জানে না!" এই কথা বলতে বলতে লোকটী কোথায় চ'লে গেল। ভাবলাম এখানকার ব্যাপার মন্দ নয় তো!

এ রাজ্যের রাজা আমাকে গান শোনাবার জন্য এখানে এনে-ছেন ;—অথচ লোকটী ব'লে গেল—রাজা কোথায় থাকেন তা কেউ জানে না ; লোকটীর এরূপ অসংলগ্ন কথা শুনে মনে ভারি সন্দেহ হ'ল। একেত নূতন অপরিচিত স্থান, তায় রাতারাতি কোন দেশ হ'তে কোন দেশে কে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে উড়িয়ে এনে ফেললে তার কিছুই জানতে পারলেম না, লোকটীও সোজা কথা কইলে না, আরো সন্দেহ হ'ল। ভাবলেম রাজা নাই—রাজ্য, এরা নিশ্চয় যাদুকর !—মহাচিন্তায় পড়লাম। কত মাথামুণ্ডু ভাবলাম ; কখন ভাবলাম, জানা নাই, চেনা নাই, রাজা হ'লে কি হয় ! আমি কখন তারে দেখিনি ; আলাপ নাই পরিচয় নাই, সে কে আর আমি কে ! রাজার কি অন্যায় আচরণ ! চুরি ক'রে আন'লে—রাতারাতি একদেশ হ'তে আর এক দেশে যাদুতে উড়িয়ে আনলে ! আর আমাকে গান শোনাবার জন্য তাঁর কিসের মাথাব্যথা ! রাজার এমন কাজ ! চোরের প্রবৃত্তি ! এদেশের লোকেরা তো বড়ই অসুখী !—

কখন ভাবলেম, আমাকে যখন এনেছে নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্যে এনেছে। উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাযই হয় না। আর ভাল হোক, মন্দ হোক, রাজারামকৃষ্ণ আসুক আর যেই আসুক, কেউ যে একজন এনেছে তা নিশ্চয়। ভাল, দেখা যা'ক এদের মতলব কি ! উপস্থিত আর কোন উপায় নাই। এখানে সাহায্য করবার কেউ নাই। মেরে ফেল্লেও বলবার বা রক্ষা করবার জন নাই। যেখানে আছি সেখানে বসে থাকাই ভাল। যে এনেছে সে এখনি অবশ্যই খুঁজতে আসবে। কখন

ভাবলেম, আমাকে এরা ভুল করে এনেছে; কারে আনতে কা'রে এনেছে; আমাকে এখানে আনবার মূলে এদের উদ্দেশ্যই ছিল না। কিন্তু তাই যদি হয়—ভুল করেই যদি এনে থাকে;—মোটের উপর এরা ভাল লোক নয়! আরও ভয় হ'ল, তখন ভাবলাম এখান থেকে এখন পালান যাক; না হলে এদের হাতে প্রাণ যাবে। আবার ভাবলাম, পালিয়ে কোথায় যাব! না জানি পথ না জানি কিছু; কোন দিকে যেতে কোন দিকে যাবো, কার হাত থেকে আবার কার হাতে গিয়ে পড়বো; কোন যাদুররাজ্য থেকে কোন যাদুররাজ্যে পৌঁছবো!—তায় কাজ নাই, যা হবার এখানে হোক। এরা যখন এনেছে;—মারুক, কাটুক, আর কোথায়ও যাব না; মরতে হয় এদের হাতেই মরবো।

কখন ভাবলাম, না এদের মন্দ উদ্দেশ্য বলে আমার বোধ হয় না। এমন সুন্দর দেবতার স্থান, এমন প্রাসাদ, এমন প্রাসাদ-তোরণ, এরা সব এমন সুন্দর স্থানে বাস করে;—এদের মন্দ অভিপ্রায় ব'লে বোধ হয় না! কিন্তু আমাকে না বলে উড়িয়ে আনলে কেন! এরা যদি ভাল মানুষই হবে, তবে রাতারাতি মানুষকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে হাওয়া করে আনতো না! না না এরা সোজা নয়। সোজা মানুষ কখন ঘুমন্ত মানুষ চুরি করে না! এদের ভিতর নিশ্চয় গোল আছে। না জানি এরা আমায় কি করবে!—

তারপর শোন মা কি কাণ্ড হ'ল! আমি তখন কিছুই জানিনি—কেবা রাজারামকৃষ্ণ আর কেবা কে; কোথায় তাঁর রাজ্য, কোথায় তাঁর কি; দিব্য খাই বেড়াই—এর মধ্যে এই কাণ্ড।

"হ্যাঁ, আমি ততক্ষণ নানা প্রকার চিন্তা করতে করতে রাজার প্রাসাদ-তোরণে, যে আমাকে এ রাজ্যে এনেছে, সে এখনি খুঁজতে আসবে ভে'বে তার আসবার আশায় বসে রইলুম। আমার জীবন মরণ এখন যার হাতে, যে আমায় রাখলেও রাখতে পারে,—মারলেও মারতে পারে; আমি যার একান্ত অধীনে, যে আমাকে এই রামকৃষ্ণরাজ্যে এনেছে সে কই! এই ভেবে বসে রইলাম এবং ভাবতে লাগলাম!—

ঐ লোকটী বলে গেল রাজারামকৃষ্ণ আমাকে এখানে এনেছেন। আমাকে তাঁর গান শোনবার জন্যে এনেছেন। লোকটীর কথা কি ঠিক? কিম্বা আমায় সে মিথ্যা কথা বলে গেল। এদের কিন্তু বিচিত্র চরিত্র;—আর কার ভিতর কি আছে না আছে কিছুই জানা যায় না। অকারণে এরা আমায় ঠকিয়েছে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। চিন্তার নানা স্রোতে ভাসতে লাগলাম।—

কিন্তু প্রাণ আমার আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল; কারণ বাড়ীতে ব'লে আসা হয়নি, বাড়ীর লোকেরা আমায় কত খুঁজছে, আমাকে না দেখতে পেয়ে কত উদ্বিগ্ন হচ্ছে; বন্ধু বান্ধবেরা চারিদিকে হয়ত ছুটোছুটি করছে; প্রিয়ার পাশে শুয়ে ছিলাম, না জানি সে ঘুমচখে কত ব্যাকুল হ'য়ে আমায় খুঁজেছে! কিম্বা আমায় দেখতে না পেয়ে না জানি কত কাঁদছে!—উঃ প্রিয়ার চক্ষে জল! সর্ব্বনাশ! আমি এই দণ্ডে পালাই! আর না, আর না,—এখনি পালাবো! আমি পাখী হয়ে উড়ে যা'ব! সমুদ্র পেলে সাঁতরে পার হবো! প্রিয়ার চক্ষে জল! আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে!—উঃ আর

না, আমি পালাই! উন্মত্তের মত যেই এই ভেবে আমি পালাচ্ছি, অমনি একজন আমাকে ঝাঁ করে ধরে ফেলে বল্‌লে, "তুমি ছুটে কোথা যাও?" আমি বল্‌লাম তুমি আমাকে ছাড় আমি বাড়ী যা'ব। সে বল্‌লে "বাঃ এইতো তোমার বাড়ী, তুমি পাগল নাকি?" আমি তা'রে বললাম, বেশ! আমি পাগল না তুমি পাগল? এই রাতারাতি কোন দেশ থেকে এখানে আমাকে তোমরা উড়িয়ে আনলে; আবার বল্‌ছো এ বাড়ী আমার! তোমাদের ব্যাপার কি বল দেখি? তুমি বুঝি এই রাজার লোক? তোমাদের মতলব কি? আমাকে তোমরা কি জন্য চুরি করে এনেছ? তোমাদের কি একটু দয়া মমতা নাই? আমার বাটীর লোক আমাকে না দে'খে অন্ন জল ত্যাগ করেছে, আমার জীবন প্রতিমা স্ত্রী আমাকে না দেখতে পেলে হয়ত জীবন বিসর্জ্জন দেবে; আমার বিরহে আমার বন্ধুগণ বিরলে কাঁদবে। আমায় জন্মভূমির বুক থেকে এখানে কেন আনলে? আমার গঙ্গামার বুক খালি ক'রে কেন এখানে আনলে?—

তুমি কেন আমায় মিথ্যা বলে ছলনা করছো? দেখ, আমি তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও! আমি বাড়ী যাই।

আমি পাগল নই। আমি সহজ জ্ঞানে বেশ বুঝছি,—এ বাড়ী আমাদের নয়!—আমাদের ছোট বাড়ী, পাতার-কুটির; বড়বাড়ীর চেয়ে তাতে অনেক আনন্দ। আমাকে তোমাদের বড়বাড়ীর প্রলোভন দেখিও না! বড়বাড়ীর সুখ আমি জানি; সেখানে কেবল স্বার্থ—আনন্দ নাই, আনন্দের লাঠালাঠি! কেবল আত্ম-সুখের মাতলামি,—তারা মেয়ে পুরুষ মাতাল!

তারা ভ্রাতৃবিয়োগে কাঁদে না—আনন্দ করে; ভাগীদার গেল ব'লে আনন্দ করে! তারা অক্ষম ভাইকে তাড়িয়ে দেয়—ফাকী দেয়! তারা ভিখারীকে ভিক্ষা দেয় না, দ্বারবান রাখে—কুকুর পোষে; তারা দুর্য্যোধন!—তাদের ঘরে অহরহ কুরুক্ষেত্র হয়!

ফের তারে আমি বললাম! তুমি আমায় ছেড়ে দাও! আমি বাড়ী যাই। আমার ভাই-বোনের জন্যে বুক কেমন করছে। এত বেলা হল একটী বারও প্রিয়ার মুখ দেখা হল না। আমার বান্ধবেরা এতক্ষণ কত হাসি খেলা করছে। প্রিয় সখার একটী বিরহ-সঙ্গীত আমার আধ শেখা হয়ে আছে—অর্দ্ধেকটী শেখা হয়নি, সে গানটী জীবন সর্ব্বস্ব—আমার গলার হার; সেটী না শিখলে আমার জীবন অপূর্ণ। আহা! সখার গান বড় মিষ্ট;—তার গলার ভৈরবী গান আরও মিষ্ট। তার গান শুনে আমি জগত ভুলি;—দীঘির ধারে বসি, চাঁদ উঠে, এক একটী তারা ফুটে, সে পূরবী গায়;—তখন আমি চেতন হারিয়ে ফেলি! নিকটস্থ আম্র গাছ গুলি কাণ খাড়া ক'রে সে গান শোনে;—সে গান শুনে তালের গাছ বাতাসে তর তর ক'রে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে; সে গান শুনে, কোন কোন দিন পাপিয়া বাসায় ফেরবার সময়, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় 'বাহবা, বাহবা,' দিয়ে আকাশ তোলপাড় ক'রে চ'লে যায়; সে গান শুনে জ্যোৎস্না তার শুভ্র আঁচল খানি বিছিয়ে সাঁজের আকাশে ঘুমিয়ে পড়ে, অস্ফুটচন্দ্রালোকপ্লাবিত দীঘির ঈষৎ ঝিকি ঝিকি তরঙ্গ নিচয় তালের কাল ছায়ার সনে মিশে সে গান শুনে আকুলি বিকুলি খেলে; সে গান আমার কাণে যেন ভরা রয়েছে। দেখ তোমার পায়ে পড়ি। আমার সখার গান দিনান্তে একবার না

শুনলে আমি মরে যাই। আর আমার নূতন সুখ, নূতন যৌবন, নূতন আশা, আমার নূতন বুক, নূতন উত্তম, নূতন সংসার সাজান, আমায় বেঁধোনা! কারাদণ্ড ক'র না;—আমায় ফিরিয়ে দাও! তোমাদের এখানে থাকলে আমি মরে যাবো! একটুতে আমি আধমরা হয়ে গিছি;—এখানে তোমরা রুদ্ধ করলে দুই দিনও বাঁচবোনা! তারে আরো কত অনুনয় বিনয় করলুম!

ফের বললুম—"দেখ! আমার গড়া সংসার ভেঙ্গে যাবে, সকালে শুকিয়ে যাবো; কারাগারের অন্ধকারে মরবো, তোমাদের কি এই ইচ্ছা!

তোমরা দেবালয় রাখ, ঠাকুর পূজা কর, শ্লোক ঝাড়; এত ধর্ম্মের ভড়ং ক'রে গুমখুন কর? এ পাপ তোমাদের সহ্য হয় তো? আহা না জানি তোমরা আমার মত কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছ! মা কাঁদিয়ে, ভাই কাঁদিয়ে; প্রিয়জন পর করে দিয়ে—তোমাদের কি সুখ? স্ত্রীর বুক থেকে স্বামী কেড়ে নিয়ে তোমাদের এ কি খেলা? এক দেশের লোক আর এক দেশে আনা—তোমাদের এ কোন্ দেশী আচার? ঘুমন্তকে বন্দী করা—ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুরতা!

তা যা কর তা কর, আমায় ছেড়ে দাও! আমি তোমাদের এখানে থাকবোনা। তোমরা যদি আমাকে গান শোনাতে এনে থাক, আমার আর গান শুনে কাজ নাই;—সখার সে গানে পুত্র-শোক যায়! আমায় যেতে দাও। বুঝলে মা! আমাকে বড়বাড়ীর প্রলোভন দেওয়ায় আমার লোকটীর উপর বড়ই মনে মনে রাগ হ'ল; আমি তাই খুব জোরে জোরে তখন বলতে লাগলুম; দেখ, আমায় ছেড়ে দাও! আমি তোমাদের বড়বাড়ী দেখে বড়ই

ভীত হই ; বড়বাড়ীর পাশ দিয়ে আমি হাঁটিনি—বড়বাড়ীর হাওয়া আমার আদৌ সহ্য হয় না ; তোমাদের বড়বাড়ীকে নমস্কার! তোমাদের বিপুল সিংহদ্বার দেখে আমার গা কেঁপে উঠে। তোমরা ওতে কি রাখ! ওতে কি এমন অমূল্য জিনিষ আছে! ওঃ ধন-দৌলত, স্ত্রী, স্ত্রীর আবরু? তাকি এতই অমূল্য জিনিষ! ভাল, তা অত পাকা গাঁথনি কেন? সাড়ে-তিন-হাত বনেদ কেন? অমন লোহার বেড়া কেন? অভ্রভেদী-চুড়া নিশেন কেন? অত চিত্র বিচিত্র রং করা কেন? লোককে বুঝি তোমাদের বড় মানুষী দেখাচ্ছ? কিম্বা, প'ড়ে যা'বে ব'লে অত কাইমি ক'রে, অত যত্ন—অত পাকাপাকি ক'রে তুলেছ? ভাল! যা এত দৃঢ় করে আজ তুললে তা কখন কি ভাঙ্গবে না? পড়ে গুঁড়ো হবে না? চূড়া খসে যাবে না? ও নিশেনের পত পত শব্দ কালের আগুনে কি পুড়ে যাবে না? তারে আরো জোরের সহিত বল্‌লাম ;—নিশ্চয় সব ধ্বংশ হবে! কালের ঘায় সব চূর্ণ হয়ে যায়। জগতের পুর'ণ ইতিহাস খুলে দেখো, তাতে যা যা লেখা আছে তার কে আছে, কি আছে, কটার চিহ্ন আজ বর্ত্তমান?—

আজ এ শ্মশানে সে ভীষ্মার্জ্জুন কর্ণ কোথায়? সপ্তরথীজয়ী পাণ্ডব শিশু অভিমন্যু আজ কোথায়? কোথায় আজ গাণ্ডীবীর গাণ্ডীব? আজ ভীমসেনের সে মহাগদা কোথায়? অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, কুরুপাণ্ডববাহিনী—সে বিপুল চমূ নিমিষে কোথায় কোন বাতাসে মিশে গেল? এক দিন যেখানে লেখা ছিল, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ;"—সে ময়ুরসিংহাসন আজ কোথায়? সে বিপুল মোগলঠাট আজ কে রক্ষা করে? বৃদ্ধ

পিতা রুদ্ধকারী সেই আওরঙ্গজেব বাদশার আজ চিহ্ন কোথায় ? কোথায় তার জিজিয়া ? সে কর আজ কে আদায় করে ? যে ইন্দ্রপ্রস্থ এক দিন পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরাদি সম্রাটের পদরজেঃ পবিত্র ছিল,—সেই ইন্দ্রপ্রস্থ আজ কোথায় ? পৃথ্বীরাজের সে উচ্চ ধ্বজা আজ কি অবস্থায় ? কোথায় আজ চিতোরের সেই গৌরব পতাকা ? রাজপুতের সে বীরত্ব আজ কোথায় লুকাল—সিংহ শিশুদের আজ মেষের মত আচরণ কেন ? কেন আজ রাজপুত রমণী স্বামীর পাশে জ্বলন্ত চিতায় শোয়না ? কোথায় আজ জাহাঙ্গীরের মাথার-মুকুট-নূরজাহান ?—সে জাহাঙ্গীর আজ কোথায় ? ময়ূরসিংহাসনের পার্শ্বে শাজিহান সামান্য বন্দী বেশে দাঁড়াল কেন ? তার অত সাধের তাজমহল আজ কেন অমন ম্লান মুখে চায় ?—যাদের দুগ্ধফেননিভ ফুল-শয্যাও কঠিন বোধ হতো ; তারা আজ পাষাণের বিছানায়,—পাষাণের বালিশ মাথায়, কঠিন পাষাণ শয্যায় অঙ্গ ঢেলে কেন ? যে আগ্রার বেগম-মহলের পাশ দিয়ে একটী পাখী উড়ে যাবার হুকুম ছিল না ;—সেই আগ্রার বেগমমহলে ইংরাজের গোলা চলে কেন ?

তোমাদের অত ভড়ং কেন ? অত দোকানদারী কেন ? ধন দৌলত, স্ত্রী রাখতে লোহারঘর কেন ? স্ত্রীর আবরু রক্ষার্থে পাথরের খাঁচা কেন ? ওঃ তোমারা বুঝি স্ত্রীকে তত বিশ্বাস কর না ? তাই পাথরের খাঁচায় পুরে তাদের চরিত্র রক্ষা কর ? কিম্বা তাদের সাজা দাও ? না, না, তোমাদের স্ত্রী আন্ত-প্রাণ, তোমরা তাদের সাজা দেবে কি ? তারাই বরং তোমাদের সাজা দেয় ; পাথরের খাঁচা, লোহার ঘর করায় !—

তা ও সব কথা যাক, তুমি আমায় ছেড়ে দাও ! আমার

প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে, মন খাঁ খাঁ করছে। চিরদিন যারা আমার নয়নের, একদণ্ডের জন্য যাদের চক্ষের আড়াল করিনি; এত বেলা পর্য্যন্ত তাদের অদর্শন!—দেখ ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে; তাদের বিরহ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না! আমি ঘর ছাড়া কখন হই না; তারা আমায় সর্ব্বদা বুকে বুকে করে রাখে;—আমি তাদের বুকের জিনিষ! আমায় ছেড়ে দাও!

তাদের কথা যত আমার মনে হচ্ছে, তত আমি অধীর হয়ে পড়ছি;—আমি দশ দিক শূন্য দেখছি!—

হায় আমার কপালে এত ছিল! শেষ দানো-দৈত্যের হাতে পড়তে হল? বিদেশে কারাগারে মরতে হ'ল?

বুঝলে মা! তখন আমার মনে হতে লাগলো এরা আর আমাকে ছাড়বে না; এরা নিশ্চয় আমাকে কয়েদ করবে—তাই বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লাম! মনে মনে ভাবলাম—এত দিনে আমার বুঝি সব ফুরাল! হায় আমার জন্মের সাধ আহ্লাদ এদের কারাগারে চিরদিনেরজন্য রুদ্ধ হ'ল;—কারাগারের লোহার শিকল, লোহার বেড়ী এখন হ'তে আমার অঙ্গ-আভরণ হ'ল! দেশের চাঁদ উঠা, তারা ফোটা, দেশের বসন্ত দেখা, দেশের পাখীর গান শুনা;—এবার হতে আমার সব শেষ হ'ল! আমাদের উদ্যানে নিত্য যে পাখীরা আসে তাদেরও আর দেখা হবে না! তারা রোজ আসবে, খেলবে, গাইবে, আমি ততক্ষণ এদের কারাগারের জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকবো! আনন্দোৎসবে, দুর্গোৎসবে, বসন্তে ফাগোৎসবে সকলে আনন্দে নাচবে;—আমি ততক্ষণ এদের কারাগারের এক কোণে অন্ধকারে বসে থাকব! বিজয়ার দিন সকলে প্রিয়জনের বুকে বুক দিয়ে শীতল হবে—

আমাকে ততক্ষণ এদের কারাগারের থাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! আমার স্বহস্তে রোপিত ফুলের চারা গুলি,—আমা বিহনে শুকিয়ে যাবে! এত সাধের পোষা ময়নাটী আমায় না দেখে,—আমার সঙ্গে না কথা কইতে পেয়ে বোবা হয়ে যাবে;—সে শূন্য প্রাণে নিঝুম হয়ে থাকবে!—

আবার বসন্ত আসবে, মেদিনী নবীন শ্যাম সাজে সাজবে! গ্রামের যে গাছ গুলিকে বসন্তের দিনে কত সুন্দর দেখতাম, যে যে গাছ গুলিকে কত ভালবাসতাম,—মনে মনে কত আদর করতাম; অনেকবার যাদের তলায় বসিছি দাঁড়িয়িছি;—তাদের আর দেখা হবে না; তাদের তলায় এ জীবনের তরে বসা দাঁড়ান শেষ হ'ল! সেই আম্র মুকুলের উপর অলির গান, ভ্রমরের ঝঙ্কার আর এ জনমে শোনা হ'ল না।

সেই সাঁজের রাঙ্গা রবির ছবি, সন্ধ্যার ঈষদরক্তাভগগন আর দেখা হবে না। এ জীবনে দীঘির ধারে সখার পাশে ব'সে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত সখার গন্ধর্ব্বকণ্ঠের গানও আর শোনা হবে না। সখার অর্দ্ধেক গানটী যেটী অর্দ্ধেক শিখে আর শিখতে পারিনি;—সেইটীও আর আমার শেখা হ'ল না। তাল গাছের সেই তর তর শব্দ জীবনের তরে কাণ থেকে কোথায় সরে যাবে; সেই অস্ফুষ্টজ্যোছনামণ্ডিত দীঘির কাল জল, তাল গাছের কাল ছায়া, আম্রকাননের তরল অন্ধকার,—জোৎস্নার শুভ্র-আঁচল জন্মের শোধ এ নয়ন বঞ্চিত হলো! গ্রীষ্মের বৈকালে আমার প্রিয় পল্লীবাসিনীরা পথ আলো ক'রে জল আনতে যায়—সে পবিত্র ছবি এজন্মে আর দেখা হবে না! সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি, আমাদের গ্রাম্য দেবালয়ের

কাঁসর-ঘণ্টা-নিনাদিত মধুর আরতিবাদ্য,—এ কাণে আর শোনা হবে না! আমার যে সকল বন্ধু বিদেশ যাবার দিন আমার কাছে কেঁদে গিয়েছে; ফিরে এসে তারা শুনবে আমি নাই — আমায় কে চুরি করে নে'গেছে কিম্বা রাতারাতি কারুকে কিছু না বলে ক'য়ে আমি কোথায় পালিয়িছি—এ ঘটনার নানা কাল্পনিক প্রবাদ শুনবে; আমায় না দেখতে পেয়ে না জানি তারা কত কাঁদবে, দেশ বিদেশে মন্‌মন্ কত আমার সন্ধান করবে; কোন সন্ধান না পেলে, হয়ত শেষে সকলে ভাববে আমি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে যোগসাধন কর্ত্তে গিয়িছি; এদিকে আমাকে যে দৈত্যে পেয়েছে, দানবে উড়িয়ে এনেছে;—রামকৃষ্ণ কারাগারে কয়েদ করেছে—এ সন্ধান আর কেউ পাবে না। এ অভাবনীয় ঘটনা কি করে তারা জানতে পারবে? উঃ আমার সংবাদ আর কেউ পাবে না! হায় হায়!

ফের বললাম;—দেখ অনেক বেলা হ'ল! আমায় যেতে দাও—তোমরা কি রকম? তোমাদের বুকে কি একটু মায়া-দয়া নাই? আমার এমন ব্যাকুলতা দেখে পাষাণ গলে;—আর তুমি কিনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ! তোমার প্রাণে একটুও দয়ার সঞ্চার হল না? দয়া হওয়া দূরে যাক, একটী কথা পর্য্যন্ত কইলে না! শুধু অনিমেষ নয়নে আমায় দেখছ! কি দেখছ? তুমি কি কখন মানুষ দেখনি? না আমি নূতন মানুষ ব'লে অত দেখছ? না আমি নূতনই বটে!—

তা দেখ ভাল করে দেখ! আমিও আমাকে দেখি, কত ভাল করে দেখি, কত মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখি?—বার বার দেখি, সহস্র সহস্র বার দেখি, অনন্ত অনন্ত বার দেখি;—দেখি

মাত্র—কিছুই বুঝতে পারিনি ;—ঐ দেখাই সার ! দেখে সন্তোষ পাই না ! আমিও সন্তোষ পাই না ;—আমায় দেখে কেউও সন্তুষ্ট নয় ! তবুও দেখি ! সব দেখি ;—আমার রূপ দেখি, গুণ দেখি, আমার ভাল দেখি, মন্দ দেখি ; মন্দও যে না দেখি এমন নয় ! আমার বিদ্যা দেখি, বুদ্ধি দেখি, মান মর্য্যদা দেখি, আমার ঐশ্বর্য্য দেখি ; আবার আমার আড়নয়ন দেখি, পশু প্রবৃত্তি দেখি, অর্থ দেখি, সামর্থ্য দেখি, আমার উচ্চ বুক দেখি,—দেড় হাত বুকের ছাতা দেখি ! দেখি আবার দেখাই। কত গর্ব্বের সহিত দেখি, কত গর্ব্বের সহিত দেখাই ! ফের পৃথিবী কাঁপিয়ে চ'লি,—চ'লে দে'খি,—চ'লে দেখাই !

আমার পোড়ারমু'খখানি দেখি ! আমার পোড়ার মুখখানি আহাআমি দেখি যেন মেঘ মুক্ত চাঁদ খানি ;—চাঁদে একটু কলঙ্ক আছে তো—আমার মুখে বুঝি তাও নাই। আহা ! তাই আয়না ধরে সামনে, পিছনে, এঁকে বেঁকে ঠমক ঠামে, ভাব ভঙ্গিতে, হেসে, কেঁদে, দাঁত খিঁচিয়ে, আড়চখে, মুচকে-হেসে, মোহনবেশে, সেজে-গুজে, ন্যাংট হয়ে, কাপড় পরে, ইজের পরে, ঘাগরা এঁটে, মেয়ে সেজে, হিরে মতি ফুল দুল পরে, শুয়ে, বসে, ডিগ্‌বাজী খেয়ে, নেচে, নাচার ঠামে ;—আমার বাঁদর মুখ খানি কত দেখি ;—যে মুখ খানি দেখে অপরে থুথু করে, একবার দেখে আর দেখতে চায় না ; সেই কিম্ভূত কিমাকার মুখ খানি ;—যে মুখের সৌন্দর্য্য,—আধপোড়া কাঠে নাই, কুরুণীর বাঁটে নাই, মাঘের আমড়া ডালে নাই, বর্ষার একহাঁটু কাদা জলে নাই, সুন্দর উটের পিঠে নাই, ছাগল দাড়িতে নাই, রেলপথের ঘাস ছাটায় নাই ; আমার আলি-

পুরের চিড়ীয়াখানা-ফেরত্ মু’খখানি—কত দেখি, কত প্রাণভরে দেখি; কত আত্মহারা হয়ে দেখি, কত দেখলে হয় তাও জানিনি! আহা কত দেখালে হয় তাও জানিনি! সাঁজ,সকালে, রাতে, দুপুরে, কত দেখিছি, কত দেখিয়িছি! ভাই, বোন, বান্ধু-বান্ধব, ছোট, বড়, ইতর ভদ্রকে কত দেখিয়িছি;—নিজেও কত দেখিছি; কত রকম বে রকম করে দেখিছি দেখিয়িছি;—কেউ সন্তুষ্ট নয়;—আমিও নই, কেউও সন্তুষ্ট নয়! বুঝলে, এ মুখ দেখে কেউ সন্তুষ্ট নয়!—

শুধু হাতে দেখিছি—হাতে চুড়ী বালা দিয়েও দেখিছি; দিয়েও দেখিছি, না দিয়েও দেখিছি;—মরে না মরে, খেয়ে না খেয়ে দেখিছি! ঘরে বাইরে, বুকে ক’রে না বুকে ক’রে দেখিছি, দেখিয়িছি! ভালতে দেখিছি, মন্দতে দেখিছি! এ মুখ কত দেখিছি, কত দেখালাম—আশী লক্ষবার দেখালাম;—কত লোকে কত দেখলে কিছুই হ’ল না! কেউ চিন্তেও পারে না, কেউ সন্তুষ্ট হয় না! এ মুখ দেখে কেউ সন্তুষ্ট হ’ল না!—

কত দেখচি—দেখাচ্ছি! রূপ, গুণ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি. মাৎসর্য্য, দেবত্ব, পশুত্ব, কবিত্ব, কর্ত্তৃত্ব, দাসত্ব, অর্থ কড়ি, আসা, যাওয়া, মরা, বাঁচা, ভাব অভাব, থাকা, না থাকা, কাঁচা, পাকা, কত দেখিছি, দেখাচ্ছি;—কত দেখিয়িছি! ভাল ক’রে, মন্দ ক’রে, ভাল না ক’রে, মন্দ না ক’রে দেখিছি! গোল্লায় গিয়ে দেখিছি! গোল্লায় না গিয়েও দেখিছি! হাতে ক’রে, হাতে না ক’রে,—দূরের, নিকটের, আসেপাশে, পাঁচ রকম ক’রে দেখিছি, দেখিয়িছি;—এখন দেখাতে হবে,—যত দিন বাঁচবো তত দিন দেখাতে হবে; ম’লেও নাকি দেখাতে হয়! সকলে

দেখে দেখায়! এত দেখা, বার বার দেখা,—আশি লক্ষ বার দেখা;—এত দেখাতেও কিছু হয় না! এত দেখা তবু বোকা, তবু ধোঁকা, এত দেখে শুনে কেউ সন্তুষ্ট হয় না, হবে না, হওয়া রীতি নয়। তুমি একটী বার দেখে আমার কি বুঝবে; আমি অনন্ত! আমি নিত্য নূতন! আমায় না দেখাই ভাল! তবু দেখবে! আমার কথায় বিশ্বাস হল না? দেখ! দেখ!—

দেখ, ভাল ক'রে দেখ! তবে দেখে আশা মিটবে না। দেখ! আমি নিত্য নূতন, আমি বহুরূপী;—আমি নিজে ন্যাংটবেলা থেকে দেখেও কিছুই চিন্তে পারলাম না। দেখে পাগল হয়িছি, কিছুই বোঝা যায় না দেখে কষ্ট হয়—মহা কষ্ট হয়! একটু দেখে কি আমাকে চিনবে? কি বুঝবে? দেখার চেয়ে না দেখা ভাল! না, না, দেখে শুনে বোকা হয়ে থাকা আর ভাল; তাতে বরং সুখ আছে!

এক কায কর; তুমি যদি আমায় ভাল ক'রে দেখতে চাও আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দিয়ে দেখ—আমি দেখতে দেখতে চলে যা'ব,—তুমি চেয়ে দেখো—ভাল করে দেখো; তখন দেখবার বেশ সুবিধা হবে!—দূরে গেলে আমাকে বেশ দেখায়! আরও দূরে গেলে, আরও বেশ দেখায়!

সত্য মিথ্যা তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দেখ; আমি কি রকম দেখাই তখন দেখতে পাবে। আমায় বেঁধে রাখলে আমার কিছুই দেখা যাবে না। আমি দূরের, দূরে অতি উৎকৃষ্ট দেখাই; দূরে গেলে, আমি কি, কত বড়, আমার কিরূপ, আমি কি অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ, আমি কত মহৎ, আমার মত আর আমি আছে কি না; সব বেশ ভাল ক'রে দেখতে পাবে

—দেখতে পাবে আমার উপমা নাই ; আমি কি মুখে বলতে পারবে না।—

বুঝলে মা! সেই লোকটীকে এরূপ নানা কথা ব'লে ভোলাতে লাগলাম। যদি সে আমায় ছেড়ে দেয়, আমি তখন এক দৌড়ে বাড়ী পৌঁছুই। আমি বাড়ীতে গঙ্গা মা ছেড়ে এসিছি, অক্ষয় সুখ ছেড়ে এসিছি ; আমি কি এমন স্থানে থাকতে পারি !

মনে করলুম তারা জুয়াচোর, রাত্রে মানুষ চুরি করে ; তাদের ব্যাধের মত চরিত্র—কয়েদ করবে, কি প্রাণে মারবে, তাই বা কে জানে !

তাই ভেবে মনে মনে ভারি ভয় হতে লাগলো।

লোকটীকে এত বললাম, কইলাম, অত কাকুতি-মিনতি করলাম, আমাকে কিছুতে ছাড়লে না!—

আমায় না ছেড়ে ; লোকটী তখন অতি মৃদু-মধুর-স্বরে আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। তার কথার প্রতি শব্দে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে অমৃত ঢালা ; আমি তার কথা শুনে চমকে গেলাম! আমি এতক্ষণ আমার নিজের বিপদে বিব্রত ছিলাম, তার দিকে চাইবার অবসর পাইনি ; এখন দেখি সে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ! তার চোখে মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য-জড়িত ;—দেবরাগে সে অধর রঞ্জিত! সেই মুখ খানি দেখে যেন ক্ষণেকের তরে জগত ভুলে গেলাম। বিনয়-নম্র বচনে আমি তার কাছে তখন কত ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। বললাম আমার বাচালতা, আমার অপরাধ তুমি গ্রহণ করো না! আমি মহা অজ্ঞ,-নির্ব্বোধ ; না জেনে শুনে তোমাকে পরুষভাষায়

মনবেদনা দিয়েছে, আমাকে তুমি বার বার ক্ষমা কর। আমি আমার দুটী হাত জোড় ক'রে অতি দীন ভাবে দাঁড়িয়ে তার মুখ চেয়ে কত ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এবং তাকে নমস্কার করলাম! আমি তাহাকে নমস্কার করায় সে ত্রস্ত-ব্যস্তে আমাকে প্রতি নমস্কার ক'রে বললে "আমাকে তোমার নমস্কার করতে নাই! আর আমাকে কখন তুমি নমস্কার ক'রনা—আমি মহারাজ-রামকৃষ্ণের সেবক—সাধারণের ভৃত্য; উপস্থিত আমি তোমার ভৃত্য, আমার নাম জ্ঞান!"

নিবিড় পাতার মধ্যে কোকিলের কুহুতান থেমে গেলে যেমন একটা সুরের লহরী খেলতে থাকে কিম্বা বীণার বাদ্য বন্ধ হলে যেমন সুরের একটী সুমিষ্ট-গমক কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘোরে; তার কথা গুলি থেমে গেলে সেইস্থানে কি একটা অপূর্ব্ব তান খেলতে লাগল। আমি মহা অপ্রস্তত! তার দীনতা, তার কোমলতা, তার মহান-চরিত্র অনুভব ক'রে আমার মাথা ঘুরে গেল। এমন মহাপুরুষ আমার ভৃত্য—বলে কি! আমি কোথায় যাবো, কি করবো, কিছুই স্থির করতে না পেরে, অতি কুণ্ঠিত ভাবে চুপ ক'রে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার এত যে মহা-বিপদাপন্ন অবস্থা; সে সময়ের জন্য সব ভুলে গেলাম। ভাবলুম 'এ কোথায় এলুম? এ কে?'

আমার সলাজ-জড়সড়-ভাব দেখে, আবার তার সেই সাধাগলা বেজে উঠলো, প্রভাতে ভৈরবী রাগিনী আলাপের মত কি যেন কি একটা আবার আমার কাণে প্রবেশ কর্ত্তে লাগল; মনে মনে আমি আর একটা নূতন বিপদ কল্পনা ক'রে ভীত

হলাম; তখন আমার গঙ্গা মাকে স্মরণ করলাম। মনে মনে মাকে বল্‌লাম, মা! বুঝি এ আমাকে লুটে নেবে। এর প্রত্যেক কথাগুলি যেন আমার মরমের তলদেশ ভেদ ক'রে কোথায় চলে যাচ্ছে; এ যত কথা কইছে আমি যেন ততই বিহ্বল হয়ে পড়ছি। "মা গঙ্গা! মা গঙ্গা!" আমায় রক্ষা কর! নচেৎ আমার সব যায়;—ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের সাধের পল্লী, সখার টান, চাঁদের আলোতে সখার গান শোনা, দীঘির কালজল দেখা, পোষাপাখী, ফুলের গাছ, সব যায়; আর কিছুই রক্ষা করা যায় না! দুরন্ত বিদেশে আমার সর্ব্বস্ব চিরদিনের তরে বুঝি গেল! মা রক্ষা কর!—

মনে মনে মুহূর্ত্তের জন্য এমন যেন কল্পনার উদয় হলো! বুঝলে মা!—যেন আমার সব গিয়েছে! আমি যেন পথের কাঙ্গাল, সেই জ্ঞান আমার সব লুটে নিয়েছে; জ্ঞানই আমার এখন বন্ধু! তখন তার ইঙ্গিতে চলি ফিরি, বলি, মরি, বাঁচি; সে খেতে দিলে খাই, না হলে খাওয়াই হয় না; সে শুতে বললে শুই, না হলে শুই না; সে চলতে বললে চলি, না হ'লে চলাই হয় না;—আনমনে দাঁড়িয়ে থাকি! সে বল্‌লে, "সে আমার ভৃত্য;" আমি এখন দেখছি—আমার সর্ব্বস্ব তার পায় খোয়া গেল; আমি যেন তার চিরদাস হলাম। যেন তখন আমার সব গিয়েছে, আর কিছুই নাই; এই মনে ক'রে আমি জ্ঞানের চরণতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। তখন জ্ঞান নিজের কোন পেতে আমায় ধরে ফেল্‌লে এবং আমার বাহ্যিক দর্শন শক্তি বাহ্যিক ভাব, বাহ্যিক বুদ্ধি এক কালে তিরোহিত হল। বুঝলে মা!—

আমার ঈদৃশ অবস্থায়, জ্ঞান যেন পরম আত্মীয় বোধে আমাকে কত সমাদর, কত আপ্যায়িত কর্ত্তে লাগল। আমি সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় বশ, আর তার আশাতীত আদর-অভ্যর্থনায় আমার পাগল মন আরও পাগল হ'ল; আমি তার সঙ্গে তখন আপন ভুলে আলাপ কর্ত্তে লাগলাম!—আমার ঘর সংসার সব চুলোয় গেল! সে আরও আমায় যেন কোলে টানতে লাগল; তখন আমি প্রিয় পরিজন সব ভুললাম, কেবল গঙ্গা-মার নামটী ভুললাম না! আর সব ভুললাম।

জ্ঞান তখন আমাকে মহারাজ-রামকৃষ্ণ-প্রাসাদে হাতছানির ইঙ্গিতে যাবার জন্য আহ্বান করলে; আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে জ্ঞানের সঙ্গে মহারাজ-রামকৃষ্ণের প্রাসাদ-তোরণ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম;—আমার পার্থিব দেহ রামকৃষ্ণ-তোরণে প'ড়ে রইল। ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমি স্তম্ভিত হলাম! মনে যে কি এক অভিনব আনন্দের জ্যোতিঃ উদয় হলো, সে অনির্ব্বচনীয়! আর তখন আমার এক অপূর্ব্ব অবস্থা হ'ল।

জ্ঞান আগে, আমি তার পশ্চাতে। সে আমাকে কতই আগ্রহের সহিত প্রাসাদের নানাস্থান দেখাতে লাগলো ও কত কি বোঝাতে লাগলো। কখন যেন দশমুখে অনর্গল রাম-কৃষ্ণরাজ্যের নানা প্রকার সংবাদ, নানান গুহ্য—গুহ্য হ'তে গুহ্য-ব্যাপার আমাকে অতি উৎসাহের সহিত বোঝালে। কখন বা মহারাজ-রামকৃষ্ণের কথা এরূপ উত্তেজিত ভাবে কইতে লাগলো—যে তাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ রক্তাভ, চক্ষুঃদ্বয় অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল; আমি অনিমেষ-নয়নে জ্ঞানের

সেই স্বর্গীয় মুখ খানির দিকে চেয়ে তার কথামৃত পান কর্ত্তে লাগলাম।

সে আনন্দের কথা এখন তত ভাল স্মরণ হয় না; হয়,—তবে ভাল হয় না। আহা, মা! সে কথা তোমাকে কি বলবো মা; সেখান থেকে আমায় ফিরিয়ে দিলে বলেইতো; আজ আমার তার উপর এত অভিমান! উঃ এখন সে স্থানের কথা মনে হলে আহ্লাদে শরীর রোমাঞ্চ হয়! আমার পাগল প্রাণ আরও পাগল হয়ে উঠে!

সে রাজ্যের নাম চৈতন্যরাজ্য বা রামকৃষ্ণরাজ্য; কেউ কেউ নিজ নিকেতনও বলে!—সেখানে শোক নাই, সুখ নাই, আলো নাই, আঁধার নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, গ্রীষ্ম নাই, বাতাস নাই, বসন্ত নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, নদী নাই, হ্রদ নাই, মরুভূমি নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কামনা নাই, বাসনা নাই, রাগ নাই, ভয় নাই, মোহ নাই, হিংসা নাই, জরা নাই, যৌবন নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, আবেগ নাই, অনুরোধ নাই; কেবল জ্যোতিঃর্ম্ময়—চৈতন্য! জ্যোতির সাগর! সে অত্যাশ্চর্য্য দেশ!

আমাকে জ্ঞান বল্‌লে, "ঐ দেখ জীবের জীবাত্মা, তোরণে নিজ নিজ পার্থিব শরীর পোষাক ফে'লে রে'খে স্বদেশে গমন করছে—অর্থাৎ চৈতন্যরাজ্যে প্রবেশ করছে, আবার চৈতন্যরাজ্য হতে পুনরায় অনেক জীবাত্মা তোরণ হ'তে সকলের নিজ নিজ শরীর পোষাক পরে পৃথিবীতে আসছে। এ আসা যাওয়া পৃথিবীর জন্য; এখানকার সকলে অজর অমর; কেউ জন্ম-মৃত্যুর অধীন নয়! অথবা সকলের ইচ্ছা জন্ম।

কয়েদীকে জেলে যাবার আগে তার নিকটস্থ জিনিষগুলি জেলদারগার নিকট যেমন জমা রেখে যেতে হয়; আবার জেল খালাস হ'লে অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে সে জেল দারোগার নিকট হ'তে ঠিক সেই গচ্ছিত জিনিষগুলি ফেরত পায়—একচুল বেশী ও পায় না এক চুল কমও পায় না; তেমনি শ্মশান-কার্য্যের পর, জীবের জীবাত্মা মহারাজ রামকৃষ্ণ-তোরণে উপস্থিত হ'লে তোরণের প্রহরীরা সকলের সঙ্গের জিনিষ একে একে গচ্ছিত রাখে;—এবং পুনরাবর্ত্তনের সময়,—ঠিক সেই সেই জিনিষগুলি প্রত্যেককে ফেরত দেয়! জিনিষগুলির নাম প্রারব্ধ, সংস্কার, বুদ্ধি, স্মৃতি, ইত্যাদি। পৃথিবীর এ সকল জিনিষ লয়ে মহারাজ-রামকৃষ্ণের প্রাসাদ-তোরণ পার হবার কারও সাধ্য নাই!"

আমাকেও শরীর ইত্যাদি সকলি ত্যাগ ক'রে প্রাসাদ-তোরণ পার হ'তে হলো। সেই জন্যে জ্ঞানের কৌশলে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম; তখন জ্ঞান আমাকে মহারাজ-রামকৃষ্ণের প্রাসাদ-পরিদর্শনে অধিকার দিলেন; সমস্ত দেখাতে ও বুঝাতে লাগলেন।

আমি বেশ যোলআনা সংসারের অনিত্যতা অনুভব ক'রে তখন আনন্দে অধীর হলাম। একটু পুর্ব্বে আমি যাদের জন্যে কাঁদছিলাম, এখন তারা আমার কে, আমিই বা তাদের কে; এই মনে ক'রে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে মনে মনে কত হাসলাম। বুঝলে মা! তখন প্রভু রামকৃষ্ণকে প্রাণ ভরে প্রণাম করলাম।

ক্রমে জ্ঞান আমাকে নানা তত্ত্ব কথা বুঝিয়ে দিতে

লাগলো। বললে" তুমি যখন আমার নিকট তোমার পার্থিব-গৃহে ফিরে যাবার জন্যে কত অনুনয় বিনয় করছিলে, তোমার অনিত্য আত্মীয় স্বজন, মহামায়া রূপিনী স্ত্রী—তুমি যাকে তোমার প্রণয়িনী ব'লে ও আপনার ব'লে অবগত;—সেই সকল অনিত্য মায়ার জিনিষে এত টান যে চৈতন্যরাজ্যে এসেও অচৈতন্য রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুলতা ও তোমার মোহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হলাম, একটু বিরক্তও হলাম; তোমার জন্যে একটু কষ্টও হ'তে লাগল!

তুমি যা'কে তোমার স্ত্রী ব'লে জান বস্তুতঃ সে তোমার স্ত্রী নয় - সে তোমার কেউ নয়! সে কারও কেউ নয়; সে মায়া, মহামায়ার অংশ! যে মহামায়ার চক্রে জীব পৃথিবীতে আবদ্ধ। মহামায়ার আর একটী নাম শক্তি, সেই শক্তিই মহারাজ রামকৃষ্ণের শক্তি; তিনি আর তাঁর শক্তি অভেদ, যেমন তুমি আর তোমার শক্তি কোনই ভেদাভেদ নাই।

তুমি তোমার স্ত্রী, তোমরা সকলেই সেই শক্তির অংশ। মহামায়া উপেক্ষা করা যায় না; অর্থাৎ জোর ক'রে মায়ার কার্য্য কলাপ কিছুই বুঝা যায় না।

জীবকে জগতে ভুলিয়ে রাখবার জন্য তিনি স্ত্রী বেশে পুরুষের পেছনে, আবার পুরুষ বেশে তিনিই স্ত্রীর পেছনে! শুধু তাঁর পুরুষ রূপের দ্বারায় জগত চলতে পারতো! যাঁর বিপুল সৃষ্টি তিনি পুরুষের ভিতর দিয়েও সৃষ্টি কর্ত্তে না পারতেন এমন নয়; কিন্তু তিনি নিজে নির্গুণ, তাঁর শক্তির হাতে সমস্ত ভার ন্যস্ত; তাই তিনি দুইয়ে পৃথক হ'য়ে একে পূর্ণ হয়েছেন।

তোমাদের ঐ শরীরই যত নষ্টের গোড়া! শরীর

হইতেই কামনা বাসনা জরা মৃত্যুর সৃষ্টি; আবার কামনা বাসনা ইত্যাদি হ'তেই শরীরের সৃষ্টি হয় ;—উহারা পরস্পর পরস্পরকে সৃষ্টির কার্য্যে সহায়তা করে। এখন তুমি অশরীরী ; এখন দেখ তোমার কেমন অপূর্ব্ব অবস্থা! তোমার রূপ নাই, গুণ নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, বিরহ নাই, বেদনা নাই, সংসার চিন্তা নাই ;—যে পরিবার, পরিজন, সংসারের অনিত্য গাছ-পালা চাঁদের আলো, তালগাছ, আঁবগাছ ব'লে কাঁদছিলে ; সে কাঁদুনি নাই !—এখন তুমি রামকৃষ্ণ-চৈতন্যে মাতাল! আবার যেই তোমার সেই শরীররূপ পোষাকটা পরবে, সেই তুমি পূর্ব্বের সেই সব কাঁদুনি গাইতে সুরু করবে ;— তোমাকে আর এ তুমি ব'লে চেনাই যাবে না ; আবার সেই তালগাছ, বেলগাছ, স্ত্রী, সংসার ব'লে আকুল হ'বে, জমিতে আমার জমি ব'লে আবার বেড়া দেবে, আমার টাকা ব'লে আবার বাক্সে তুলবে, আমার বলে আবার ঘরবাড়ী করবে।

ওরূপ অবস্থা আমার অসহনীয়! ওরূপ অবস্থায় আমার ছোট ভাই সকলকে রক্ষা করে ; তার নাম অজ্ঞান। আমরা মহারাজ রামকৃষ্ণের পালিত সন্তান ; আমরা দুই ভাই, দুই ভগ্নী ; জ্যেষ্ঠার নাম ভক্তি, তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণের প্রাণ সম, মধ্যম আমি, আমার ছোট অজ্ঞান, সকলের কনিষ্ঠা অবিদ্যা। অজ্ঞান ও অবিদ্যা ;—দুই ভাই ভগ্নি মহামায়ার সঙ্গে পৃথিবীতে কর্ম্ম করে। আমি আর আমার জ্যেষ্ঠা আমরা দুজনে এখানে চৈতন্যরাজ্যে কর্ম্ম করি, তিনি এখন স্থানান্তরে আছেন। তাঁর আশ্রয় পে'লে সংসারেও এই চৈতন্যরাজ্যের আনন্দ হয়। এবার তুমি সংসারে গেলে সর্ব্বদা তার আশ্রয়ে থাকবে।

আমাদের সকলকে সময় সময় মহারাজ-রামকৃষ্ণের আদেশে সংসারে যেতে হয়। আমি অধিক সময় এখানে থাকি। তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি মহারাজ রামকৃষ্ণের দয়া লাভ করে'ছো। এখন থেকে ভক্তি তোমাকে কোল দিবেন; যে কোল আমি সর্ব্বদা পাই না আজ তুমি সেই কোলের অধিকারী; এই কথা ব'লে জ্ঞান আমায় নমস্কার করলেন। নমস্কার করে আবার বললেন "আর তোমার ভয় কি?" আমি তার কথা শুনে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেম। জ্ঞান আমাকে নমস্কার করলে, আমি নমস্কার-টমস্কার কিছুই না ক'রে, তার মুখপানে শুধু তাকিয়ে রইলাম। জ্ঞান আমাকে ওরূপ অন্যমনস্ক দেখে বললে 'তুমি অত বিমর্ষ হচ্ছ কেন? তুমি!'—আমি জ্ঞানের কথায় বাধা দিয়ে, অতি কাতর ভাবে বললাম—ভাই জ্ঞান! (মহারাজ-রামকৃষ্ণ-প্রাসাদে ও রাজ্যে প্রবেশাবধি জ্ঞানকে আমি ভাই বলে সম্বোধন করি।) আমাকে কি এখান হইতে পুনরায় সংসারে ফিরে যেতে হবে? জ্ঞান মৃদুস্বরে বললে 'হ্যাঁ!' তখন আমার মাথায় বজ্রাঘাতের মত কি একটা বেদনা লাগল।

জ্ঞান আমার মনের অবস্থা অনুভব করে, বললে 'তুমি অত ভাবছ কেন? সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার দিদি এখন তোমায় রক্ষা করবেন। তুমি তাঁর মুখ দেখলে, তাঁর কোলে বসে দুটো কথা শুনলে, সংসারে তোমাকে কেউ কিছুই কর্ত্তে পারবে না; কোটী কোটী বন্ধন, কোটী কোটী পুত্রশোক কোটী কোটী বিপদ, হেলায় তুমি উপেক্ষা করবে। যে স্ত্রী তোমার সকল কাজে বিঘ্ন, সেই স্ত্রী এখন হ'তে তোমার

সকল কাযে সহায়তা করবে। আমার দিদিকে দেখে, মহামায়া তোমায় সন্তান জ্ঞান করবেন;—মায়িক ভাব আর তোমার হৃদয়ে একেবারে স্থান পাবে না। তুমি এখন মহাত্মা মধ্যে গণ্য হবে; এখন জগত তোমাকে সন্তান ভাবে দেখবে!

দেখ সংসার কিছু মন্দ নয়! সংসার সুন্দর, সংসারেও স্বর্গের বিমল আনন্দ হয়। যে সংসারে মায়ার সংসার না করে, যে সকল সাংসারিক বস্তু অনিত্য জ্ঞানে বিগ্যার সংসার করে; সে সেই বিমলানন্দ পায় এবং সেই মহাত্মা, সেই মুক্ত ও সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ভক্তির আশ্রয় না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ বিগ্যার সংসার কর্ত্তে পারে না। তুমি এখন হতে সেই ভক্তির আশ্রয়ে; এখন তোমার সংসারে আর কোনই ভয় নাই।

এখন হ'তে তোমার সেই কামিনী-স্ত্রী আর তোমার পানে, কামনয়নে কখন তাকাবে না; তোমার স্ত্রী এখন হ'তে তোমার অনেক উপকার করবে। তোমার কি মনে নাই! স্ত্রীর আর একটী নাম সহধর্ম্মিনী? এ নামের তাৎপর্য্য কি? দেখ ভক্তি যেখানে উদয় হয়, কাম, ক্রোধাদি, সেখানে অন্যরূপ ধারণ ক'রে! যে কাম সর্ব্বদা কুৎসিত ধ্যানে মগ্ন থাকতো; সেই কাম ভক্তির প্রসাদে তখন পরমপদ ধ্যানে মগ্ন হবে। যে ক্রোধ তোমার চিরদিন সর্ব্বস্ব পণ্ড করলে; সেই ক্রোধ মহারাজ-রামকৃষ্ণ লাভ হলোনা বলে ক্রোধ করবে। স্ত্রী-পুত্র বিয়োগের দিন যেমন কেউ বিবাদ কর্ত্তে পারে না;—তুমিও সেইরূপ এখন হতে আর কিছুই অন্যায় কার্য্য কর্ত্তে পারবে না! কারণ ভক্তি তোমাতে সর্ব্বদা বিগুমান! ভক্তি তোমাকে সর্ব্বক্ষণ অন্যায় চিন্তা; অন্যায় কার্য্য—অর্থাৎ যে যে কার্য্যে তুমি মহারাজ-

রামকৃষ্ণচরণ হতে দূরে পড়, সেই সকল মহা মহা অন্যায় কার্য্য অন্যায় চিন্তা হতে এখন নিবারণ করবেন। তুমি এখন আর কারও দিকে চাইবে না, ভক্তির সাহায্যে মহারাজ রামকৃষ্ণের দিকে কেবল অগ্রসর হতে থাকবে! তোমার পূর্ব্বের অমন মোহ নেশা একেবারে কেটে যাবে।

তোমার অবস্থা দেখে—কতজন মহারাজ-রামকৃষ্ণের পদ-প্রয়াসী হবে। তুমিই তখন মহারাজ-রামকৃষ্ণের গুণ-গরিমা তাদেরই মুখে শুনে—তাদের বার বার পায়ের ধূলা ল'বে।

এমত অবস্থায়; স্ত্রী পুত্র সকলে বন্ধু হয়, শত্রু, মিত্র হয়! পৃথিবীতে এই চৈতন্যরাজ্যের সুখোদয় হয়। ভক্তকে দেখে যমও ডরেন!'

আমি তখন সংসারের মৃত্যুর অবস্থাটা চিন্তা কর্ত্তে লাগলাম। মানুষ এমনি মহামায়ায় আবদ্ধ যে বিয়োগের জন্য তাদের কাঁদতে হয়! আবার শুধু কান্না নয়; বুক চাপড়ে কাঁদতে হয়। ম'রে কোথায় যায়, ম'রে কি সুখ; যে মরে তার কি আনন্দ; তা কিছুই বুঝতে পারে না, কিছুই জানতে পারে না! সংসারে কর্ম্মের অবস্থাটা যে আমাদের মৃত্যু-অবস্থা, তা তারা কিছুই অনুভব করতে পারে না; আহা! জীবনাবধি মৃত্যুর জন্য শোক করে! উঃ কি ভয়ানক অবস্থা, অনিত্যের জন্য এত শোক! এত মোহ! হায় হায়! আর একটু আগে আমিই কত প্রলাপ ব'লে কাঁদ কাঁদ হয়েছিলাম; স্ত্রীর চোখে জল মনে ক'রে—দৌড়ে পালাচ্ছিলাম! তবু আমি আবার ভাবছি—কেন এ শরীর পরিচ্ছদ পরা; কতদিন আর কত বার এ শরীর পরিচ্ছদ গ্রহণ কর্ত্তে হবে, আমি যদি এখান হ'তে আর সেখানে না যাই, তা'হলে

ক হয়? ঠিক মনে মনে এই কথাগুলি ভাবতে না ভাবতে, স্নান একটু হেসে বলে উঠলেন "আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি; তুমি আবার সেই কথা ভাবছ?—

তুমি ভেবনা! যা হো'ক ও সম্বন্ধে বল্‌তে হ'লে অনেক বল্‌তে হয়; তুমি এইটুকু শুনে রাখো, সংসারের অতৃপ্ত-বাসনা বুকে ক'রে জীব যতবার এখানে আসে, ততবার তারে ফিরে ফিরে সংসারে যে'তে হয়। সে যাবনা বললে কি হবে; সেই অতৃপ্ত-বাসনা তা'কে টেনে ল'য়ে যাবে, জোর ক'রে টেনে ল'য়ে যাবে,—সেই অতৃপ্ত-বাসনা, মায়াতে যাদু ক'রে লয়ে যাবে। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত-ব্যক্তি বধ্যভূমে যেরূপ অবসাদ-চিত্তে যায়, তার সর্ব্বতোভাবে অনিচ্ছা—তবুও যেমন তাকে যেতে হয়;— সরকারের লোকেরা তাকে যেতে বাধ্য করে, অতৃপ্ত-বাসনাও তোমাকে সেইরূপ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও—তুমি যাব না বল্লেও তোমাকে সংসারে যেতে বাধ্য করিবে,—ইহা মহারাজ রামকৃষ্ণের একটী বিশেষ নিয়ম। সেই জন্য লোক ভূমিষ্ঠ হয়েই কাঁদে! এই বলে, 'এ কোথায় এলাম— কোথায় ছিলাম, এ কোথায় এলাম!' এখানে এলে সব বুঝতে পারে;—তাই সংসারে আর যেতে চায় না; বাসনা কিন্তু জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায়! তাই ভূমিষ্ঠ হয়ে সংসার দেখে কেঁদে বলে "কোথায় এলাম?"

চলিত কথায়, তোমাদের সেখানে সর্ব্বদা লোক লোককে বলে;—'খেয়ে পরে-নে!' একথার মানে কি? একথার মানে আর অন্য কিছুই নয়! অতৃপ্তবাসনা বুকে রেখোনা মনের বাসনা খে'য়ে প'রে পূর্ণ ক'রে নাও! অপূর্ণ বাসনা

কিছুই বুকে রাখতে নাই। অপূর্ণ-বাসনা-বুকে মলে, ফের সেই বাসনা বশে ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়; জ্বালা, জরা, মৃত্যু ভোগ হয়। সেই বাসনা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার-যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হয়;—যাতায়াত করতে হয়!

মহারাজ-রামকৃষ্ণের বৃহৎ তোরণ পার হবার সময় দেখলে না, দলে দলে ক্ষুদ্র-চৈতন্য কি কি সব তোরণ-রক্ষকদের জমা দিতে ছিল? সেই বদ্ধজীবের অতৃপ্ত-বাসনা—অন্য আর কিছুই নয়! যা'র স্মৃতিতে যে যে সংসার বাসনা জড়িত—সংস্কার প্রারব্ধ যার যে ভাবে রঞ্জিত; সংসার রংয়ে যে যে ভাবে ছুপেছে, সকলে নিজ নিজ অতৃপ্ত-বাসনা জমা দিয়ে নিজ নিকেতন যায়;—যে যে জমা রাখে, তাদের পুনর্জন্ম হয়; ফের কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার সময় তোরণ-রক্ষদের কাছ হতে সেই অতৃপ্ত বাসনা ফেরত পায়;—সেইগুলি আবার পরজন্মে ভোগ হয়।

এক রাজ্যের মুদ্রা যেমন অন্য রাজ্যে চলেনা, তেমনি সংসারের কোন বস্তুই এরাজ্যের কার্য্যে আসে না। কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য ফিরে আসে। আত্মা নির্লিপ্ত ইহাই প্রমাণ। আত্মার সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা নাই বটে কিন্তু আত্মা বাসনাতে আবদ্ধ হলে তার সেই বাসনার তাড়নায় সংসারে যেতে হয়, সংসারে সং সাজতে হয়। এক চৈতন্য বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থায় সংসারে আসা যাওয়া করে; অথচ আত্মা নির্লিপ্ত!

তুমি যখন আমাকে অত অনুনয় বিনয় করছিলে, সংসারে ফিরে যাবার জন্য কত ব্যাকুলতা প্রকাশ করছিলে; তখন তোমার কাছে থাকতে আমার একটু কষ্টও হ'চ্ছিল। অবশ্য তোমার ব'লে নয়, সংসারের শরীরধারীদের কাছে যেতে প্রথম

কষ্টই হয়, কারণ তারা কুসংস্কার এবং কুপ্রবৃত্তি গ্রস্ত, তাদের শরীর দুর্গন্ধময়! যারা অহরহ নীচ কর্ম্মে রত, তাদের শরীর আরো বিকটগন্ধ বিশিষ্ট; তাদের কাছে আমি একেবারে যেতেই পারি না! যারা হয়কে নয় করে, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে, প্রতারণা করে, পরের ফাকী দেয়, অপহরণ করে, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কয়, মানীর মান রক্ষা না করে, যারা কামাতুর, যারা কৃপণ, যারা অহরহ কুচিন্তা মনে পোষণ করে, এরূপ অনেকের কাছে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। সেখানে আমার কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নী যায়; তারা ভাই বোনে সেগুলিকে রক্ষা করে; তারা উহাদের প্রাণসম।

তোমার গায় ওরূপ গন্ধ থাকতো না তুমি যদি আর একটু সংসারে কম মিশতে, অনিত্যের সঙ্গে আর একটু কম মেশামেশি করতে! মহারাজ রামকৃষ্ণকে আর কিছুদিন পূর্ব্বে চাইতে, তাঁরে স্মরণ করতে; আর যদি কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার মন-বেদনা তাঁকে জানাতে!”

জ্ঞানের মুখে এরূপ কথা শুনে আমি অতি আশ্চর্য্য হলাম! তখন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই জ্ঞান! তোমার কথায় বোধ হচ্ছে, ইতিপূর্ব্বে মহারাজ রামকৃষ্ণকে আমি আমার মন-বেদনা জানিয়িছি ও তাঁরে চেয়েছি, অর্থাৎ তাঁর কাছে যেতে ও তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিছি, কই! আমি এরতো কিছুই করিনি; আমি তো তাঁরে নিমেষের তরে চাইনি! তবে আমি কখন কখন “মা মা” ব’লে ডাকতুম, কখন “গঙ্গা মা গঙ্গা মা” ব’লে ডাকতুম! পৃথিবীর মা ছাড়া আর একজন মা আছেন তাঁরে বেদনা জানাতুম।

তখন জ্ঞান একটু গম্ভীর-স্বরে বেশ দৃঢ়তা সহকারে ব'ল্লে, "পৃথিবীতে এক ছাড়া দুই নাই! তোমরা জীব, তোমাদের স্বভাব অতি নীচ! তোমরা সিংহের শিশু হয়ে ভেড়ার পালে মিশিতে বড়ই তৎপর! তোমাদের অনন্ত বুদ্ধিকে সঙ্কোচ কর্ত্তে সর্ব্বদাই অভিলাষী।"

তারপর একটু মৃদুস্বরে বললে,—"তবে সবই মহারাজ রামকৃষ্ণের ইচ্ছা; তিনি এমনি কৌশলে মানব-জীবন গড়েছেন, যে জীবন ইচ্ছা করলে বিরাট মূর্ত্তি ধর্ত্তে পারে; কিন্তু তা পারবে না, বাড়তে গেলেই, কে যেন পাষাণ আবরণে চেপে ধরবে!

তোমাদের অনেক জেনেও মোহ হয়, দেহপুরে বাস কি না!—"গর্ভধারিণী মা" বলে ডাকলে যে সেই রামকৃষ্ণ মহা-রাজকে ডাকা হয়! "গঙ্গা মা, গঙ্গা মা"বললেও যে সেই মহারাজ রামকৃষ্ণকেই ডাকা হয়! আর জগতের "মা" ব'লে—বেদনা জানালেও যে তাঁকেই জানান হয়; এ জ্ঞান সহজে হয় না।

তিনি মনের বিচার করেন! কার মন কি উদ্দেশ্যে কোথায় ঘুরছে,—কে কি চায়, কে কি কোথায় তাঁকে জানায়—তিনি তাই দেখেন! কথায় বলেনা "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন!" তিনি সর্ব্বদা সকলের সেই ভাব দেখেন। যা হউক তুমি এইটুকু শুনে রাখ—"তিনিই সব!"

তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বাপ, মা, রাম, কৃষ্ণ, যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ, কোরাণ, পুরাণ, বুদ্ধ, বামন, তিনিই সব!

তোমাকে এখানে আনার কারণ কি—কেন তোমাকে এখানে আনা হয়েছে জান? এরূপে তোমাকে আনার কারণ কিছু বুঝতে পারছো কি?

আমি বিনীত ভাবে জ্ঞানকে বললাম, তুমি আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও! আমি তত ভাল বুঝতে পারছিনি, তবে আমি প্রাসাদ-তোরণে যখন ব'সে ছিলাম, তখন একজন আমাকে রামকৃষ্ণের গান শোনাবার জন্য এখানে আনা হয়েছে বলে বল্লে ;—সে লোকটীকে আমি জানি না।

জ্ঞান বললে "হ্যাঁ সে ঠিক কথাই বলেছে, সে একজন দ্বাররক্ষক।"

"তোমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে বলছি শোন—তোমার স্মরণ হতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে তুমি একদিন হিমালয়ের সন্নিকটস্থ কোন নদীর ধারে দাড়িয়ে, অতি করুণ স্বরে 'মা মা' বলে কার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে কি? "আমি আতুর, অতি দুর্ব্বল; আমার জন্য পৃথক্ উপায়, পৃথক নিয়ম সৃষ্ট হো'ক! তপ-জপ-রূপ হিমাচল উল্লঙ্ঘন আমার দ্বারা হ'বে না। আমাকে অতি সহজ যে পথ—সেই পথ দেখাও!' এই কথাগুলি 'মা মা' ব'লে কারুকে জানিয়েছিলে কি? আমি জানি তুমি জানিয়েছিলে।

তোমার স্মরণ নাও থাকতে পারে। কিন্তু সেই দিন হতে তুমি মহারাজ রামকৃষ্ণের গণনার ভিতর এসেছো! সেই দিন হতে তিনি কৃপা ক'রে, তোমার সকল ভার গ্রহণ করেছেন। তোমার সেই করুণ চীৎকার ধ্বনি, নদীর অত্যুচ্চ কল কল নাদের সঙ্গে মিশে,—মহারাজ-রামকৃষ্ণের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে তাঁর প্রাণও শয়ন-মন্দির নিমেষের তরে কাঁপিয়ে তুলেছিল! তুমি তোমার অজ্ঞান অবস্থায় যাকে মা বলে ডেকেছিলে, সে মা আর কেউ নয়;—সেই মাই মহারাজ রামকৃষ্ণ। জ্ঞানে

অজ্ঞানে, কিম্বা অশুচি অবস্থায়, গো হত্যা—ভ্রূণ হত্যাকারী, পতিতা বারনারী যে কেউ যখন তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করে, তিনি তাকে তোমার মত অতি সত্বর কোল দেন! তিনি ছোট বড় কোনই বিচার করেন না।

তিনি যেদিন হ'তে তোমার সর্ব্ব ভার গ্রহণ করেন সেই দিন হতে আমি তোমার অজ্ঞাতসারে—তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় ঘুরি। অবশ্য তুমি এসকলের কিছুই জাননা। অতঃপর তোমাকে তাঁর করুণা প্রত্যক্ষ করবার জন্য এখানে আনা হয়েছে।

দেখ মহারাজ-রামকৃষ্ণের তোমার উপর কি ভালবাসা। মানব-নয়ন যা' দেখেনা, যে রাজ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারে না;—দেবতারা যাঁর গান শুনতে পান না;—আজ তাঁর কৃপায় তোমার সেই সমস্ত হচ্ছে। আর শুধু তুমি ব'লে নয়! যে নিজকে প্রকৃত অক্ষম জ্ঞান ক'রে তাঁরে আত্ম-সমর্পণ করে, তিনি অনতিবিলম্বে তার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং তোমাকে যেমন সমস্ত পরিদর্শন করান হচ্ছে, তোমাকে যে ভাবে আনা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবে সকলকে দেখান-শুনান ও পূর্ব্বস্থানে রেখে আসা হয়।

কাহাকে আমি আনি, কাহারে ভক্তি আনে, কাহারে বিবেক বলে মহারাজ-রামকৃষ্ণের একজন প্রিয় সেবক আছে;—সেই আনে! কাহারে বা বৈরাগ্য আনে। আমরা সকলেই ভক্তের দাস ও মহারাজ-রামকৃষ্ণের সেবক।

মহারাজ-রামকৃষ্ণ ভক্ত-অন্তপ্রাণ। সংসারে নানাপ্রকার অসাধু ও তার্কিক লোক আছে। তাদের দ্বারা পাছে

ভক্তের বিশ্বাস হানি হয় ব'লে তিনি ভক্তকে অতি সমাদরে এই চৈতন্য-রাজ্যে এনে প্রত্যক্ষ দেখান। তাঁর প্রসাদে যা'র চৈতন্যরাজ্য দর্শন হয়,—সে জীবন্মুক্ত! সে রাজপুত্র! সে সংসারে থাক, আর এ চৈতন্য-রাজ্যে থাক; তার সকল স্থানেই সমান আনন্দ। সে ধীর, স্থির, গম্ভীর, অচল, অটল; কেউ তা'রে একপদ নড়াতে পারে না। সেই আরো মহারাজ-রামকৃষ্ণের গুপ্ত-ইঙ্গিতে দশজনকে মহারাজ-রামকৃষ্ণের পথে লওয়াতে পারে। এই কারণে আজ তোমাকে এখানে আনা হয়েছে। তোমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইয়া লও এবং রমানন্দ উপভোগ কর ।

এখন আইস আমার সঙ্গে চলিয়া আইস! আমি তোমাকে আর দুইটী স্থান দেখাইয়া, পরে ক্ষীরোদ সমুদ্রের কূলে যেখানে মহারাজ-রামকৃষ্ণের গান হয়, সেখানে লয়ে যা'ব। প্রথমে তোমাকে এখান হতে সংসারের দুই একটী চিত্র দেখাব, পরে ভক্ত-মন্দিরেও নিয়ে যাব, এই ব'লে জ্ঞান একটী উচ্চ স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমিও জ্ঞানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নানা প্রকার চিন্তা কর্‌তে করতে অনুসরণ করলাম! কোন কথা কইলাম না।

অনন্তর জ্ঞান বললে "এই স্বদেশ! আর সংসার, কর্ম্মক্ষেত্র; সেখানে দুদিনের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তে যাওয়া! এখন এ সকল ব্যাপার বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝে লও!—"

আমি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলেম, ভাই জ্ঞান! জীবের কেন কর্ম্ম, এ কর্ম্ম কি কারণ করা? জ্ঞান উত্তরে বললে "সমস্তই বিধাতার লীলা! তাঁর লীলা-খেলা; তোমরা খেল!—আর

এ যে কি তাঁর লীলা কেউ বুঝতে পারে না। আমি এত অনন্ত অনন্ত কাল ধ'রে মহারাজ রামকৃষ্ণের সেবা করছি, আমি তাঁর কিছুই জানিনা।

হ্যাঁ! তবে এই টুকু শুনে রাখ—সব কর্ম্মই তাঁর! তাঁর কর্ম্মই তোমরা কর। কিন্তু এর মধ্যে মহামায়ার এমনি আবরণ; সেই মহামায়াতে জীব মুগ্ধ হয়ে ভাবে 'এ আমাদের কর্ম্ম—আমরা করি।' তাঁর ইচ্ছায় সকলেই অহং জ্ঞানে মুগ্ধ! কেউ কিছুই বুঝতে পারে না।

সুখাকাঙ্ক্ষা জৈব-ধর্ম্ম, তাই জীব সুখাভিলাষী হয়ে কর্ম্ম করে। যে কার্য্যে একটু সুখ হয়, জীব সেই কার্য্যেই রত হয়। জীবমাত্রেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে। সুখের-আকাঙ্ক্ষাই সকলকে কর্ম্মে রত করে। তারা আমার কনিষ্ঠের চালনায় চালিত, এবং তারা আমার কনিষ্ঠের মোহেই মোহিত। মহামায়া জীবকে মিথ্যা সুখের নেশায় মাতাল ক'রে জগতের অর্থাৎ তাঁর নিজের কায করিয়ে ল'ন। তাই জীব সুখের মৌমাছি! সুখের লোভে কাঁটা আগুন বাছে না! রূপ, রস, শব্দ গন্ধ স্পর্শে—যে যেখানে যতটুকু সুখ পায়;—সে সেখান হ'তে সেই টুকু সুখের মধু লুটে লয়! তারা মিথ্যা সুখের মিথ্যা নেশায় চব্বিশ ঘণ্টা মাতাল! কেউ কেউ এমনি বোকা, না খেয়ে মিথ্যা-সুখের মধু সঞ্চয় করে। মৌমাছি মধু সঞ্চয় করলে কি হয় তাতো জান?" এই বলে জ্ঞান একটু হাসলেন।

জ্ঞান ফের বললে "সুখের আশায় জীবের নিদ্রা, সুখের আশায় জাগরণ, সুখের আশায় ভ্রমণ, সুখেয় আশায় বিরল-নিকুঞ্জ, সুখের আশায় প্রেম সম্ভাষণ, সুখের আশায় ভালবাসা,

সুখের আশায় সিংহ সিংহীর পেছনে, সুখের আশায় নয়নে-নয়নে, সুখের আশায় হাসি, সুখের আশায় সাধের ফাঁসী, সুখের আশায় পরস্ব-হরণ, সুখের আশায় আত্ম-বিসর্জ্জন, সুখের আশায় ঘোরে, সুখের আশায় মরে, সুখে হাসে, সুখে কাঁদে; সুখের স্বপ্নে জগৎ অচেতন! সকলে এই সুখের ফাকীতে প'ড়ে আছে! সুখ নাই অথচ ফাকী—কি মজার বল দেখি? সকলকেই সেই এক সুখের ফাকী চালাচ্ছে। সকলে সকলকে ফাকী দিচ্ছে! ঐ দেখ! সকলে সকলের কাছে ফাকী পড়ছে!—যারা সুখের নেশায় মাতাল তাদের কোনই বুদ্ধি নাই!"

এই ব'লে জ্ঞান অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে একটী দূরবর্ত্তী স্থান আমাকে দেখাতে লাগল। আমি ভাল দেখতে না পাওয়ায়, সে স্থান হতে দেখার একটু অসুবিধা হওয়ায় জ্ঞান আমায় নিয়ে একটী উচ্চ স্থানে উঠলো। তখন আমায় বললে, "একটু উচ্চে না উঠলে সব ব্যাপার ভাল বোঝা যায় না—বোঝানও যায় না।" এই কথা বলে আবার আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে কি দেখানে লাগলো। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না; কিন্তু কিসের একটা মহা কোলাহল শুনতে পেলাম। তখন আমি জ্ঞানকে বললাম কৈ কিছুই তো দেখিছি না! জ্ঞান বললে "কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?" আমি বললাম কৈ কিছুই তো দেখিছ না? জ্ঞান বললে "কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?" আমি বললাম, না। কেবল কিসের একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ও কিসের কোলাহল? জ্ঞান মৃদুস্বরে বললে "ঐ সংসারের কোলাহল! আমি বললাম—এত? জ্ঞান বললে তোমরা নিকটে থাকতে তাই কিছু বুঝতে পারতে না। দূরে না গেলে এত কি কত, ভাল বুঝা যায় না। তুমি চল,

সঙ্গে আরও একটু উপরে এস! তখন আরও স্পষ্ট শুনতে এবং দেখতে পাবে।" এই বলতে বলতে জ্ঞান অগ্রসর হ'ল; আমরা আর একটা উচ্চ স্থানে উঠলাম। সেখান থেকে মহা একটা হৈ-হৈ শব্দ শোনা যেতে লাগল। সে শব্দ শুনে আমি অতি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এবং চকিত নয়নে আমি জ্ঞানের দিকে চেয়ে বললাম 'সংসারের কোলাহল এত কোলাহল? এত কিসের কোলাহল?

জ্ঞান বলতে লাগল, "এত তত নয়! কোলাহল একটীর—সেই একটীর দরুণ এত শোনায়।" আমি অতি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সে একটা কি? যার জন্য এত কোলাহল? জ্ঞান একটু হেসে বললে" সেই কথাই তোমায় এই বলতে ছিলাম; সেই জিনিষের নাম ফাকী! যার জন্য এত কোলাহল;— সংসারে এত গণ্ডগোল! ফাকী জিনিষটা সংসার থেকে উঠে গেলে কোন গোলই থাকেনা। কিন্তু তা হবার নয়! মহামায়ার চাতুরীতে সংসার ফাকীতে প'ড়ে আছে; ফাকীই সংসার। সকলে সকলকে ফাকী দিচ্ছে। ফাকী দিচ্ছে ব'লে তা'রা অত চীৎকার করছে। যারা ফাকী পড়ছে তারা চীৎকার না করে থাকতে পারে না; তাই অত গোল—এত কোলাহল!"

"এমন জগত, সকলে কর্ম্মে রত; সুন্দর নিয়ম,—দশজনের উপর হোক, বিশ জনের উপর হোক, দু'শ জনের উপর হোক, দু'সহস্র জনের উপর হোক, দু'লক্ষ জনের উপর হোক, দু'কোটী জনের উপর হোক; সকলের উপর এক জন আছে; সেই একজন সকলের কায বুঝে নিচ্ছে;—তবুও ফাকী দেবে।"

আমি জ্ঞানের মুখে ফাকীর ব্যাপার শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে

গেলাম। আমি বললাম ভাই জ্ঞান এ বিষম ফাকী হতে কি কারো রক্ষা নাই? জগতে কি সকলেই সর্ব্ব সময়ের জন্য এই বিষম ফাকীতে পড়ে থাকবে? জ্ঞান বললে "তা কেন, বিশ্বাস হ'লে ফাকীর নেশা কেটে যায়। যার যত বিশ্বাস তার হৃদয়ে তত ফাকী কম; সে তত কম ফাকীতে পড়ে ও কম ফাকী দেয়।"

"সরল প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস কর্ত্তে হয়। যে বিশ্বাস করে সে ফাকী জানে না?—সে ফাকী পড়েও না।

ফাকী বিশ্বাস হীনের জন্য, ফাকী সাধারণের জন্য! সকলেই যে এই ফাকীর ভিতরে, তা কথন হ'তে পারে না। যেখানে ভাল, সেখানে মন্দ; যেখানে মন্দ, সেখানে ভাল আছেই আছে। অতএব অনেক অনেক বিশ্বাসীও যে আছে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বাসীরা ফাকী মুক্ত।

বিশ্বাসী ভালর মধ্যে মন্দ দেখে, মন্দর মধ্যে ভাল দেখে। তার সকলেতে বিশ্বাস। বালকের মত যার বিশ্বাস, সেই সকল ফাকী মুক্ত।

বিশ্বাসই সার। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধেও ঐ! যার পূর্ণ বিশ্বাস তার পাপ-পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সমাজ সংস্কার নাই, ভাল মন্দ নাই, সুখ দুঃখ নাই, মান অপমান নাই, শুচি অশুচি নাই; আবার তার সব আছে! যখন যা হয় সে তখন তাই করে।"

এখান হতে সংসার চিত্র দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন আমি অশরীরী,—মোহ মূর্চ্ছা মুক্ত ছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে, জ্ঞান সংসারের একটা জিনিষের দিকে চেয়ে আমায় বললে "দেখ দেখি, ওটি কি? ঐ যে লোহার শিকলে

হাত পা বাঁধা, বুকে পাষাণ, মাথায় আগুনের হলকা জ্বালা, আগুনের মধ্যে শোয়ান রয়েছে? ঐ যে এক চক্ষে হাসছে, আর এক চক্ষে কাঁদছে?" আমি তত ভাল বুঝতে পারলাম না। বল্লাম জ্ঞান! তুমি বল, আমি তত বুঝতে পারিনি।

জ্ঞান বললে, "এই বদ্ধজীব! এখান হতে লোহার শিকল বলে যা বোধ হচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে তা লোহার শিকল নয়! ঐ গুলি বদ্ধজীবের সন্তান-সন্ততি! পাষাণ ব'লে যা দেখা যাচ্ছে, তাও, প্রকৃত পাষাণ নয় ঐই বদ্ধজীবের স্ত্রী—রামকৃষ্ণরাজ্য হতে দেখলে, স্ত্রী বুকের পাষাণ লে বোধ হয়।

ঐ যে চারি দিকে বেড়া আগুন, মাথায় আগুনের হলকা জ্বালা; ওও প্রকৃত আগুন নয়;—ওগুলি বদ্ধজীবের অঙ্গ আভরণ স্বরূপ—জরা, ব্যাধি, বিপদ, জ্বালা, এখান থেকে অমন দেখাচ্ছে। ঐ যে এক চক্ষে হাসি, এক চক্ষে কান্না দেখছো! ও হাসি কান্নাও বটে, মায়ার অঞ্জনও বটে। ঐ হাসি কান্নাতে অর্থাৎ ঐ মায়ার অঞ্জনেতে বদ্ধজীব বেঁচে আছে। ঐ এক চোখে হাসি, এক চোখে কান্না—ঐই বদ্ধজীবের জীবন সম্বল!

উহাদের যদি কেউ চৈতন্যরাজ্যে আসবার জন্য অনুরোধ করে—তা কিছুতেই প্রথমে স্বীকার করবে না; বাড়ী ছেড়ে বেরুতেই চাবে না। যদি কেউ মরি বাঁচি ক'রে স্বীকার করে, তবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করবে। শেষ মাথা চুলকোতে চুল-কোতে বলে "র'সো বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি; কাল যা' হয় বলবো।"

জ্ঞান বল্লেন "ঐ সকল বদ্ধজীবের উদ্ধারার্থে মহারাজ

রামকৃষ্ণ বার বার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শরীর ধারণ না কর্‌লে বদ্ধজীব কিছুতেই সংসার হ'তে স্বদেশে যেতে চায় না; বার বার জন্ম মৃত্যুর হাতে তারা আত্মসমর্পণ করবে; বার বার জরা ব্যাধির কোলে অঙ্গ ঢেলে দেবে—তাও স্বীকার, কিন্তু দেশে আসবার নামটীও করবে না।

দেখনি সংসারে কতকগুলি লোক আছে, তা'রা দেশ একেবারেই চায় না। তা'রা দেশ চায় না, দেশের বন্ধু-বান্ধব, দেশের ভাই, আত্মীয়, প্রিয়-পরিজন, এমন কি স্নেহময়ী জননীকে পর্য্যন্তও ভুলে থাকে—তারা কারুকে চায় না। দেশের কথা পর্য্যন্ত কয়না। স্বদেশ একেবারে ভুলে যায়! বদ্ধজীবও সেই শ্রেণীর।

যখন বদ্ধজীবের সংখ্যা পৃথিবীতে অতিরিক্ত হয়, পরস্পর অতিশয় গ্লানি-বিবাদ করে, ব্যাভিচার, পশ্বাচার, দানববল পৃথিবীতে অতিশয় প্রবল হয়; আকাশে ধূমকেতু উদয় হয়, অতি-বৃষ্টি, অনা-বৃষ্টি, মহামারী, খণ্ড-প্রলয়াদি ভীষণ হ'তে ভীষণতর—অভাবনীয় ঘটনা সকল ঘটে; বসুমতী টলমল কর্ত্তে থাকেন—মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং মানব যখন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ঘোরতর তর্ক-বিবাদে রত হয়; এমন সন্ধিক্ষণে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে যুগধর্ম্ম-প্রচারার্থে এবং ভক্তজন-মনরঞ্জনার্থে প্রভু রামকৃষ্ণ মানব-শরীর ধারণ ক'রে, বদ্ধজীব গুলিকে উদ্ধার ক'রে বসুমতীর ভার লাঘব করেন।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে জ্ঞান আমাকে অন্য একটী স্থান অঙ্গুলি দিয়ে নির্দ্দেশ ক'রে বললে 'তুমি ঐ স্থানটী জান? ঐ যে গঙ্গার ধারে একটী মনোরম-উদ্যান? ঐ দ্বাদশ শিব-মন্দির,

রাধাকান্তের মন্দির, পার্শ্বে ভবতারিণীর মন্দির; ঐ স্থানটী তুমি জান ?”

জ্ঞান কোন স্থানটীর কথা ব'ল্লে, আমি তা ভাল বুঝতে না পারায়;—একটু মৃদু ভাবে বল্লেম 'না!'

জ্ঞান তখন বলতে লাগল 'ঐ স্থানটীর নাম দক্ষিণেশ্বর। ও অঞ্চলে সম্প্রতি মহা ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়; প্রভুকে জন্ম গ্রহণ ক'রে স্বনামে প্রচার হতে হয়েছিল। সে আজ অধিক দিনের কথা নয়।'

আমি জ্ঞানকে বললাম ভাই জ্ঞান! ও অঞ্চলে কি প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব হয়ে ছিল, আমায় বুঝিয়ে দেবে কি? মহারাজ রামকৃষ্ণকে যখন স্বয়ং স্বনামে প্রচার হতে হয়েছিল নিশ্চয় সে বিপ্লব সাধারণ বিপ্লব ব'লে মনে হয় না।

জ্ঞান একটু হেসে বললে 'হ্যাঁ, সে বিপ্লব সাধারণ বিপ্লব নয়! সে মহাবিপ্লবই উপস্থিত হয়ে ছিল। এক কোলকাতা সহরে নানা রকমের ব্রাহ্ম-সমাজ;—লোক দলে দলে ব্রাহ্ম হ'তে লাগল। গিরজার অধ্যক্ষেরাও কোমর বেঁধে জোর ক'রে দলে দলে লোককে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দিক্ষীত করতে লাগল। ওদিকে নবরসিক, বাউল, নেড়ানেড়ী।—"এ ব'লে আমার দলে এস—আমার ধর্ম্ম ভাল!" ও বলে "আমার দলে এস।" কেউ ব'লে "অন্ধকার হ'তে সত্বর আলোকে আইস!" কেউ ব'ল্লে "আলেক্—আলেক্-আলেক্, ঝাঁজাক্—ঝাঁজাক্-ঝাঁজাক্, ঝুজুক্-ঝুজুক্-ঝুজুক্!" এ সব কথার মানে আমিই বুঝি না, আর বদ্ধজীব কি বুঝবে? তারা হুজুকে প'ড়ে—যা'র যেখানে সুবিধে গিয়ে পড়ল; প্রভু প্রমাদ গণলেন!

সকলেই অন্ধ। কেন গেল, যাওয়ার কারণ কি ; এসব বিষয় দু-একজনছাড়া বড় কেউ অনুসন্ধান করলে না। তা'রা যে'তে হয় তা'ই যায়। চোখ বুজতে হয়, তাই চোখ বুজোয়। অন্ধকার দেখতে হয় তাই দেখে। সেই হতে তা'রা সকলে চখে ঠুলি ধারণ করেল।

সকলেই পথহারা। দলে দলে অন্ধ অন্ধের গলা ধরে পথে পথে পথ দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। চোখ বুজিয়ে অন্ধকার দেখে, তাদের মন-প্রাণ আরো কিমাকার ধারণ করেছিল। একে অন্ধ তার উপর চখে ঠুলি—যেন গোদের উপর বিষস্ফোটক। বড়ই দুর্দ্দিন!

মহারাজ আর থাকতে পারলেন না। অন্ধ অন্ধ-দের আচার্য্য? বড়ই রহস্যের কথা। তিনি জন্মগ্রহণ কর্‌লেন।

ক্রমে তিনি ঐ দক্ষিণেশ্বরে ব'সে, সকল অন্ধ এবং অন্ধের নেতাগুলিকে আহ্বান ক'রে চক্ষু দিতে লাগলেন। কিন্তু চক্ষু পেলে তাদের কি হবে! তা'রা চক্ষু পেয়েও চক্ষু খুলতে চায় না;—অন্ধকার বড়ই ভাল লেগেছে—তাদের আরো অন্ধকারে থাকতে সাধ। যে প্রিয় অন্ধকারের সহবাস এত দিন ধ'রে করলে, আজ ঝাঁ ক'রে তারে ত্যাগ করলে নিমকহারামী হয়; এই ভেবে অনেকে চোখ খুললেই না। কেউ যদিও অতি দুঃখের সহিত চোখ চাইলে, কিন্তু চোখের ঠুলি খুলতে চাইলে না।

এ সব ব্যাপার দেখে প্রভু কখন কখন হাসলেন, মনে মনে দুঃখও করলেন। নিজের হাতের গড়া জিনিষ-কতই মমতা হ'ল; তাই কখন কখন প্রভু কাঁদলেনও।

অন্ধদের চোখ দেবার জন্য—অন্ধদের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগলেন। জগত-সম্রাট ভিখারীদের দুয়ারে—কেউ চেয়েও দেখলে না! কেউ দেখেও দেখলে না! তারা প্রলাপ বকলে।—

কেউ বললে "তুমি এসেছো, বেশ হয়েছে! আমার একটু স্বস্ত্যয়ন ক'রে দাও। কেউ বললে তোমার নাম কি? কেউ বললে, ওঁর জাত নাই—কামারের ভাত খেয়েছেন! কেউ বললে "পাঁচ টাকার পূজুরী ব্রাহ্মণ, ক লিখতে জানেন না!" কেউ বললে "ব্রাহ্মণ না হাতী—পৈতে কৈ!" কেউ দুটো গালাগাল দিলে। কেউ সুবিধামত দু'এক জুতোর-টক্করও দিলে। কেউ বাগানের মালী জ্ঞানে যুঁইফুল তুলে দিতে ব'ল্লে। কেউ টাকা দিতে চাইলে। কেউ কাশীতে নে'যে'তে চাইলে। কেউ অন্য কালীবাড়ী খুলতে চাইলে।

কেউ ব'ল্লে "উনি যদি মহাসাধু, তবে গেরুয়া কাপড় কই? আড়াই হাত জটা কই? চিমটে কই? সাধুর বাঘছাল থাকে, কমণ্ডলু থাকে, রুদ্রাক্ষের মালা থাকে, সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা থাকে; সাধু যদি এখানে কেন? হরিদ্বার যা'ন না, ঋষিকেশ যা'ন না!" ইত্যাদি ভাব। যার যেমন বুদ্ধি সে সেই রকম বললে।

কেউ ব'ল্লে "বাঃ, তুমি ত বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছো দেখ্‌ছি! খাট, বিছানা, মশারি, বালিশ,—এতো বেশ সাধুগিরি দেখি—বাঃ! নিজে যা হয়েছো—তা হও;—পরের ছেলেগুলির মাথা খাও কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ বল্লে" তুমি দিন কতক হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কর!" এ লোকটী বরং একটু বুঝদারের মত ব'লে ছিল।

প্রভু সকল কথাতে হাসেন, কারুরে বড় কিছু বলেন না।

কারুর কোন ব্যবহারে বিরক্ত হন না। আনন্দময় আনন্দিত মনে ভাল-মন্দ শ্রবণ করেন;—মহানন্দে সমস্ত সহ্য করেন। তিনি জানেন বদ্ধজীবেরা না জেনে সাপের বিষ খায়—তাদের সন্তানদের মুখে দেয়;—এরা কেউ সহজ নয়! এরা মায়ার কিঙ্কর! এদের দোষ নাই।

প্রভু সন্তানের উপর আর কি রাগ করবেন!

ক্রমে একে একে দুয়ে দুয়ে ভক্ত আহ্বান করলেন। দু'চার জনকে তাঁর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বাঞ্ছিত যে রূপ সেই রূপ দেখালেন। যে সে রূপ দেখলে তার তো কথাই নাই, যে সে রূপ নাও দেখলে—সেও মজে গেল। তিনি ভূতলে আবির্ভূত হওয়া অবধি দলে দলে বদ্ধজীব-পতঙ্গ—ঐ দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগল। সকলেই "জয় রামকৃষ্ণ" বলে প্রাণ শীতল করলে;—রামকৃষ্ণ নাম ক'রে সকলে ধন্য হলো!

কেশব বলে একটা লোক বদ্ধজীবের পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে খবর দিলে। আমি যেমন প্রভুর আদেশে তোমাকে ঘুমন্ত আনলুম, কেশবও প্রভুর গুপ্ত আদেশে, নানা রংয়ের নানা বদ্ধজীব-পতঙ্গ উড়িয়ে—গা ঠেলে তুলে—মহারাজ রামকৃষ্ণের দুয়ারে আনলে।

আলো জ্বালা হলে পতঙ্গকুল যেমন অস্থির হয়;—কোথায় কোথায় থেকে কে কোন দিক দিয়ে এ'সে সেই আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেইরূপ কোন পতঙ্গ গাড়ী করে, কেউ নৌকা চড়ে, কেউ হেঁটে, কেউ ছুটে, কেউ কত দূরদেশ থেকে এসে রামকৃষ্ণ-কহিনুরের আলোতে উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। কহিনুরের আলোতে পড়লো,—কিন্তু পুড়লো

না ;—পতঙ্গদের পাখায় একটু আঁচ পর্য্যন্ত লাগলো না ; সে আলো অতি স্নিগ্ধ, অতি মনোরম—পুড়ে গেলনা দেখে, পতঙ্গকুল পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্ত্তে লাগলো !—অবাক হয়ে গেল ! পতঙ্গকুল ভাবলে "এ কি আলো ?" সব স্তম্ভিত !

তখন মুনি, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী ; সুদূর হিমালয় হ'তে মহা-মহাযোগী ;—পতিত, বেশ্যা, চোর চোয়াড়, মূর্খ মহামূর্খ—সকলে একে একে এসে তাঁকে দেখলে। সেইরূপ দেখে সকলে উদ্ধার হয়ে গেল !

যদিও কেউ উদ্ধার কি তা বড় বেশী বুঝলে না ; তা না বুঝলেও—তারা উদ্ধার হয়ে গেল.—বোঝবার আবশ্যকও হ'ল না।

আহা ! তাঁরে একবার চখে দেখেই উদ্ধার। তাঁর স্মরণ মনন করলেই উদ্ধার। একবার জেনে বা না জেনে ডাকলেই উদ্ধার ! রামকৃষ্ণ নামের মহাশক্তি !

তুমি যেমন একটু তাঁকে জানাতে না জানাতে, তিনি তোমার সমস্ত ভার নিলেন ;—সেইরূপ সকলের জন্য তাঁর করুণার কোল সর্ব্ব সময়ের তরে পাতা আছে। যে একবার তাঁর কোলে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়—আর তার ভয় থাকে না—যেমন তেমন পাপী হলেও—সে সেই কোল পাবেই পাবে,—এ কথা মৃত্যুর ন্যায় সত্য !

তিনি অতি পতিতের জন্য ! যাঁর একটুও শক্তি নাই,—অক্ষম, আতুর, মহাআতুরের জন্য ! যার গতির আর অন্য উপায় নাই—তিনি তার জন্য ! তিনি নাস্তিকের জন্য—ঘোর পাষণ্ডের জন্য ! আবার তিনি ভালর জন্য ;—আবার তিনি স কলের জন্য !

তিনি জগতের মা। অক্ষম সন্তানের তরে পার্থিব মাতার একটু যেমন অধিক টান; সেইরূপ জগতের মারও অক্ষম সন্তানের তরে একটু অধিক টান! তার সাক্ষী তুমি।

তাঁর দয়ার ইতি নাই! এত দেখলে শুনলে;—আর একটু পরে যা দেখবে তা ধারণা-কল্পনার অতীত! তোমার ভাগ্যফলে আজ আমিও তাঁর দর্শন পাব;—আজ তোমার জন্য আমারও শুভ দিন। তুমি ভাগ্যবান! আর তুমি বলে নয়, যে যে তাঁর আশ্রয় পায়—সেই সই মহাত্মাদের প্রসাদে আমরাও মধ্যে মধ্যে তাঁর দর্শন লাভ করি এবং তাঁদের ভাগ্যে আমাদের দর্শন হয় বলে—আমরা তাঁদের ভৃত্যের ন্যায় সেবা ও নমস্কার করি।"

আমি জ্ঞানের কথায় বাঁধা দিয়ে, অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই জ্ঞান! আমার কি মহারাজ-রামকৃষ্ণ দর্শন হবে? আমি আজ কি প্রভুর দর্শন পা'বো? বল বল! আমার সন্দেহ দূর কর!

বুঝলে মা! তখন জ্ঞান আমার বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্য, ঈষৎ উচ্চস্বরে বললে 'নিশ্চয় পাবে! নিশ্চয় দর্শন হবে!' আহা, জ্ঞানের সেই কথা গুলি আমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে—বুক আমার জুড়িয়ে দিলে; আমি জ্ঞানকে প্রণভরে আলিঙ্গন করলাম!

জ্ঞান আমাকে ফের বলতে লাগলো "আমি তো তোমায় পূর্ব্বে বলিছি,—যে তাঁকে দেখতে চায়, তিনি নিশ্চয় তাঁকে দর্শন দেন। তোমাকে যেমন আনা হয়েছে—তন্ন তন্ন করে এখানকার ব্যাপার দেখান ও বোঝান হচ্ছে এবং পরে যা দেখবে; ঠিক এই ভাবে সকলকেই দেখান ও বোঝান হয়।

তিনি লীলাময়! জীব ল'য়ে তাঁর লীলাখেলা, জীব লয়ে তাঁর সব। জীবের জন্য তিনি নিগু‍র্ণ হয়েও—সগুণ হন। ভক্তকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখা দেন। তিনি ভক্তবৎসল,—ভক্তের জন্য তিনি সব করেন।"

তারপর আমি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমি তোরণে একজনকে মহারাজ-রামকৃষ্ণ কোথায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে উত্তরে কেন বললে "মহারাজ রামকৃষ্ণ কোথায় তা কেউ জানে না।" অথচ তুমি বলছো একটু পরেই আমি তাঁর দর্শন পাবো।

জ্ঞান বলতে লাগল "সে সামান্য প্রহরী—তোরণরক্ষক; সে মহারাজ-রামকৃষ্ণের সংবাদ কি জানে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সময় সময় যাঁর সংবাদ পান না;—সামান্যপ্রহরী তাঁর কি জানে? বাজে লোককে তাঁর কথা কখন জিজ্ঞাসা করোনা!

তিনি জগতের একমাত্র গুরু সাধারণে তা বুঝে না। তিনি কৌশলে জগতময় তাঁর রামকৃষ্ণ নাম বিতরণ করছেন, এখন করবেন; কতদিন করবেন তা তিনিই জানেন। তিনি জগতে নানা নামে পরিচিত!

মধ্যে তিনি আমেরিকা দেশে তাঁর 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রচার করবার জন্য—আমেরিকাবাসীদের দ্বারায় কৌশলে এক বিরাট-ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। তাঁর অপূর্ব্ব কৌশলে সে সভায় দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হয়ে ছিল। তিনি দক্ষযজ্ঞে যেরূপ লীলা ক'রে ছিলেন—এ যজ্ঞেও ঠিক তদ্রূপ ক'রেছিলেন!—

দক্ষযজ্ঞে যেমন সকলের নিমন্ত্রণ হলো, কেবল জামাতা-সদাশিবের নিমন্ত্রণ হলোনা। তেমনি মহারাজ-রামকৃষ্ণের

কৌশলে ;—আমেরিকার দক্ষযজ্ঞ-রূপ-ধর্ম্মসভায়—শিবরূপ হিন্দু-জামাতার প্রবেশ নিষেধ—নিমন্ত্রণ বন্ধ হলো!

সদাশিবের যেমন নানা দোষ,—ভাং খান, টৌ'লে পড়েন, ষাঁড়ে চড়েন, ভূত নিয়ে ন্যাংট নাচেন ;—তেমনি শিবরূপ হিন্দুজামাতারও সেইরূপ নানান দোষ ;—পুতুল পূজা করেন, মন্দির রাখেন, চালকলা দেন, কোশাকুশী নাড়েন—ইত্যাদি, ইত্যাদি! দক্ষযজ্ঞে নারদ যেমন শিব ছাড়া সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন, ত্রিভুবনে নিমন্ত্রিত হ'তে কেউ আর বাঁকী রইল না। সেইরূপ আমেরিকার দক্ষযজ্ঞেও—হিন্দু-শিব ছাড়া, আর কেউ নিমন্ত্রিত হ'তে বাকী রইল না।

শিব যেমন ভাবলেন একি!—শিবহীন যজ্ঞ? হিন্দুরাও ভাবলেন —একি! হিন্দুহীন ধর্ম্মসভা?

শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে, শিবের ভূতেদের যেমন মহা-ক্রোধ! থেকে থেকে কত গা ঝেড়ে, আস্ফালন ক'রে ;—এদিকে সদাশিব গা নাড়েন না—ভাঙে বিভোর দেখে ;—নন্দী-ভৃঙ্গির সঙ্গে কত দম্ভ, কত পরামর্শ করলে। তেমনি হিন্দু সদাশিবেরও অনেক ভূত, অনেক গা ঝড়লে, আস্ফালন করলে ;—কত নন্দী-ভৃঙ্গির সঙ্গে পরামর্শ করলে ;—কিছুতেই কিছু হ'ল না।

সদাশিব মনে ঠিক দিয়েছিলেন, যা হয় যেই যজ্ঞের দিনই হবে। হিন্দুসদাশিবও মনে ঠিক দিয়েছিলেন যা হয় সেই যজ্ঞের দিনই হবে।

পাঁচজনে হিন্দু-সদাশিব-জামাতাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করলে, জামাতা বড় গা নাড়লেন না।

যজ্ঞের দিন নিকট হ'তে লাগলো। কত নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূত,

প্রেত সব আপোষে বিবাদ আরম্ভ করলে। যত দিন নিকট হলো, ততই ভূতেরা চেঁচামেচি, হুঙ্কার, আস্ফালন, মহাতর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু ক'রে দিলে; গগন বিদীর্ণ হয় আর কি! হিন্দুসদাশিব কত বুঝান, কিছুতেই কিছু নয়;—তারা কিছুতেই শুনবে না! তারা কিছুতেই বুঝবে না!

হিন্দুসদাশিবও শেষে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, দিন প্রায় নিকট! ইতিমধ্যে একদিন নানা চিন্তা করতে করতে হিন্দু-সদাশিব ঘুমিয়ে পড়্ছেন! তখন হিন্দুসদাশিবের গুরুমহারাজ, কাণে কাণে এসে বলে দিলেন "ভয় কি! তুই আমেরিকায় যা!" এই কথা শুনে সেই নিদ্রিত মহাপুরুষ বিছানায় লাফিয়ে উঠলেন। তখন তাঁর সেই আধঘুম-বিজড়িত-আরক্ত-লোচন হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম কি যেন নির্গত হতে লাগলো! নির্ভীক সিংহ যেমন দম্ভ ভরে বনবিচরণ করে, সেই নিদ্রিত মহাপুরুষ গৃহ কম্পিত করে, সেই গভীর নিশায় সেইরূপ একাকী কক্ষ মধ্যে পরিক্রমণ কর্ত্তে লাগলেন।

প্রাতঃকালে ভূতেরা সকলে সব সংবাদ পেলে! আমেরিকার দক্ষযজ্ঞে যাওয়া হবে শুনে হিন্দুসদাশিবের ভূতেদের আনন্দ আর ধরেনা। তারা মহানন্দে এ ওর গায়ে পড়ে ও ওর গায়ে পড়ে—আনন্দে আটখানা; "আজ একিরে অতুলানন্দ" বলে সব গান গেয়ে নাচতে লাগলো! অতি শীঘ্র হিন্দুসদাশিব আমে-রিকার দক্ষযজ্ঞে গমন করলেন।"

অতঃপর এ হিন্দুসদাশিব কে, জ্ঞান আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল। জ্ঞান বল্‌লে "হিন্দুসদাশিব ব'লে যাঁকে উল্লেখ করা হচ্ছে—তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ। তাঁর শিব অংশে জন্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণের পরম আদরের জিনিষ ছিলেন। মহারাজ সেই মহাত্মাকে দেখে সময় সময় বিহ্বল হয়ে পড়তেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ অতি যত্নে তাঁকে গড়েছিলেন।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের যেমন কৃষ্ণ বই আর কিছুই ছিলনা, স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজেরও শ্রীরামকৃষ্ণ বই আর কিছুই ছিলনা!

এই মহাত্মা যখন জগতগুরু-রামকৃষ্ণ বলে বলীয়ান হয়ে চিকাগোর ধর্ম্মসভায়—অগণ্য লোকের মধ্যে "জয় রামকৃষ্ণ" বলে দাঁড়ালেন;—তাঁর সেই বিশাল বক্ষ;—আজানুলম্বিত ভুজ—গৈরিকবসন, অগ্নিসম তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখে সেই বিরাট সভার বুক তখন ধীরে কেঁপে উঠলো।

কুরুক্ষেত্র রণে যেমন সপ্তরথীর বুক আর্জ্জুনির বীরদর্পে ধীরে কেঁপে কেঁপে উঠে ছিল; স্বামী বিবেকানন্দের মুখের সেই 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি শুনে মাঝে মাঝে সেই সভার বুক কাঁপতে লাগলো!

সকলে ভাবলে—"এ কে? উষ্ণীষধারীর গৈরিকবসনের মধ্যে ও কি! আগুন? না কি? আর ওর মুখের মধ্য হ'তে আতসবাজীর দীর্ঘস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ও সব কি বেরুচ্ছে?" সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্ত্তে লাগলো;—অতি আশ্চর্য্য গেল!

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদকারী অর্জ্জুনের মুখের দিকে অগণ্য রাজন্যবর্গ—ভীত অথচ তীব্রকটাক্ষে চেয়ে যেরূপ আত্মহারা হয়েছিল;—সেইরূপ মহারাজ-রামকৃষ্ণ-সেবক স্বামী বিবেকানন্দের মুখের দিকে চিকাগোর ধর্ম্মসভার সভাসদবর্গ ভীত ও তীব্রকটাক্ষে চেয়ে আত্মহারা হয়ে ছিল।

উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত সমুদ্রের কাল উন্মাদ-বারিরাশি, দিক্‌মণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ, নবীন শ্যাম-শষ্যক্ষেত্র, উচ্চ-শির তরুরাজি, আমেরিকার চঞ্চল-পবন, সেই বিরাটরাজ্যের পশু-পক্ষী, পুরুষ, রমণী ;—সেই "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি ক্ষণেকের তরে স্থির হয়ে শুনলে !

কেউ ভাবলে—ভারতের এচাঁদ আমেরিকার আকাশে আজ উদয় কেন ? কি অভিপ্রায়ে ? কেউ ভাবলে একি একটী চাঁদ, না এমন ভারত-গগনে অনেক চাঁদ আছে ? না না, বুঝি অনেক চাঁদ আছে ! একটী হলে তারা হাত ছাড়া কর্ত্তনা—ভারতবাসী এমন নির্ব্বোধ নয় ! একটী হলে তারা বুকে করে রাখতো ! তাদের এমন অনেক চাঁদ ;—আমাদের আমেরিকার আকাশে যত নক্ষত্র, তাদের আকাশে নাকি তত চাঁদ ! ঠিক্ ঠিক্ তাদের চাঁদের হাট বাজার। তাদের দেশে,—গ্রামে গ্রামে প্রতি পল্লীতে চাঁদ ;—তারা চাঁদের আলোতে বসে, হাসে, খেলে চলে, শোয়, ঘুমোয় ;—তারা চাঁদ ছাড়া থাকে না !

কেউ সে মূর্ত্তি দেখে ভাবলে, এ চাঁদ নয় ! চাঁদের মতও নয় ! এর মুখেও ধূমকেতুর আলো ! আমেরিকার ভাবী অমঙ্গল-চিহ্ন ! ঐ ঈষৎ আলো শেষে ঘোর কৃষ্ণময় হয়ে—আমেরিকার শান্তিময় নির্ম্মল আকাশ—প্রলয়ের মেঘে ঘিরে ফেলবে। অথবা শুধু আমেরিকার কেন—সমগ্র ইউরোপ এসিয়া আমেরিকার আকাশ ছেয়ে পড়বে। ও 'রামকৃষ্ণ' শব্দ কিছুতেই সহজ নয়,—ও শব্দ যত গম্ভীর ততই মর্ম্মভেদী ! এর আশু প্রতিকার আবশ্যক, সে মনে মনে প্রতিকার চাইলে।

কেউ ভাবলে এ নবীন চাঁদ ! ওর মুখে ও আগুনের স্রোত

নয়,—ও চাঁদের সুধাময় ফোয়ারা। ও সুধা-ধারা অতি স্নিগ্ধ, স্বাদু, মরম উন্মাদকারী। পান কর্ত্তে না কর্ত্তে, সকলে একটু ঢলেছে, একটু গলেছে। কারো বুকে ঐ সুধার ক্ষীণ স্রোত ছুটেছে,—কেউ একটু মাত্র পান করে আনন্দে মাতাল হয়েছে।

কেউ ভাবলে এ চাঁদ কোন হাতের গড়া! কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত!—এক চন্দ্রে কোটী চন্দ্রের আলো! রচয়িতার কি আশ্চর্য্য কার্য্যনিপুণতা—এমন কার্য্যকুশলী বিশ্বে কে আছে! না, না, বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা এক গড়তে ভুলে আর এক গড়ে ফেলেছেন। কিম্বা বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশিতেকোন নদীর ধারে—গাছ, পাতা, ফুল, ফল, দেবালোক ভরা সুন্দর একটী উদ্যানে বসে তটিনীর কুলকুল গান শুনতে শুনতে চেতনাহারা হয়ে কে যেন এ চাঁদখানি গড়ে ছিল! না, না, কিম্বা তাও নয়! জগতের তম নাশের অভিপ্রায়ে রামকৃষ্ণ নামের জ্যোৎস্না জগতের বুকে ছড়াবে বলে,—এ চাঁদ আজ আমেরিকার সৌভাগ্যাকাশে উদয়। এ নবীন চাঁদ—বিরল নির্জ্জন এক সুন্দর দেবালয়ে বসে গড়া;—কে একজন ভুঁইফোঁড় লোক চুপে চুপে প্রস্তুত করে রেখেছিল,—তার প্রকৃত নাম কি তা কেউ বলতে পারেনা।

শেষে সকলে শুনলে ও কিছুই কিছু নয়! ইনি একজন সামান্য প্রহরী। ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণকল্পতরু বলে একটি অপূর্ব্ব বৃক্ষ আছে—সেই বৃক্ষে অমৃতময় ফল ফলে;—ইনি একজন সেই বৃক্ষের অবৈতনিক চৌকিদার। সেই অমৃতফলের বৃক্ষ হতে—কতকগুলি ফল লয়ে,—আমেরিকার ধর্ম্মসভার সভাসদ-বর্গকে উপঢৌকন দিতে এসেছেন। জগতের লোক একত্র—সকলকে অমৃতময় রামকৃষ্ণকল্পতরুর ফল দেবার এমন মাহেন্দ্র-

যোগ আর হবে না। কৌশল ক্রমে কে একজন এই সভা আহ্বান করে; এই প্রহরী দিয়ে—সেই অমৃতময় ফল বিলুতে পাঠিয়েছেন।

যখন সভায় রামকৃষ্ণ নামের ফল পড়তে লাগলো—তখন সকলে চুপ—গাছ চুপ, পাতা চুপ, মেয়ে পুরুষ চুপ,—সব চুপ; কেউ বল্লে চুপ চুপ চুপ!—যে যেমন পেলে কুড়িয়ে নিলে। এমন নূতন ফল জগতে কেউ কখন দেখিনি;—আত্মীয় বন্ধু, প্রিয় পরিজনকে দেবে বলে অনেকে যত্ন করে রেখে দিলে। রামকৃষ্ণকল্পতরুর ফল পেয়ে সকলেই আনন্দিত—এমন ফল তারা জীবনে কখন দেখেনি।

হনুমান যেমন রাবণের দেশ থেকে অমৃত ফলের বীজ এনে মামার বাড়ীতে পুতে ছিলেন, বুঝি ইনিও সেইরূপ রামকৃষ্ণ নামের বীজ আমেরিকার ধর্ম্ম সভায় কয়েকটী পুতলেন। হনুমান পোতবার সময় ভেবে ছিলেন এক স্থানে পোতা হোলো—তা হোক—ফলের গুণে ক্রমে দেশময় হবে। ইনিও বোধ হয় তাই ভেবে ছিলেন!

রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর ফল পেয়ে মেয়ে-পুরুষ সকলে আনন্দিত হলো। অমৃতফল দাতাকে পুরুষেরা অনেক সাদর-সম্ভাষণ করলে;—মেয়েরা বর ভালবাসে— তারা বল্লে "আমরা তোমায় বিয়ে করবো!"

তখন সেই জ্ঞানময় মহাপুরুষ অতি মৃদু-মধুর-বচনে বল্লেন "আমার বিবাহ আর এ জন্মে হবে না! আমার বিবাহের সম্বন্ধ হলে—কে একজন ভাংচিদার আছে, সে আমার বিবাহে ভাংচি দেয়!"

তিনি মেয়েদের বল্‌লেন "মা! তোমরা সকলে আমার মা হও! আমি তোমাদের ছেলে; ছেলে বলে তোমরা আমার মুখ পানে চাও! আমার জগতের মা তোমাদের বেশে তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করছেন! আমি তোমাদের পেটে জন্মিছি তোমদের বক্ষ-ক্ষীর খেয়ে আমার এই কলেবর— এ দেহ পুষ্ট! আমি তোমাদের কোলে মানুষ হয়িছি! আমার জগতের মাকে তোমাদের মধ্যে প্রতক্ষ্য দেখি;—তোমরা সকলে আমার মা হও!"

আমি ফকির, আমি কাঙ্গাল;—আমি পথের ভিখারী! আমার কেউ নাই, আমার কিছুই নাই! মা আমারে এই ভিখারীসাজ সাজিয়ে কাঁধে ঝুলী দিয়েছেন;—কেবল একটী রামকৃষ্ণ নামের ঝুলা দিয়েছেন!—সেই ঝুলী দিয়ে এই সাগর পারে পাঠিয়েছেন। এ ঝুলীও খালি;—এতে কিছুই নাই—টাকা, মোহর, সোণা, কিছুই নাই;—বুঝলে মা! আমার মা আমায় কিছুই দেননি—মা আমার পাষাণের মেয়ে;—মা কেবল ঝুলীতে চারটী ফল দিয়েছেন; তাও আমার খাবার জন্য নয়—পাঁচজনকে বিলবার জন্য! ঘাটে পথে দেশ বিদেশের লোককে বিলুতে।"

সকলে জিজ্ঞাসা করলে "রামকৃষ্ণ কে? তিনি এখন কোথায়?" তখন তিনি তাদের বললেন "রামকৃষ্ণ ঈশ্বর! তিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ করে এসে ছিলেন। উপস্থিত তিনি স্বশরীরে!—আমাদের জন্য তাঁর রামকৃষ্ণ নাম রেখে গিয়েছেন! রামকৃষ্ণ নামের বড় বল! সে নামে জগত টলে, পাষাণ গলে!"

বুঝলে মা! তখন জ্ঞান আমাকে বল্‌লে, "তুমি দেখবে" রামকৃষ্ণ নামে পৃথিবী ছেয়ে যাবে। তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় ক'রে জগতকে দেখিয়েছেন;—সব ধর্ম্মই ভাল,—সকল ধর্ম্মেই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই নাম চিন্তা হয়;—তবে ভিন্ন প্রথায়। তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধনা ক'রে রামকৃষ্ণ নামের মহিমা দেখিয়েছেন। তাঁর বালক প্রকৃতি, তাঁর সরলতা ও উদারতা দেখে—তাঁর মহাবাক্য শুনে—তার অপূর্ব্ব চরিত্র ধারণা করে, লোকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁর শরণাগত হচ্ছে!"

আমি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই জ্ঞান! মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী এখন কোথায়? জ্ঞান বললে 'তিনি অনেক দিন দেহত্যাগ করে এখানে এসেছেন;—এখন মহারাজ-রামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত। ভক্তেরা প্রভুকে ছাড়া থাকতে পারেন না। প্রভুর কার্য্যে যদিও তাঁরা পৃথিবীতে যান বটে. কিন্তু সেখানে থাকতে তাঁদের মন বড়ই ব্যাকুল হয়। মা ছেড়ে ছেলে অধিকক্ষণ থাকতে চায় না। প্রভু জগতের বাপ-মা!

আবার প্রভুকে ছেড়ে ভক্তদের অনেক সময় পৃথিবীতে থাকতেও হয়। জগতের মঙ্গলের জন্য ভক্তেরা অনেক সময় পৃথিবীতে বিচরণ করেন। কেউ কেউ অশরীরী অবস্থায়—ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। ভক্তেরা মহাশক্তি সম্পন্ন;—তাঁদের নিমেষে জন্ম, নিমেষে দেহত্যাগ হয়;—তাঁরা ইচ্ছাময়। ভক্তের কৃপা হলে অনায়াসে রামকৃষ্ণ দর্শন হয়!

তুমি কি শোননি অনেক অনেক মহাত্মা পৃথিবীতে বিচরণ করেন? সপ্তজন অমর—শুকদেব, ঋষি অগস্ত এখন ভারতে ভ্রমণ করছেন?—পৃথিবীর যাবতীয় লুপ্ত-জ্ঞান-বিদ্যা প্রভুর

আদেশে তাঁরা রক্ষা করছেন!” আমি জ্ঞানকে অতি বিনীত ভাবে তখন বল্‌লাম “ভা’ই জ্ঞান! আমি এ সকল কথা কিছুই জানিনি। পৃথিবীতে অর্থাৎ সংসারে গেলে, সেখানে সংসার চিন্তায়—এ সব চিন্তা বড় মনে স্থান পায় না;—যদিও কখন মনে একটু একটু এ সব চিন্তা উদয় হয়,—এ সব চর্চ্চা করি;—তখন পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলে সব ভুলিয়ে দেয়। তারা ঘোর অবিশ্বাসী—কিছুতেই তাদের বিশ্বাস হয় না। পরমেশ্বরের চিন্তা করতে দেখলে তারা পাগল ভাবে; কত বিদ্রূপ ক’রে—পথচ্যুত করে দেয়। তুমি যেমন ভক্তদের ইচ্ছা-জন্ম-মৃত্যুর কথা আমাকে বলছো, এ কথা যদি পৃথিবীতে কেউ কারে বলতো, তা হলে পৃথিবীর লোক তা’রে নিশ্চয় পাগল বলে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতো;—তারা সকল বিষয়ে উল্টো বোঝে। তারা অর্থই সারবস্তু, আর সকলি অসার—এই জ্ঞান করে নিশি দিন অর্থ চিন্তা করে;—তারা পরমার্থ বুঝে না! তারা বুঝে বাড়ী, বিষয়, নগদ টাকা, মান, মর্য্যদা, নামের ধ্বজা; তাদের জগতে আর কিছুই বুঝবার নাই! তাদের সহবাসে সকলি ভুল হয়ে যায়। তাদের কাছে থাকলে সমস্ত গোলমাল করে দেয়;—তারা ভাল মানুষকে পাগল করে ছাড়ে।

তাদের কাছে সেই মানুষ বলে গণ্য—যে হয়কে নয় কর্ত্তে পারে, যে দশটার দর মুখে ফুটতে পারে;—বুক চিতিয়ে চলে যেতে পারে;—যে মাথায় মোট করে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে।

তাই সেখানে পরমেশ্বরের চিন্তা অতি গোপনে কর্ত্তে হয়! না হলে তারা বড়ই বাধা দেয়;—কাণের কাছে মহা গোলমাল উপস্থিত করে!

আমি জ্ঞানকে বল্লাম—ভাই জ্ঞান! তুমি আমাকে ভক্তদের সম্বন্ধে আরও কথা বল;—আমার ভক্তদের কথা শুনতে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে।

তখন জ্ঞান আমাকে ভক্তদের অমৃতময় চরিত্র বলতে লাগলেন। জ্ঞান বললে "প্রভু ভক্তের জন্য কল্পতরু! ভক্তকে যে তাঁ'র কত ঐশ্বর্য্য দিলে হয়—তা' বোধ হয় নিজেই তিনি জানেন না। দেখ তাঁর ভক্তের উপর কি ভালবাসা!—তিনি তুলসীদাসের গৃহে—তুলসীর সামান্য তৈজসপত্র চৌকি দিতেন। তুলসীর গৃহে একটী চোর তুলসীর তৈজস গুলি চুরি করবার নিমিত্ত প্রত্যহ চেষ্টা কর্ত্তো—পাছে তৈজস গুলির অভাবে ভক্তের পানাহারের কষ্ট হয়, এই ভেবে প্রভু নিজে ধনুর্বাণ ধরে রাম মূর্ত্তিতে সেই চোরের গতিরোধ কর্ত্তেন। চোর প্রত্যহ এসে, তুলসীর গৃহে প্রবেশ করবার কত সুযোগ খোঁজে; প্রভু চোরের প্রাণের অভিপ্রায় জেনে গোড়াগুড়ি হতে সেই চোর চৌকি দেন। সে চোরও সামান্য চোর নয়! নিত্য সে চুরি কর্ত্তে এসে রাম দর্শন করে যায়;—প্রভু সেই চোরকে তাঁর সেই নবজলধর কায়—ধনুর্বাণ হস্তে রামমূর্ত্তি দেখান। চোর দূর হতে সেই কলেবর দেখে ভাবে "এ কে! এমন মূর্ত্তিতো কখন দেখিনি—এতো পৃথিবীর রূপ নয়!" এইরূপে ছয়মাস ক্রমাগত প্রভুর মূর্ত্তি দেখে—অবশেষে চোর তুলসীকে এ ব্যাপার জানালে। চোরের কথায় তুলসী স্তম্ভিত—চোরকে বললেন "ভাই! এত দিনে তোমার প্রকৃত চুরিবিদ্যা সার্থক হয়েছে;—না হলে তুমি চুরি কর্ত্তে এসে রামদর্শন পাও!—প্রভুর লীলা কিছুই বুঝা যায় না;—যে চরণ দর্শনের জন্য যোগী আজীবন যোগে বসে

আছেন, ঋষি যুগ যুগান্তর তপস্যা করছেন;—তুমি চুরি কর্ত্তে এসে সেই রামচন্দ্র দর্শন করে গেলে? আহা! তুমি মহাভাগ্যবান! "এই কথা বলে তুলসী চোরকে আলিঙ্গনকরলেন এবং সেইদিন তুলসী গৃহের তৈজসপত্র গুলি দরিদ্রকে বিতরণ করে দিলেন;—এবং কাঁদলেন। প্রভু ভক্তের জন্য না কর্ত্তে পারেন এমন কাযই নাই। ভক্তেরাও তাঁর জন্য উন্মত্ত!

জাগতিক সমস্ত কার্য্যেই মহাত্মারা সাহায্য করেন। যত বড় বড় কায—আবিষ্কার ইত্যাদি হচ্ছে—সকলি সেই মহাত্মাদের দ্বারাই সমাধা হচ্ছে। তাঁদের সকলের বালকের ন্যায় প্রকৃতি;—সদানন্দময়! সকল কথায় তাঁরা পরমেশ্বরের দোহাই দেন। তাঁরা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য! তাঁরাই পরমেশ্বরের পরমভক্ত!"

এই কথা বলতে বলতে জ্ঞান অগ্রসর হয়ে আমায় বল্লেন "এসো, আমি তোমাকে মহাত্মাদের মিলন-মন্দির দেখাই!" অতঃপর আমরা সেই উচ্চ স্থান হতে নেমে এসে, এক বিরাট চৈতন্য গৃহে প্রবেশ করলাম।

সে ঘর কি, কিসের নির্ম্মিত, কত বড়, আর কত রকম বেরকম আসন রয়েছে;—আর কত কি আছে—আমি তার কিছুই স্থির কর্ত্তে পারলাম না। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম! চারিদিক অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম!

জ্ঞান বললে "মহাত্মা সকল এখানে সম্মিলিত হন। এখানে * সাধারণ-আত্মার প্রবেশাধিকার নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির যত ভক্তগণ এখানে মিলিত হয়ে রামকৃষ্ণ-গান করেন!"

* যাদের পুনর্জন্ম হয় অর্থাৎ যাদের ইচ্ছাজন্ম নয়; নচেৎ আত্মা সব এক।

তারপর জ্ঞান আমাকে একখানি আসনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লে 'এতে কি লেখা আছে—পড়!' আমি পড়্লাম জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা 'রামচন্দ্র!' জ্ঞানকে বললাম—জ্ঞান! রামচন্দ্র কে? তখন জ্ঞান আমাকে বল্লে "রামচন্দ্র মহারাজ-রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত, -রামচন্দ্র তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত।" আমি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলাম রামচন্দ্র এখন কোথায়? জ্ঞান বল্লে "মহাত্মা রামচন্দ্র দেহত্যাগ করে এসে এখানে প্রভু রামকৃষ্ণের সেবা করছেন।"

জ্ঞান আর একটী আসন দেখিয়ে বললেন 'এখানে কি লেখা পড়!' আমি পূর্ব্বের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর পড়লাম—লেখা "শ্রী—ম!" আমি বললাম—ইনি কে? জ্ঞান বল্লে—"এঁর নাম মহেন্দ্র! ইনিও মহারাজ-রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ইনি চারখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত লিখে ব্যাসদেবের ন্যায় চিরস্মরণীয় হয়েছেন। কথামৃত পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সার—* 'সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা!' ইনি এখন পৃথিবীতে মহারাজ-রামকৃষ্ণের কার্য্য করছেন!

পৃথিবীতে কর্ম্ম করে ভক্তেরা ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে বিশ্রাম করবেন বলে প্রভু ভক্তদের জন্য পূর্ব্ব হতে আসন প্রস্তুত রাখেন। ভক্তেরা প্রভুপ্রদত্ত-আসনে বসে অমৃত আনন্দ উপভোগ করেন!

ফের জ্ঞান ব'ল্লে "এই দেখো আর একটী আসন। ইনিও এখন সংসারে প্রভুর কার্য্য করছেন। এখানে পড়!" আমি পূর্ব্বের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর পড়লাম—লেখা,—গিরিশ!"

আমি জ্ঞানকে বললাম এ কোন গিরীশ?—যিনি নাট্য-

* কথামৃত—সরলগীতা।

চার্য্য? জ্ঞান বললে "হ্যাঁ!" আমি যেন চমকে উঠলাম! জ্ঞানকে বললাম জ্ঞান! সে গিরীশ তো অতি বদলোক ব'লে আমি শুনিছি? জ্ঞান আমার কথায় অতিশয় বিরক্ত হয়ে বললে "তুমি অমন কথা আর কখন মুখে এনো না! গিরীশের ঐ মহাআসনে প্রণাম করো! তুমি জেনো—পাপাত্মা কখন মহারাজ রামকৃষ্ণের এ মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে পায় না। এখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁর জন্ম হবে না, অর্থাৎ যাঁর ইচ্ছাজন্ম তাঁর আসন ছাড়া এখানে আর অন্য আসন নাই! বদ্ধজীব এখানে স্থান পায় না।"

আমি জ্ঞানের কথায় অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে—গিরীশের আসনে অতি ভক্তি ভাবে প্রাণাম করলাম্! ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম্ ভাই জ্ঞান! আমার অপরাধ হলো কি? প্রভু আমার উপর বিরক্ত হবেন নাতো?

আমার ব্যাকুলতা দেখে মৃদুস্বরে জ্ঞান ব'ল্লে "না!" আরো বল্লে "তুমি শোনা কথা বলেছো—তা'তে দোষ হয় না! আর এখন তোমার আর কিছুতেই দোষ হবে না। প্রভু যখন তোমায় কোল দিয়েছেন, তোমাকে তিনি আপনার করে কুড়িয়ে নিয়েছেন,—এখন তোমার সাতখুন মাপ! তোমার এখন এমন দিন এসেছে—তুমি কোন দোষের কায আর কর্ত্তে পারবে না। এখন তুমি কোন প্রকার অন্যায় কায কর্ত্তে গেলেই,—আমরা দুই ভাই বোন গিয়ে তোমার সেই কাযে বাধা দেবো! প্রভু কি যারে তারে এ রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন।

গিরীশ মহারাজ রামকৃষ্ণের পরমভক্ত;—গিরীশ সুরভক্ত! মহারাজ রামকৃষ্ণ বলেন গিরীশ রাবণের ন্যায় ভক্ত!

গিরীশ রাজা রামকৃষ্ণের বড়ই প্রিয়জন !

ভক্ত নানা প্রকারের। ভাবও নানা প্রকারের।—প্রভু যারে যা' দিয়েছেন! তিনি কারে উগ্রভাব দিয়েছেন, কারে শান্তভাব দিয়েছেন;—কেউ তাঁরে রজঃগুণে পূজা ক'রে পায়;—তিনি অধিকারী বুঝে ভাব দেন। যার যেমন আধার, যে যতটুকু শক্তি ধারণ কর্ত্তে পারে—তিনি হিসাব করে সকলকে সব দেন।

অজ্ঞ লোকে গিরীশের নিন্দাবাদ করে। যারা গিরীশের নিন্দাবাদ করে তারা সকলে ঘোর সংসারী এবং মহা স্বার্থপর—স্বার্থপর লোকে কখন ন্যায় বিচার কর্ত্তে পারে না। গিরীশের চরিত্র তারা কিছুই বুঝতে পারে না,—তাদের বোঝবার ক্ষমতা নাই। তারা সাংসারে নানাবন্ধনে আবদ্ধ—মায়ার কাল-কাজল পরে জগতকে সর্ব্বদা কুৎসিত ভাবে দেখে। তারা আপন আপন চরিত্র-গত-ভাবে গিরীশের চরিত্র কল্পনা করে।

আমি জানি গিরিশ উগ্রকর্ম্মী। লোক কেন উগ্র-কায করে, কেন সে উগ্র-কাজের অধিকারী;—কার ইঙ্গিতে সে ওরূপ উগ্র কর্ম্মে রত, এ তত্ত্ব কেউ করে না; কারণ তারা বিষয়ী লোক—সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা ক'রে, বুদ্ধি নীচ জিনিষে আবদ্ধ হয়ে গেছে; উচ্চভাব তাদের প্রাণে স্থান পায় না—নীচের দিকে নজর দিয়ে ফেলে।

আজ যে গিরীশের নিন্দায় দেশে কাণ পাতা যায় না, ভবিষ্যৎ কালে দেখবে, ঐ গিরীশ জগতের গলার হার হয়ে জগতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে। তখন লোকে বুঝবে গিরীশের মত গিরীশ আর নাই। নীচ লোকে গিরীশের যতই নিন্দা

করুক না কেন;—গিরীশের মহান চরিত্র আর কিছুতেই মলিন হবার নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বাঞ্ছিত যে চরণ—গিরীশ এখন সেই শ্রীচরণের! গিরীশ ভক্তের বুকের জিনিষ। যে দিন গিরীশের অভাব হবে—সে দিন ভারতের একখানি চাঁদ খসে প'ড়বে!

আমাকে জ্ঞান ফের বলতে লাগলো তোমার আসন এখানে হবে! তুমি মহারাজ রামকৃষ্ণের কৃপায় আজ সর্ব্বপাপ মুক্ত—ও সর্ব্বপাশমুক্ত; দিন দিন তুমি বালকের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হবে—বালকের মত শুদ্ধহৃদয়ে অতুল আনন্দ উপভোগ করবে। তোমার মনুষ্য জন্ম এত দিনে সফল হল। যুগাবতারে যার ভক্তি বিশ্বাস হয়—সেতো রাজপুত্র! মহারাজ রামকৃষ্ণ এ যুগের রাজা। যদিও তিনি সর্ব্বযুগের রাজা; কিন্তু তিনি যখন যে নামে যুগধর্ম্ম প্রচার করেন—সেই নামের ভীষণ বল! এখন তুমি সেই নামের অধিকারী!—

এই বলে জ্ঞান আমাকে আর একটী আসন দেখিয়ে বললে এ লেখাটী পড় দেখি! আমি পুনরায় সেই জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরগুলি দেখে পড়লাম, "রাখাল!" জ্ঞান বললে এ মহাত্মা ঘোর ত্যাগী—শঙ্করের ন্যায় উদাসীন,—ইনি এখন বালকহৃদয়ে পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ অনুভব করছেন।" এই বলে জ্ঞান আমাকে রাখালের আসনে রাখালের উদ্দেশে প্রণাম কর্ত্তে বললেন। আমি জ্ঞানের উপদেশমত রাখাল-আসনে এবং মনে মনে সকল ভক্তের আসনে ভক্তিভাবে প্রণাম করলাম। আহা আমার হৃদয় যেন জুড়িয়ে গেল।

অনন্তর জ্ঞান বললে "এ চৈতন্য-রাজ্য কত বৃহৎ তা' মুখে

বলা যায় না। মোটামুটি তোমার যা দেখবার, শুনবার ও বুঝবার আবশ্যক—তা' সব হয়েছে। এখন এসো! মহারাজ রামকৃষ্ণের গান শুনবে এসো! তাঁর গান শুনলে মানুষ কিন্তু পাগল হয়; তোমাকেও পাগল হতে হবে!—তুমি এখন ভাবের পাগল হবে! এখন থেকে কেবল তোমাকে দিবানিশি "রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ" বুলি বলে বেড়াতে হবে। রামকৃষ্ণ নাম বই আর তোমার কিছুই থাকবে না—রামকৃষ্ণ নামে উন্মাদ হয়ে যাবে;—তুমি আর কারও কোন কথা শুনবে না; আপন মনে রামকৃষ্ণ বোল বলবে, আর চলবে;—তোমার কোন কিছু গ্রাহ্য করবার আবশ্যক হবে না। তুমি রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে থাকবে—তোমার আর সব ভার মহারাজ—রামকৃষ্ণ লবেন।

আমার জ্যেষ্ঠা ভক্তি তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করবেন। আমিও আবশ্যকমত দেখবো—এখন তোমার আর কোন ভয় নাই!

তার পর আমরা উভয়ে যেখানে মহারাজ রামকৃষ্ণের গান হয়—সেখানে উপস্থিত হলাম। ঠিক্ সেখানে নয়—খুব খানিকটা দূরে জ্ঞান আমাকে বললে "এখানে দাঁড়াও আর এগিও না!"—আমি সেখানে দাঁড়িয়ে যেন কেমন হয়ে গেলুম; কেমন যেন আমার কি হয়ে গেল—কিছুই বুঝতে পারলাম না। কি যেন একটা জ্যোতির গাঢ় আবরণ—আমার দর্শনশক্তি রোধ করে ফেললে! কেমন যেন মাতালের মত টলতে লাগলাম। ঠিক্ হয়ে দাঁড়াতে পারলেম না—পা টলতে লাগল অথচ প্রাণে আমার যেন ভয়ানক আনন্দ; কি যেন মনে এক অপূর্ব্ব ভাব হতে লাগলো—কি যেন দেখলুম! কে যেন গাইলে!

গীত

আমি কা'দের চেয়ে গিয়ে ছিনু কোথায়
কা'রা যেন আমায় চায় না।
আমি কাদের চেয়ে সেথা যাই চিরদিন
যেন কাদের না দেখে বাঁচিনা।
আমি কাদের চাই তারা ত চায় না
আমি সদা গাই তারা ত শুনেনা।
কতবার গেনু কত বুঝাইনু ;—
তারা বুঝে বুঝে তবুও বুঝেনা।
তবু আসি যাই বাসি তাদের ভাল
নিতি নিতি বলি আঁখি মেল মেল ;
দেখ চেয়ে আমি দিবস যামিনী—
তোমাদের দুয়ারে করি আনাগোনা!

কে কি গাইলে না গাইলে আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না। সেই গানের সুর বার হবার আগেই যেন আমি কেমন হয়ে গেলাম। গান থামলে আমি "রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ!" বলে চীৎকার কর্ত্তে লাগলাম; তখন আমার আর কোনই চৈতন্য ছিল না।

জ্ঞান আমার ব্যাপার দেখে বুঝি হাসতে ছিল, কি কি করছিল;—আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না;—আমি ততক্ষণ কি হয়ে গিয়িছি। আমি যেন উদ্ভ্রান্ত-ভাবে ডাকতে লাগলাম, "রামকৃষ্ণ!" আমার সেই জলদ-গম্ভীর চীৎকার-ধ্বনি কোথায় কোথায় বেজে—ফের আমার কাছে ফিরে এসে বললে 'রামকৃষ্ণ!' আমি ফের ডাকলাম "রামকৃষ্ণ!" ফের কোথায়

কোথায় বেজে—আমার কাছে ফিরে এসে বললে "রামকৃষ্ণ!" ফের যেন খুব ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে ডাকলাম "রামকৃষ্ণ!" এবার কি হ'ল আর বুঝতে পারলেম না।

শেষে চোক চেয়ে দেখি আমি আমার বিছানার উপর শুয়ে আছি। বাড়ীর লোকেরা আমায় ডাকছে, আমি কোন কথা না কয়ে বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠলাম! গা টলছে পা টলছে—আমি পাগলের ন্যায় হয়েছি; সে তা'র গান শুনিয়ে আমাকে পাগল করে দিয়েছে। এখন আমি বেশ পাগল—কারে যেন না দেখে পাগল, কিম্বা কারে দেখবার জন্য পাগল।

এখন প্রাণে আর সে পূর্ব্বের ভাব নাই! সখা আসে গান গায়—আমি শুনি;—শুনতে হয় তাই শুনি;—না শুনলে নয় তাই শুনি। তার গানে আর সে মজা নাই;—সুর লয়ের ঠিক নাই,—যেন কতই বেতালা। সে তবু গায়—আমি শুনি—না শুনলে সে দুঃখিত হয়। প্রিয়া আসে আমার পানে চায়, আমিও চাই;—চাইতে হয় তাই চাই;—কেন চাই তা কিছুই জানি না—সে চাউনি যেন কতই উদ্দেশ্য-বিহীন।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।